প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল/নির্দেশিকা

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ণ

(Women's Capacity Building and Empowerment in Disaster Risk Management and Climate Change Adaptation)

প্রণয়নে:

christian aid

BCAS

সহযোগিতায়:

UN WOMEN

কৃতজ্ঞতায়

১৯৭২ সাল থেকে ক্রিশ্চিয়ান এইড বাংলাদেশে দারিদ্র্যতা, অবিচার, নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সরাসরি কাজ করে আসছে। এর পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থান, জেন্ডার সমতা, মানবাধিকার এবং মানবিক সাড়াপ্রদানে ক্রিশ্চিয়ান এইড উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

ক্রিশ্চিয়ান এইড কর্তৃক বাস্তবায়িত **"নারী প্রধান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবংজলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন"** প্রকল্প উল্লেখযোগ্য কিছু দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে যার মাধ্যমে নির্দিষ্ট নারী প্রধান সিএসও গুলো তাদের নেতৃত্ব, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন কার্যক্রমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে ভূমিকা রাখতে পেরেছে।

এই প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটির মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন, নেতৃত্ব এবং নীতিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত অভিনব পন্থাসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

প্রকল্পে সার্বিক সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি তৈরিতে গঠনমূলক উপদেশ প্রদানের জন্য আমরা ইউ এন ওমেনকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই। বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ (বিসিএস) কে ও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালটি তৈরি এবং বাংলায় অনুবাদে সহায়তার জন্য।

ক্রিশ্চিয়ানএইড- এর ঢাকা অফিসের মানবিক সহায়তা কার্যক্রম বিভাগকে এই প্রকল্পের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ জানাই ।

পরিশেষে, আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানা ইসিএসওর নেত্রীদেরকে,যারা মুল্যায়নের সময় প্রশিক্ষনের বিষয় সমূহের ওপর তাদের মতামত প্রদান করেছেন।

শাহানা হায়াৎ
হিউম্যানিটারিয়ান প্রোগ্রাম ম্যানেজার
ক্রিশ্চিয়ান এইড

ভূমিকা

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনের প্রতিনিধিদের জলবায়ু পরিবর্তন এবং জেন্ডার (নারী-পুরুষের সামাজিকভাবে আরোপিত সম্পর্ক ও পার্থক্য) সম্পর্কিত জ্ঞানকে আরো সমৃদ্ধ করার মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। অধিকন্তু উন্নয়নের মূলধারায় জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও জেন্ডার সংবেদনশীল অভিযোজনকে সম্পৃক্ত করা। এছাড়া প্রশিক্ষণের যেসব সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলি হলো:-

- নারী-পুরুষের উপর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজন দক্ষতা বাড়ানো।
- জলবায়ু পরিবর্তন, বিপন্নতা, দুর্বলতা অভিযোজন প্রশমন এবং নারী-পুরুষের সামাজিক পার্থক্য সম্পর্কিত (জেন্ডার) ধারণা উন্নয়ন।
- জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো।
- নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা, দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতিকৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকসমূহের ধারণা।
- নারী-পুরুষ বান্ধব অভিযোজন এবং নারীর ক্ষমতায়নে নারী পরিচালিত সংগঠনের মূলধারায় সম্পৃক্তকরনের মাধ্যমে তাদের দক্ষতার উন্নয়ন ঘটানো।

মডিউল ব্যবহারকারী

অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক/সহায়ক।

অংশগ্রহণকারী

এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করবেন স্থানীয় পর্যায়ে নারী নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠনের প্রতিনিধিদের প্রধান ও সদস্য।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

প্রশিক্ষণের সময়কাল, অংশগ্রহণকারীদের ধরন, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে।

পদ্ধতিসমূহ

- উপস্থাপন
- তথ্যচিত্র প্রদর্শন
- উন্মুক্ত আলোচনা
- ছোট দলে আলোচনা
- অভিজ্ঞতা বিনিময়
- খেলার আয়োজন

প্রশিক্ষণ উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, ফ্লিপ চার্ট, সহায়ক তথ্য, মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর, স্লাইড, ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম।

সহায়কের যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন

প্রশিক্ষণের আগে

- প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ
- সুবিধাজনক স্থানে প্রশিক্ষণের স্থান নির্ধারণ করা।
- সম্ভব হলে প্রশিক্ষণ শুরুর আগের দিন অথবা প্রশিক্ষণ শুরুর আগেই প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিদর্শন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সাচ্ছন্দ্যময় পরিবেশ, সম্ভব হলে ইউ (ট) আকারে বসার ব্যবস্থা, পানীয় জল ও নারীদের জন্য আলাদা বাথরুমের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
- প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণে ব্যবহারের সামগ্রী যেমন- ফাইল, সাদা কাগজ, নাম কার্ড, কলম, পোস্টার কাগজ, মার্কার, বোর্ড, স্টেপলার, পাঞ্চিং মেশিন, ডাস্টার, স্কচ টেপ, মাস্কিং টেপ, ক্লিপ, পিন ইত্যাদি সংগ্রহ করে রাখা এবং
  - প্রদর্শনযোগ্য উপকরণ ব্যবহারের স্থান ও সুযোগ সুবিধা নিশ্চিত করা।
- সহায়ক নির্বাচন–অর্থাৎ কে কোন অধিবেশন পরিচালনা করবেন তা নির্ধারণ করে তাদের সাথে যোগাযোগ ও পূর্বপ্রস্তুতি নিশ্চিত করার জন্য মডিউল সরবরাহ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে মডিউলে অন্তর্ভুক্ত সকল তথ্যাদি ভালোভাবে পড়ে দেখা এবং প্রশিক্ষণের কোর্স সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজন ও পরিমার্জন করার প্রয়োজন হলে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।
- পাঠ পরিকল্পনা ও পরিচালনার আগে পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে সে অনুযায়ী প্রশিক্ষণ উপকরণ সংগ্রহ করা, প্রয়োজনে অংশগ্রহণকারীদের উপযোগী প্রশিক্ষণ উপকরণ প্রণয়ন করা।

প্রশিক্ষণ চলার সময়

- প্রশিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক একজন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন মাত্র, এ বিষয়টি স্মরণে রাখা।
- প্রতিদিন অধিবেশন শুরু আগে অন্ততঃ ১৫ মিনিট আগে প্রশিক্ষণ কক্ষে উপস্থিত হওয়া।
- যথাসময়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ কক্ষে আসন গ্রহণ নিশ্চিত করা।
- অধিবেশন শুরু ও শেষে অংশগ্রহণকারীদের সাথে কুশলাদি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করা।
- অধিবেশন পরিচালনার সময় সেশন গাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, সহায়ক তথ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সাজিয়ে নেয়া বা হাতের কাছে রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ধৈর্য ও সহনশীলতা বজায় রাখা।
- অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা ও পরামর্শকে স্বাগত জানানো।
- অংশগ্রহণকারীদের যে জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও তথ্য আছে তা জানার চেষ্টা করা, তাদের ভূমিকাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য দেয়া।
- নিজস্ব বিশ্বাস, অভিজ্ঞতা ও মতামতকে প্রাধান্য বা চাপিয়ে দেয়া থেকে নিজেকে বিরত রাখা।
- আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারীকে সক্রিয় রাখা, প্রয়োজনে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
- দলীয় কাজের সময় অংশগ্রহণকারীদের সহযোগিতা করা ও তাদেরকে সঠিক দিকে পরিচালিত হতে সহযোগিতা করা।
- অবসরে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

- অধিবেশন পরিচালনার সময় মডিউল/ম্যানুয়াল বা সহায়ক তথ্য পড়া থেকে বিরত থাকা। এতে সহায়কের দক্ষতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের আস্থা কমে যেতে পারে।
- অধিবেশন পরিচালার সময় দেশীয় বা স্থানীয় আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় রাখা।
- উদাহরণ দেয়ার ক্ষেত্রে দেশীয়/স্থানীয় ইতিহাস, সংস্কৃতি ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক উদাহরণ উপস্থাপন করা।
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের অভিজ্ঞতা/ঘটনা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা।
- অপ্রাসঙ্গিক আলাপ-আলোচনার দিকে যাবার প্রবণতা রোধ করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে শিখন বিষয়গুলো পূনঃআলোচনা করা।
- প্রতিটি অধিবেশন শেষে সম্পূরক সহায়ক তথ্য বিতরণ করা।

মডিউল ব্যবহার বিধি

সহায়কের জন্য

- প্রথমেই মডিউলটির সূচিপত্র দেখে নিন।
- পুরো মডিউলটি একবার ভালোভাবে পড়ে নিন। এতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।
- এরপর মডিউলের প্রতিটি অধিবেশন মনোযোগ দিয়ে পড়ুন।
- প্রথমে শিরোনাম থেকে শুরু করুন। তারপর বিষয়, উদ্দেশ্য, পদ্ধতি ও কি কি উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা জেনে নিন।
- কোথাও কোন অসঙ্গতি কিংবা অস্পষ্টতা চোখে পড়লে বিষয়টি উর্ধ্বতন প্রশিক্ষকের সাথে আলোচনা করুন।
- এরপর প্রথমে যে অধিবেশনটি উপস্থাপন করবেন সেই অংশটি বার বার পড়ে আত্মস্থ করুন। যে দিন যে বিষয়ে আলোচনা করবেন সে বিষয়টির প্রতিটি অংশ ভাল করে দেখে নিন। মানসিকভাবে নিজেকে প্রস্তুত করুন। কিভাবে অংশগ্রহণকারীদের সামনে বিষয়টি উপস্থাপন করলে আলোচনাটি সবাই বুঝতে পারবে এবং প্রাণবন্ত হবে সে বিষয়ে নিজেকে প্রস্তুত করুন।

সূচীপত্র

অধিবেশন সূচী (১ম দিন, ২য় দিন, ৩য় দিন) ১০-১২

মডিউল-১: নারী-পুরুষের উপর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন ১৩-২০

- ✔ অনুশীলন ছক: সামাজিক এবং জৈবিক ও প্রকৃতিগত সংজ্ঞার মাধ্যমে নারীর ভূমিকা নির্ধারণ ১৪
- ✔ সাধারন/বিদ্যমান নিরাপত্তার বিষয় (Generic Safe Guarding Issue) ১৫
- ✔ দুর্যোগ (Disaster) কি ১৫
- ✔ দুর্যোগের ধরণ ১৫
- ✔ আপদ কি (Hazard) ১৫
- ✔ জলবায়ু আপদ কি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে? ১৬
- ✔ বিপন্নতা (Vulnerability) কি ১৬
- ✔ ঝুঁকির ধরণ ও তার বিবরণ ১৮
- ✔ অনুশীলন-১ আপদ ও বিপন্নতা মানচিত্র অংকন ১৮
- ✔ নারী-পুরুষের উপরে বিভিন্ন মাত্রার প্রভাব চিহ্নিতকরণ ১৯

মডিউল ২: জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্রামীন জীবিকায়ন ২১-৩৫

২.১. বাংলাদেশে গ্রামীন জীবিকায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনাকরণ ২৩

২.১.১. বিজ্ঞানের আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন ২৩

২.১.২. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ২৫

২.১.৩. বাংলাদেশের গ্রামীন জীবিকায়ন: পটভূমি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের ধরন ২৭

২.১.৪. জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীবিকার সম্পক ২৯

২.২. নারীর জীবন জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে) ৩০

২.২.১ ক্ষুদ্র কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৩১

২.২.২ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৩১

২.২.৩ বন এবং জীববৈচিত্র্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৩২

২.২.৪ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য বিধির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৩৩

২.২.৫ নারীদের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ৩৫

মডিউল ৩: জলবায়ু পরিবর্তন, বিপন্নতা, অভিযোজন এবং প্রশমন ৩৬-৫১

৩.১ জলবায়ু পরিবর্তন বিপন্নতা বিশ্লেষণ ৩৭

৩.১.১ কমিউনিটি (স্থানীয়) পর্যায়ে বিপন্নতার মাত্রা এবং বিশ্লেষণের কৌশল ও পদ্ধতি ৬

৩.২ জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ-খাওয়ানো, অভিযোজন এবং প্রশমন সম্পর্কিত প্রাথমিক/মৌলিক ধারণা, তত্ত্ব এবং জ্ঞান ৪১

৩.২.১ অভিযোজন ও প্রশমনের প্রকার, কৌশল, পদ্ধতিসমূহ এবং উদাহরণ ৪২

৩.২.২ বাংলাদেশে অভিযোজন এবং অভিযোজন প্রযুক্তি অনুশীলনের উদাহরণ ৪৬

৩.২.৩ প্রশমন এবং বাংলাদেশে প্রশমন প্রযুক্তি ও অনুশীলনের উদাহরণ ৪৯

মডিউল ৪: নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ৫২-৫৮

- ✔ দুর্যোগ এবং মানবিক বিপর্যয়ে নারীরা যে সব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় এবং যে সব সুরক্ষার প্রয়োজন হয় ৫৩
- ✔ দুর্যোগের সময় নারীরা যে সব নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয় ৫৪
- ✔ অনুশীলনের বিষয় ৫৪
- ✔ বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের সঙ্গে পরিচিতিমূলক আলোচনা ৫৪
- ✔ হয়রানি এবং দায়িত্ববোধ নিয়ে কুইজ-১ ৫৬
- ✔ হয়রানি এবং দায়িত্ববোধ নিয়ে কুইজ-২ ৫৭
- ✔ হয়রানি এবং দায়িত্ববোধ নিয়ে কুইজ-৩ ৫৭
- ✔ নারীর সুরক্ষা সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক আইনসমূহ ৫৭
- ✔ নারীদের যে কোন ধরনের নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য মান নির্ধারণ ৫৭
- ✔ উদ্বেগ এবং অভিযোগ মোকাবেলার গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ ৫৭
- ✔ ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপসমূহ ৫৮
- ✔ প্রেক্ষাপট অনুশীলন ৫৮

মডিউল ৫: নারী-পুরুষ সাম্য, দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকসমূহ ৫৯-৭৭

৫.১ প্রারম্ভিক আলোচনা: টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) ৬১

৫.২ নারী উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) সম্পর্কিত মুলনীতিসমুহ: বৈশ্বিক প্রেক্ষিত ৬৫

৫.২.১ নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন (The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW) ৬৫

৫.২.২ সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030) ৬৬

৫.২.৩ ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (The United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC) ৬৮

৫.২.৪ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (২০১৫) ৬৯

৫.২.৫ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (Sustaniable Development Goal) ৭০

৫.৩ নারী উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ের মুলনীতিসমুহ ৭১

৫.৩.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (National Women Development Policy-2011) ৭১

৫.৩.২ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (National Plan for disaster management-NPDM 2016-2020) ৭১

৫.৩.৩ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (National Disaster Management Act-2012) ৭২

৫.৩.৪ স্টাডিং অডারস অন ডিজাস্টার (Standing Orders on Disasters-SOD) ৭২

৫.৩.৫ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশান প্লান (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP) ৭২

৫.৩.৬ ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (২০০৫/২০০৯) Bangladesh: National Adaptation Programme of Action - NAPA (2005/2009) NAPA/NAP7 ৭৩

৫.৩.৭ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার এ্যাকশান প্লান (Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan-BCCGAP, 2013) ৭৪

৫.৪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) সম্পর্কে মূল প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব এবং ভূমিকা: জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে ৭৪

৫.৪.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুর্নবাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Disaster Management and Relief-MODMR) এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ (Department of Disaster Management-DDM) ৭৪

৫.৪.২ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো (Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoECC) and its associated agencies-BCCT, DOE, DoF) ৭৫

৫.৪.৩ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা (Role of Ministry of Women and Children's Affairs-MoWCA) ৭৬

মডিউল ৬: দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি ৭৮-৯৪

- ✔ কেন জলবায়ু দুর্যোগ ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ দরকার ৮০
- ✔ বিভিন্ন ধরনের চাহিদা নিরূপণ ৮১
- ✔ একটি ভাল চাহিদা নিরূপণের উপকরণ ও পদ্ধতিসমূহ ৮১
- ✔ দুই প্রকারের বিস্তারিত তথ্য ৮১
- ✔ চাহিদা নিরূপণ নীতি ৮২
- ✔ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ৮২
- ✔ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চাহিদা নিরূপণের জন্য প্রস্তুতি ৮২
- ✔ কীভাবে একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পরিচালনা করতে হয় ৮৩
- ✔ অন্যান্য বিষয় ৮৩
- ✔ দলীয় কাজ ৮৩
- ✔ বিলিপত্র ৮৩

গুরুত্বপূর্ণ সংজ্ঞাসমূহ (Key Terminologies)

আবহাওয়া (Weather): কোন স্থানের রোদ, বৃষ্টি, তাপমাত্রা, মেঘ, কুয়াশা ও বায়ুপ্রবাহ এই মৌলিক উপাদানগুলোর তাৎক্ষণিক অবস্থা হলো আবহাওয়া। আবহাওয়া হঠাৎ করে পরিবর্তিত হতে পারে। আবহাওয়া কোন স্থানের স্বল্প সময়ের অবস্থা প্রকাশকরে।

জলবায়ু (Climate): জলবায়ু হলো ঐ স্থানের আবহাওয়ার মৌলিক উপাদানসমূহের দীর্ঘ সময়ের (কমপক্ষে ৩০ বছরের) গড় অবস্থা। এটা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রধান পার্থক্য হলো সময়ের।

জলবায়ু পরিবর্তন (Climate Change): ইন্টারগভর্নমেন্টাল প্যানেল অনক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি) জলবায়ু পরিবর্তনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে: প্রাকৃতিক পরিবর্তন/তারতম্য (variability) বা মানুষের কার্যকলাপের ফলে সময়ের ব্যবধানে বা একটি নির্দিষ্ট সময়ে জলবায়ুতে কোন পরিবর্তন ঘটলে তাকে জলবায়ু পরিবর্তন বলে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপন্নতা (Vulnerability to Climate Change): এটিএমন এক পর্যায়কে নির্দেশ করে যেখানে বিদ্যমান ব্যবস্থা অকার্যকর এবং জলবায়ুর তারতম্য ও চরম ঘটনাজনিত প্রভাব বিদ্যমান।

সহিষ্ণুতা/সহনশীলতা (Resilience): রেজিলিয়েন্স/নিজ শক্তিতে আপদ মোকাবেলার সামর্থ্যকে সজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে সঠিক সময় দৃঢ়তার সাথে আপদ প্রতিরোধ, আত্মীভূত করা এবং কাটিয়ে ওঠার সামাজিক সামর্থ্য অর্থাৎ অপরিহার্য মৌলিক কাঠামোসমূহকে আপদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে এনে তাদের কার্যক্রম পুনরায় চালু করা ও তাদের পরিচিতি রক্ষা করার সামাজিক সামর্থ্যই রেজিলিয়েন্স।

সহনশীল সমাজ/জনগোষ্ঠীর সংজ্ঞা (Resilient Society or Community): একটি সক্ষম বা সমর্থ সমাজ বা জনগোষ্ঠী বলতে এক্ষেত্রে তাদেরকেই বোঝায় যারা কোন আপদ মোকাবেলা করে তার ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত কাটিয়ে উঠে আগের তুলনায় ভাল অবস্থানে যাওয়ার সামর্থ্য রাখে।

আপদ মোকাবেলা (Coping): আপদ মোকাবেলা একটি সাময়িক পদক্ষেপ যা আপদ সংঘটিত হওয়ার পর আপদের ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার জন্য গ্রহণ করা হয়। এটা সাময়িকভাবে টিকে থাকার কৌশল।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন (Adaptation to Climate Change): জলবায়ুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে মানিয়ে চলার জন্য যে সকল পন্থা বা কৌশল যা প্রকৃতি ও মানুষের ক্ষতি কমায় বা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে তাকে অভিযোজন বলে।

মোকাবেলা ও অভিযোজনের মধ্যে পার্থক্য (Difference between Coping and Adaptation): অভিযোজন ও মোকাবেলা শব্দ দুটি প্রায়শঃই অভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা দুটির মাঝে সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্পর্কে বিভ্রান্তির উদ্রেক হয়। নিচে এই শব্দ দুটির পার্থক্য নির্ণয়ার্থে ঘানা, নাইজার ও নেপালে উন্নয়ন কর্মীদের দলীয় অনুশীলনে প্রাপ্ত পার্থক্য দেয়া হলো:

মোকাবেলা (Coping)	অভিযোজন (Adaptation)
স্বল্প মেয়াদী ও তাৎক্ষণিক	দীর্ঘ মেয়াদী ও জীবিকার নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট
এটি চলমান নয়, টিকে থাকা ও অস্তিত্বেও প্রশ্নের সাথে সম্পৃক্ত	এটি চলমান প্রক্রিয়া এবং ফলাফল সুদূর প্রসারী
পরিকল্পনা মাফিক করা হয় না	অভিযোজন পরিকল্পনা অনুযায়ী করা হয় এবং সম্পদের দক্ষ ও দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহার হয়ে থাকে
জনগণের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এর উপর এটি প্রতিষ্ঠিত	প্রাচীন, নতুন কৌশল ও জ্ঞানের সংমিশ্রণে এটি প্রতিষ্ঠিত
বিকল্প উপায়ের অভাবে গৃহীত তাৎক্ষণিক উদ্যোগ	বিকল্প উপায় অনুসন্ধানের ওপর গুরুত্বারোপ করে

জলবায়ু পরিবর্তনের তারতম্য (Climate variability): এটা মূলত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত ইত্যাদিও হ্রাস ও বৃদ্ধি নির্দেশ করে থাকে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চরম ঘটনা (Climate Change Extreme Events): এটা জলবায়ুর আপদ যথা: খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বজ্রপাত ও ভূমিধ্বস ইত্যাদির খারাপ প্রভাব বা চরম অবস্থা নির্দেশ করে।

আপদ (Hazards): দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের প্রেক্ষিতে, আপদকে সংজ্ঞায়িত করা হয় এভাবে: আপদ একটি মারাত্মক ঘটনা যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন, জীবিকা, স্বাস্থ্য, সম্পদ, সেবা ব্যবস্থা, আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা বা পরিবেশের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

দুর্যোগ (Disaster): আপদের কারনে জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি সাধিত হলে তাকে দুর্যোগ বলে।

ঝুঁকি (Risk): আপদের কারনে ক্ষয়-ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনাকে ঝুঁকি বলে।

প্রশমন (Mitigation): জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী গতি এবং হার কমিয়ে আনার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাকে প্রশমন বলা হয়। মানুষের কার্যক্রমের ফলে নির্গত গ্রীনহাউজ গ্যাস কমিয়ে আনার কার্যক্রমের সাথে প্রশমন সরাসরি সম্পৃক্ত। যেমন- বৃক্ষ রোপন, বৃক্ষ নিধন হ্রাস ও নিরাপদ জ্বালানী ব্যবহার ইত্যাদি।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming): পৃথিবীর সার্বিক তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যাওয়াকে বলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন।

গ্রীনহাউজ প্রভাব (Green House Effect): শীতপ্রধান দেশে অতিরিক্ত শীতে কোন ফসল বা গাছপালা জন্মায় না। তাই কাঁচের বা প্লাস্টিক দিয়ে ঘর বানিয়ে সেখানে ফসল চাষ করা হয়ে থাকে। সূর্য থেকে বিকিরণ পদ্ধতিতে তাপ পৃথিবীতে আসে এবং প্রতিফলন পদ্ধতিতে আবার ফিরে চলে যায়। কাঁচ বা প্লাস্টিক এর মধ্যে দিয়ে তাপ ঢুকতে পারে কিন্তু বের হতে পারেনা অর্থাৎ এরা তাপ ধরে রাখে। তেমনি বায়ুমন্ডলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বেশী থাকলে এরা পৃথিবী থেকে তাপ বায়ুমন্ডলে চলে যেতে বাঁধা দেয় এবং ধরে রাখে। ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। কাঁচের বা প্লাস্টিকে ঘরের তাপ ধরে রাখার এই প্রক্রিয়াই হলো গ্রীনহাউজ প্রভাব।

স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (Local Adaptation Planning): স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জলবায়ু আপদ সহিষ্ণুতা বৃদ্ধির (Resilience) একটি ব্যবহারিক পরিকল্পনা কেবলে স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা।

Source: PCVA training manual, Climate Resilient Ecosystems and Livelihoods (CREL) project, USAID & Forest Department of Bangladesh, 2013-2018

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন বিষয়ক ৩ দিনের প্রশিক্ষণ

অধিবেশন সূচী

১ম দিন					
অধিবেশন	অধিবেশনের নাম	আলোচ্য বিষয়	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
১	উদ্বোধনী অধিবেশন	• অংশগ্রহণকারীদের রেজিস্ট্রেশন • প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন • অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় পর্ব	৯:০০ -৯:৩০	আলোচনা/ বক্তৃতা	প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল ও অধিবেশন সূচী
২	মডিউল-১: নারী-পুরুষের উপর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন	• সমাজে ও পরিবারে নারী পুরুষ সম্পর্ক • আপদ, ঝুঁকি ও বিপন্নতা বিষয়ে উপস্থাপনা • নারী-পুরুষের বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করা • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের বর্ণনা • শিক্ষনীয় বিষয়ে আলোকপাত	৯:৩০ -১:০০	বক্তব্য, আলোচনা, স্লাইড ও পোষ্টার এর মাধ্যমে উপস্থাপনা, দলীয় অনুশীলন ও প্রশ্নোত্তর।	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট, মার্কার পেন, ভিপকার্ড
দুপুরের আহারের বিরতি					
৩	মডিউল-২: জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্রামীণ জীবিকায়ন	• অংশগ্রহণকারীরা গ্রামীণ জীবিকায়নের সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাবেন। • জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন অনুসন্ধান করা এবং নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রামীন জীবিকায়ন সম্পর্কে জ্ঞান সমৃদ্ধ করা।	২:০০ -৫:০০	বক্তব্য, প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী, দলীয় অনুশীলন, স্লাইড এর মাধ্যমে উপস্থাপনা ও প্রশ্নোত্তর।	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম
		পুনরালোচনা, শিক্ষন ও দিনের সমাপ্তি	৫:০০ -৫:৩০		

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন বিষয়ক ৩ দিনের প্রশিক্ষণ

অধিবেশন সূচী

২য় দিন

অধিবেশন	অধিবেশনের নাম	আলোচ্য বিষয়	সময়	পদ্ধতি	উপকরণ
৪	পূর্বের অধিবেশনের উপর আলোকপাত	• পূর্বদিনের দিনের আলোচিত বিষয়সমূহের উপর পুনরালোচনা/ প্রতিবেদন পাঠ এবং সংযোজন ও গ্রহণ	৯:০০ -৯:৩০	আলোচনার জন্য নির্ধারিত কমিটির সদস্যদের উপস্থাপনা	নোট বই, কলম
৫	মডিউল-৩: জলবায়ু পরিবর্তন, বিপন্নতা, অভিযোজন এবং প্রশমন	• জলবায়ু ঝুঁকি, খাপ-খাওয়ানো, অভিযোজন, প্রশমন এবং জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা সম্পকে অংশগ্রহণকারীরা জানতে পারবেন। • জলবায়ু ঝুঁকি, খাপ-খাওয়ানো, অভিযোজন, প্রশমন, এবং বিপন্নতা বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে ধারণা পাবেন।	৯:৩০ -১:০০	বক্তব্য, আলোচনা, স্লাইড ও পোষ্টার এর মাধ্যমে উপস্থাপনা, দলীয় অনুশীলন ও প্রশ্নোত্তর।	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম
		দুপুরের আহারের বিরতি			
৬	মডিউল-৪: নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন	• কমিউনিটি বা সমাজে নারী এবং অন্যান্য অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কিভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে সামাজিক সংগঠনের সদস্যদের ধারণা ও জ্ঞান অর্জন এবং ব্যাখ্যা করার দক্ষতা অর্জন করা।	২:০০ -৫:০০	বক্তব্য, প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনী, দলীয় অনুশীলন, স্লাইড এর মাধ্যমে উপস্থাপনা ও প্রশ্নোত্তর।	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম
		পুনরালোচনা, শিক্ষন ও দিনের সমাপ্তি	৫:০০ -৫:৩০		

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়ন বিষয়ক ৩ দিনের প্রশিক্ষণ

অধিবেশন সূচী

৩য় দিন					
অধিবেশন	**অধিবেশনের নাম**	**আলোচ্য বিষয়**	**সময়**	**পদ্ধতি**	**উপকরণ**
৭	পূর্বের অধিবেশনের উপর আলোকপাত	• পূর্বদিনের দিনের আলোচিত বিষয়সমূহের উপর পুনরালোচনা/ প্রতিবেদন পাঠ এবং সংযোজন ও গ্রহণ	৯:০০ -৯:৩০	আলোচনার জন্য নির্ধারিত কমিটির সদস্যদের উপস্থাপনা	নোট বই, কলম
৮	মডিউল-৫: নারী-পুরুষ সাম্য, দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকসমূহ	• মডিউল ৫ থেকে অংশগ্রহণকারীরা গুরুত্বপূণ আন্তর্জাতিক নীতিগুলি বুঝতে পারবেন এবং এর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবেন, অংশগ্রহনকারীরা এই মডিউল থেকে শিখতে সক্ষম হবেন কিভাবে বৈশ্বিক নীতিমালাগুলো জাতীয় নীতির মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে সংযুক্ত হয়ে তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।	৯:৩০ -১:০০	বক্তব্য, আলোচনা, স্লাইড ও পোষ্টার এর মাধ্যমে উপস্থাপনা, দলীয় অনুশীলন ও প্রশ্নোত্তর।	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম
দুপুরের আহারের বিরতি					
৯	মডিউল-৬: দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং চাহিদা নিরূপণের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ব্যবস্থাপনা কৌশল, নীতি, পরিকল্পনা এবং পদ্ধতিগুলি উন্নতি সাধন করার জন্য সক্ষমতা।	২:০০ -৫:০০	উপস্থাপনা আলোচনা এবং দলীয় অনুশীলন	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম
		পুনরালোচনা, শিক্ষন ও দিনের সমাপ্তি	৫:০০ -৫:৩০		

মডিউল ১: নারী-পুরুষের উপর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন

অধিবেশন শিরোনাম:
নারী-পুরুষের উপর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন
অধিবেশনের সময়: ৩ ঘন্টা

- **শিক্ষণীয় বিষয়:**
  - স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সমাজ এবং বিশেষত নারীর উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু আপদের প্রভাব, ঝুঁকি এবং বিপন্নতা সম্পর্কে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের সদস্যদের ধারণা দৃঢ় হবে।

শিক্ষণের ফলাফল:
অধিবেশন থেকে প্রশিক্ষণার্থীগণ:

- সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরোপিত নারী-পুরুষের পরিচয় ও অবস্থান এবং লিঙ্গীয় বৈষম্য সম্পর্কিত ধারণা ভালোভাবে বুঝতে পারবেন।
- কার্যকরভাবে বিভিন্ন দুর্যোগ জনিত আপদ, ঝুঁকি ও বিপন্নতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য আপদ সংঘটনের বিষয় বা কারণসমূহ ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে কেন জেন্ডার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে জানতে পারবেন।
- সামাজিকভাবে আরোপিত নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যের (জেন্ডার) প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত করতে পারবেন।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে জনগোষ্ঠির চাহিদা নিরুপণ করতে পারার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

অধিবেশন পরিচালন নির্দেশিকা

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	সময়	কার্যক্রম	পদ্ধতি	উপকরণ
শিক্ষণীয় বিষয়	২	২৫ ৪৫	শিক্ষণীয় ফলাফল নিয়ে আলোচনা; অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা যে বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা পাবেন।	সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে আরোপিত নারী-পুরুষের পরিচয় ও অবস্থান এবং লিঙ্গীয় বৈষম্য সম্পর্কিত ধারণাগুলো অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝতে পারা।	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট, মার্কার পেন
আপদ, ঝুঁকি ও বিপন্নতা বিষয়ে উপস্থাপনা	(৪-৯) কার্যকরভাবে বিভিন্ন দুর্যোগ জনিত আপদ, ঝুঁকি ও বিপন্নতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন; এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও অন্যান্য আপদ সংঘটনের বিষয় বা কারণসমূহ ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।		আপদ, বিপন্নতা ও ঝুঁকি সম্পর্কে উপস্থাপন	স্লাইড ও পোষ্টার এর মাধ্যমে উপস্থাপনা এবং দলীয় অনুশীলনের মাধ্যমে আপদ মানচিত্র তৈরী	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট, মার্কার পেন ও ভিপকার্ড

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	সময়	কার্যক্রম	পদ্ধতি	উপকরণ
- সামাজিক-ভাবে আরোপিত নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যের (জেন্ডার) প্রেক্ষাপটে দুর্যোগের প্রভাব চিহ্নিতকরণ	১০ - দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে কেন জেন্ডার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে জানতে পারবেন। - সামাজিকভাবে আরোপিত নারী-পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যের (জেন্ডার) প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব চিহ্নিত করতে পারবেন।	৫০	প্রভাব বিশ্লেষণ সারণীর (টেবিলের) মাধ্যমে অনুশীলন	দলীয় অনুশীলন	ফ্লিপচার্ট, মার্কার পেন ও ভিপকার্ড
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্রের বর্ণনা	১১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে ধারণা বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে জনগোষ্ঠির চাহিদা নিরুপণ করতে পারার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।	৫০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র/পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র/পদ্ধতির বিভিন্ন পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীদের বিপন্নতা কেন বৃদ্ধি পায় সে বিষয়ে আলোচনা ও বোঝার সক্ষমতা বৃদ্ধি।	ফিলিপচার্ট, মার্কার পেন ও ভিপকার্ড
শিক্ষনীয় বিষয়ে আলোকপাত	অধিবেশনের আলোচনার উপর মতামত (রিফ্লেকশন কার্ড প্রদর্শন)	১০	শিক্ষনীয় ফলাফলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা। - কি ঘটছে - কেন ঘটছে - নারীদের জীবন জীবিকার উপর প্রভাব। - জনগোষ্ঠীর করণীয়।	রিফ্লেকশন কার্ড উপস্থাপনা ও আলোচনা	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর ও ভিপকার্ড

অনুশীলন ছক: সামাজিক এবং জৈবিক ও প্রকৃতিগত সংজ্ঞার মাধ্যমে নারীর ভূমিকা নির্ধারণ

ক্রমিক নং	উক্তি	সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত পরিচয়	প্রকৃতিগত নির্ধারিত পরিচয়	মন্তব্য
০১	নারীরা গর্ভধারণ করতে পারে কিন্তু পুরুষেরা পারে না			
০২	নারীরা নরম প্রকৃতির কিন্তু পুরুষরা শক্তিশালী			
০৩	বালিকারা পুতুল নিয়ে খেলা করে আর বালকরা ক্রিকেট খেলে।			
০৪	একই ধরনের কাজ থেকে নারীরা তুলনামূলক কম মজুরী পায়।			
০৫	বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেদের গলার স্বর পরিবর্তন হয় কিন্তু মেয়েদের হয় না।			
০৬	পুরুষদের দায়িত্ব হলো সংসারের জন্য উপার্জন করা এবং নারীদের দায়িত্ব হলো গৃহস্থালীর কাজ করা।			

সাধারণ/বিদ্যমান নিরাপত্তার বিষয় (Generic Safe Guarding Issue):

দুর্যোগ (Disaster) কি

দুর্যোগ হচ্ছে একটি আকস্মিক ও বিপদজনক ঘটনা যা একটি জনগোষ্ঠীর এবং সমাজের স্বাভাবিক কর্মকান্ড বাধাগ্রস্ত করে এবং মানুষের জীবন, সম্পদ, অর্থনীতি ও পরিবেশকে এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে যে, সমাজের এবং ব্যক্তির নিজের সম্পদ ব্যবহার করে এই পরিস্থিতি মোকাবেলা করা কঠিন হয়ে পড়ে। অধিকাংশ সময় দুর্যোগ প্রাকৃতিক কারণে সংঘটিত হলেও ও মানবসৃষ্ট কারণেও দুর্যোগ সংঘটিত হয়ে থাকে।

দুর্যোগের ধরন

স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সমাজ এবং বিশেষত নারীর উপর দুর্যোগ ও জলবায়ু আপদের প্রভাব, ঝুঁকি এবং বিপন্নতা সম্পর্কে কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনের সদস্যদের ধারণা দৃঢ় হবে।

	মাত্রা-১	মাত্রা-২	মাত্রা-৩
পর্যায় (stage)	স্থানীয়ভাবে সংঘটিত উদাহরণ- জলাবদ্ধতা, নীপা ভাইরাস ইত্যাদি	আঞ্চলিক ভাবে জীবন-জীবিকার ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি উদাহরন- সিডর, আইলা	উচ্চ মাত্রায় সংঘটিত এবং মোকাবেলার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায় থেকে সহযোগীতা প্রয়োজন- রোহিঙ্গাদের অনুপ্রবেশ

আপদ কি (Hazard)

আপদ একটি অস্বাভাবিক ঘটনা যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট বা কারিগরী ত্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের জীবন ও জীবিকা, সম্পদ, সুযোগ সুবিধা ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

আপদের ধরন

- প্রাকৃতিক (Natural)
- জৈবিক (Biological)
- প্রযুক্তিগত (Technological)
- সামাজিক (Societal)

অন্যান্য আপদ:

- অগ্নিকান্ড

আপদের গতিবিধি:

- ধীর গতির (Slow onset)
- দ্রুত গতির (Rapid onset)
- পুনঃ ফিরে আসা (Return Time)

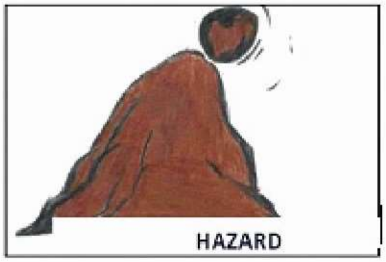

* আপাদ নিয়ে পূর্বে প্রস্তুতকৃত পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা

জলবায়ু আপদ কি বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে?

জলবায়ু পরিবর্তন (জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা এবং জলবায়ু আপদের কারণ সমূহ ব্যাখ্যা করা)

- সমুদ্র পৃষ্ঠের উষ্ণতা বৃদ্ধি
- বৈশ্বিক উষ্ণায়ন
- নগরায়ন
- জনসংখ্যা বৃদ্ধি
- সম্পদ কমে যাওয়া (ভূমি, জলাভূমি)
- দরিদ্রতা

বিপন্নতা (Vulnerability) কি

বিপন্নতা এমন একটি ধারণা যা একটি অর্থনৈতিক, সামাজিক, অবকাঠামোগত অথবা ভৌগোলিক পরিবেশের প্রেক্ষাপটে কারণ ও প্রতিবন্ধকতার ব্যাখ্যা করে এবং যা আপদের প্রভাব ও ঝুঁকি মোকাবেলার প্রস্তুতি ও খাপ খাওয়ানোর দক্ষতা হ্রাস করে।

বিপন্নতা নিয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা আরো দৃঢ় করার জন্য প্রস্তুতকৃত পোস্টার উপস্থাপন ও বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে। (নারীদের বিপন্নতার বিষয়গুলো গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। উদাহরণস্বরুপ: কোন এলাকার বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে নারীর বিপন্নতার ধরন ও বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখতে হবে।)

প্রেক্ষাপট-১:
বন্যার সময় নারীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (জামালপুরের অভিজ্ঞতা থেকে)

বন্যা কবলিত এলাকায় নারীরা বিবিধ বিপন্নতার শিকার হন, তার মধ্যে স্বাস্থ্য, নিরাপত্তাহীনতা সংক্রান্ত ঝুঁকি অন্যতম। এবং এটি প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। বন্যার সময় ল্যাট্রিনগুলি বেশীরভাগই ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়। রক্ষনশীল সামাজিক কাঠামো ও চলাচলের সীমাবদ্ধতার কারণে নারীরা উম্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ করতে পারে না, যা পুরুষদের জন্য কোন সমস্যাই নয়। এই ক্ষেত্রে নারীরা সময়মত টয়লেটে যেতে পারে না, যা তাদের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে দাড়ায়। জামালপুল জেলার মেলান্দহ উপজেলার মাহমুদপুর ইউনিয়নের পাঁচপয়লা গ্রামের তাসরিমা বেগম (৩৮) বলেন, "বন্যার সময় প্রাণী ও পোকামাকড় শুকনো জায়গার সন্ধান করে। বন্যার সময় আমার ল্যাট্রিন শুধু ডুবেই ছিল না, উপরন্তু কেঁচো, সাপ, বিষাক্ত পোকামাকড়ের আশ্রয়স্থলে পরিনত হয়েছিল। তখন তা একদম ব্যবহারপযোগী ছিল না। এই অবস্থায় দুই দিন আমি নিজেকে টয়লেট যাওয়া থেকে বিরত রাখি। প্রস্রাবের চাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এক চুমুক করে পানি খাচ্ছিলাম।"

সাংস্কৃতিক ও সামাজিক কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও লোকজ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নারীরা বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছিল। পয়ঃনিষ্কাশনের বিকল্প পদ্ধতি হিসেবে তারা বাঁশের লাঠি ব্যবহার করে এবং বেড়ার চারপাশে প্লাস্টিক পেপার ও পলিথিন দিয়ে মুড়িয়ে এবং ড্রাম বা প্লাস্টিকের বোতলের মাধ্যমে বিকল্প ভাসমান ল্যাট্রিন তৈরী করেছিল। তবে এই ধরণের বিকল্প পন্থা দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের নিরাপত্তা এবং মর্যাদা রক্ষার মূল মানবিক মানদণ্ডকে অস্বীকার করে।

একই গ্রামে আয়েশা (২৬) নামে এক গর্ভবতী নারী বন্যাকালীন মুর্হূতে তার নিত্য নৈমিত্তিক সমস্যার বিষয়ে তুলে ধরেছিল। পিচ্ছিল ও কর্দমাক্ত রাস্তায় হাটাচলা করা তার জন্য অনেক ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। টয়লেট গুলি

অকেজো বা ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়ায় তিনি বাধ্য হয়ে বন্যার পানিতেই মলমুত্র ত্যাগ করতেন, যা তার জন্য ভীষণ অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা ছিল।

বন্যার সময় ঋতুস্রাব হওয়া নারী ও কিশোরীদের প্রতিনিয়ত প্রতিকূল ও বিব্রত পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। তাসরিমা তার অভিজ্ঞতা থেকে বলেন- "বন্যার পনির স্তর আমার কোমর পর্যন্ত চলে এসেছিল। আমাকে সব সময় ভেজা ও নোংরা কাপড় পরে থাকতে হয়েছিল। ভিজা ন্যাপকিন পরিবর্তন করার সুযোগ না পেয়ে কোমর পানিতে থাকার কারণে আমার নিম্নাঙ্গে জ্বালা পোড়া এবং চুলকানির সৃষ্টি হয়। আমার প্রতিবেশীর কাছ থেকে গায়ে মাখার পাউডার সংগ্রহ করে আক্রান্ত স্থানে প্রতি রাতে ব্যবহার করতাম"। ঋতুস্রাব চলাকালীন এই ধরনের অস্বাস্থ্যকর চর্চা, চর্মরোগ সংক্রমন ও অন্যান্য জলবাহিত রোগের কারণ হতে পারে।

বন্যার সময় খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার কারণে নারীদের বিপন্নতা আরো বেড়ে যায়। দুর্যোগ পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে নারীরা পরিবারের তাৎক্ষণিক খাদ্য মিটানোর জন্য শুকনো খাবার সংরক্ষণ করে থাকে। তবে এই সংরক্ষিত খাবারের পরিমাণ চাহিদার তুলনায় খুবই নগণ্য। নিজে না খেয়ে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খাবারের যোগান দিতে নারীরা অগ্রাধিকার দেয়।এমন অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসের কারণে নারীদের কাজের প্রতি অনাগ্রহ, মাথা ঘোরা, বমি, অসুস্থতা ও শারীরিক দুবর্লতা দেখা দেয়। বন্যার সময় গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগীর ভেসে যাওয়ায় গ্রামের মানুষের প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের উৎস নষ্ট হয় । সেইসাথে বেশীরভাগ বাড়ীর আঙ্গিনার সবজি বাগানও বন্যার পানিতে ডুবে যায়। এই অবস্থায় নারী ও তার পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গুরুতর পুষ্টি সংকটে ভোগে। বিশেষ করে, গর্ভবতী নারীরা পুষ্টিহীনতার কারণে আরো বেশী বিপন্নতার শিকার হয়।

বন্যাকবলিত এলাকায় চর্মরোগের প্রকোপ নারীদের জন্য আরও একটি উদ্বেগের কারণ। নারীরা পায়ে স্যাণ্ডেল পরিধান করে না। বিশেষ করে জলাবদ্ধ এলাকায় নারীদের গৃহস্থালীর কাজ সম্পন্ন করার জন্য খালি পায়ে চলাচল করতে হয়। ফলে তাদের পায়ে এক ধরনের চর্মরোগ হয়। পাঁচপয়লা গ্রামের সাবিনা (৩৬) বলেন- "পুরুষ মানুষদের পানিতে নামার দরকার হয়না। তারা সহজেই শুকনা জায়গায় বসে থাকতে পারে। কিন্তু আমাকে পরিবারের সদস্যদের খাবারের যোগান দেওয়ার জন্য রান্না করতে হয়। খাবার পানি সংগ্রহ করতে হয়। তাই সাংসারের দৈনন্দিন কাজে আমার জন্য পানিতে না নামার কোন বিকল্প নাই। পানির মধ্যে কাজ করতে গিয়ে কেটে যাওয়া, খোঁচা লাগা, ও শারীরিক আঘাতগুলো সহ্য করতে হয়।"

বন্যাকালীন পরিস্থিতি পরোক্ষভাবে দাম্পত্য জীবনে বিরুপ প্রভাব ফেলে যার কারণে একরৈখিকভাবে নারীর মানসিক ও শারিরীক স্বাস্থ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। জলাবদ্ধ অবস্থায় আয় রোজগারের সুযোগ না থাকায় পুরুষরা কর্মহীন জীবন যাপন করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাড়িতে অলস সময় কাটায়। এই পরিস্থিতিতে তাদের মধ্যে যৌন চাহিদা বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে পুরুষরা স্থান কাল পাত্র বিবেচনা না করে স্ত্রীর সাথে বলপূর্বক যৌনসর্ম্পকে লিপ্ত হয় যা নারীর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। সাবিনা বলছিলেন, "বাড়িতে পানিবন্দি পরিস্থিতিতে অলস সময় পার করে পুরুষরা মানসিকভাবে অস্থির হয়ে পড়ে। এই জলাবদ্ধ পরিস্থিতি তাদের যৌন মিলনের চাহিদা বাড়িয়ে দেয়। এসব ক্ষেত্রে নারীরা কদাচিৎ তাদের স্বামীদের চাহিদা মেটাতে পারে। বন্যার কারণে গোপন ও নিরাপদ আশ্রয়ের অভাবে, অনেক সময় স্ত্রী যৌন মিলনের জন্য অপারগতা প্রকাশ করে যার কারণে তাকে মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয় এবং কিছু ক্ষেত্রে স্বামীর দ্বারা যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়। "

ছবি ও তথ্য সংগ্রহ: লায়লা সুমাইয়া, কমিউনিকেশন প্রফেশনাল, খ্রিস্টিয়ান এইড বাংলাদেশ
অবস্থান: মেলান্দহ উপজেলা, মাহমুদপুর ইউনিয়ন, পাঁচপয়লা গ্রাম।

ঝুঁকির ধরন ও তার বিবরণ

- খরা
- বন্যা
- জলাবদ্ধতা
- ঘূর্ণিঝড়
- জলোচ্ছ্বাস
- নদী ভাঙ্গন
- ভূমিধ্বস
- লবণাক্ততা
- শৈত্যপ্রবাহ
- সামাজিক অস্থিতিশীলতা
- রাসায়নিক দূষণ
- অগ্নিকান্ড
- ভূমিকম্প

ফলাফল বা পরিণতি:
- অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষতি
- পরিবেশগত প্রভাব
- অবকাঠামোগত ক্ষতি

ঝুঁকি = আপদ × প্রভাব × বিপন্নতা

নারীরা কেন বেশী বিপন্ন:

অর্থনৈতিক কারণ- আয় কম

সামাজিক কারণ- সিদ্ধান্ত গ্রহনে ক্ষমতা না থাকা, জেন্ডার বিষয়ে অজ্ঞতা, পক্ষপাতিত্বমূলক সামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় বিধি নিষেধ, পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো।

পরিবেশগত কারণ- স্বাস্থ্য ঝুঁকি বেশী থাকা, খাদ্য নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদি

অনুশীলন-১ আপদ ও বিপন্নতা মানচিত্র অংকন

অংশগ্রহণকারীরা দলগতভাবে আপদ ও বিপন্নতার মানচিত্র অংকন করবেন- ৫টি দল এবং প্রতিটি দলে কমপক্ষে ৬ জন অংশগ্রহণকারী থাকবে।

উদহরন স্বরূপ, সাতক্ষীরা ও খুলনার অংশগ্রহনকারীরা সনাক্ত করবে-

- কি ঘটতে পারে?
- কখন ঘটতে পারে?
- কোথায় ঘটতে পারে?

নির্দেশনা: কোন নির্দিষ্ট এলাকা নির্দিষ্ট সময়ের বিরতিতে দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিংবা সংঘটি হয়েছে এবং এর প্রেক্ষিতে এলাকাটিকে দুর্যোগ প্রবণ এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এই এলাকা গুলো মানচিত্র অংকনের মাধ্যমে চিহ্নিত করতে হবে।

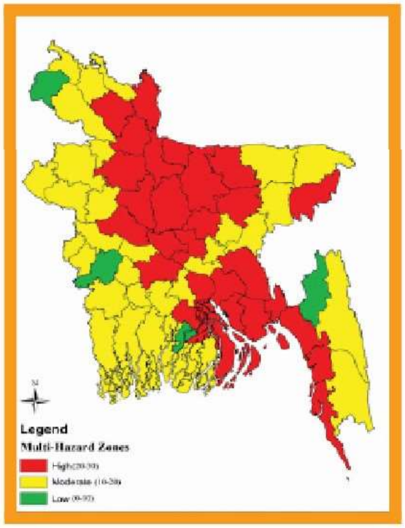

নারী-পুরুষের উপরে বিভিন্ন মাত্রার প্রভাব চিহ্নিতকরন

প্রভাব বিশ্লেষণ সারনী		
বিষয়	দৃশ্যমান	অদৃশ্যমান
অবিবাহিত		
বিধবা		
কিশোরী		
তালাকপ্রাপ্ত		
হিজড়া		
যৌনকর্মী		
ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নারী		
বয়স্কা		
গর্ভবতী নারী		
বন্ধ্যা নারী		
নারী শ্রমিক		
গৃহবধু		
অবিবাহিতা		
অপ্রাপ্ত বয়সে বিবাহিতা নারী		
প্রতিবন্ধী নারী		

প্রেক্ষাপট -২:
বন্যা কবলিত নারীদের বিপন্নতার নানা দিক (জামালপুর থেকে)

সামাজিক বিধিবিধান এবং নারী-পুরুষ অসম ক্ষমতার সর্ম্পক, দুর্যোগকালীন নারীর অবস্থানকে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। যেমন, পুরুষ অভিভাবক না থাকলে নারীকে বিভিন্ন ধরনের সংকটের মুখোমুখি হতে হয়।

মেলান্দহ উপজেলার ঘোষপাড়া ইউনিয়নের অমিতি গ্রামের তাসরিমা বেগমের (৪৫) স্বামী ফিস্টুলা রোগে আক্রান্ত। দুই ছেলে ও স্বামী সহ সংসারে তিনিই একমাত্র আয় রোজগারকারী। স্বামীর অসুস্থতা, বন্যাকালীন তার জীবিকার সংগ্রাম বহুগুনে বাড়িয়ে তুলেছিল। বিপদের সময় সাধারনত মানুষ এলাকার মুদি দোকান থেকে বাকীতে জিনিস নেয়। কিন্তু বাড়ীতে কোনও আয়ক্ষম পুরুষ সদস্য না থাকার কারণে তাসরিমাকে বাকীতে জিনিস দিতে অসম্মতি জানায় মুদির দোকানী।

একই গ্রামের সালেহার (৫৫) স্বামী মারা যাওয়ার বিশ বছর কেটে গেছে। তার একমাত্র ছেলে জীবিকার জন্য অন্যত্র বসবাস করে। ছেলের কাছে থেকে যৎসামান্য কিছু আর্থিক সাহায্য নিয়ে বর্তমানে সালেহা যমুনা নদীর পাড়ে একটি কুঁড়ে ঘরে একা দিন যাপন করছেন। বন্যার সময় তার প্রতিবেশীরা পরিবারের শারীরিকভাবে সক্ষম পুরুষ সদস্যের সাহায্যে বেড়িবাঁধ থেকে বালির বস্তা এনে নিজেদের ঘরবাড়ি রক্ষা করে। বালির বস্তা বহন করে আনার সক্ষমতা না থাকার কারণে সালেহা কচুরিপানা সংগ্রহ করে ঘরের চারপাশে বেষ্টনী তৈরী করে বন্যার

পানি রোধ করার চেষ্টা করেন। তা সত্ত্বেও ঘরের চারধার ভেঙ্গে বন্যার পানি ভেতরে প্রবেশ করে তার রান্নার চুলা ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

জন্ম থেকেই বাসিরন (৪৫) মুগুর পা নিয়ে চলাফেরা করছেন। তার ছোট দুই ভাই বিয়ে করে পরিবারসহ পাশ্ববর্তী জেলায় চলে গিয়েছে। একমাত্র বাসিরন বাড়িতে থেকে বিধবা মায়ের দেখাশুনা করেন। মুগুর পা হওয়ার কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে হেটে যেতে তার তুলনামূলক অধিক সময় ক্ষেপণ হয়, সেই সাথে পায়ে ব্যাথা করে। উপরন্তু নিজের শারিরীক সমস্যা উপেক্ষা করে বন্যা পরিস্থিতিতে নিজেকে টিকিয়ে রাখা তার জন্য বেশ কঠিন ছিল। অসুস্থ মা, ঘরবাড়ি, আসবাব সামগ্রী সবকিছু দেখাশোনার দায় ভার ছিল শুধুই তার। রান্নার জন্য মজুদকৃত কিছু শুকনো খড়ি ছিল, সব বন্যার পানিতে ভেসে যায়। মাকে খাবারের যোগান দেওয়ার জন্য কোনমতে এখান সেখান থেকে খড়ি কুড়িয়ে এনে দুই দিন অন্তর অন্তর একবার রান্না করে দিন পার করেন। অপরদিকে ঘরবাড়ির কোন সম্পদ নষ্ট হলে তাকে ভাইদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। তাই আসবাবপত্র বন্যার পানি থেকে রক্ষা করার জন্য আশেপাশে খুঁজে ইট যোগাড় করে এনে রাখতেন যাতে সেগুলোকে আসবাবপত্র উঁচু করে রাখার জন্য ব্যবহার করা যায়। পায়ের সমস্যার কারণে পানির মধ্যে হেটে গিয়ে ভারী ইটগুলো বাড়ীতে বয়ে আনা তার জন্য অনেক কষ্টসাধ্য ছিল। এই সকল প্রেক্ষাপট থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে দুর্যোগকালে প্রতিবন্ধী এবং বয়স্ক নারীদের বিশেষ সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

ছবি ও তথ্য: লায়লা সুমাইয়া, কমিউনিকেশন প্রফেশনাল, খ্রিস্টিয়ান এইড বাংলাদেশ
স্থান: আমিত্তি গ্রাম, ঘোষের পাড়া ইউনিয়ন, মেলান্দহ উপজেলা, জামালপুর।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা চক্র

মডিউল ২: জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্রামীণ জীবিকায়ন

শিক্ষণীয় বিষয়:

- অংশগ্রহণকারীরা গ্রামীণ জীবিকায়নের (Livelihoods) সঙ্গে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- জলবায়ু সহিষ্ণু জীবিকায়ন খুঁজে বের করা এবং নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে জলবায়ু পরিবর্তন ও গ্রামীণ জীবিকায়ন সম্পর্কে জ্ঞান সমৃদ্ধ করা।

শিক্ষণের ফলাফল:

- অংশগ্রহণকারীরা ভিন্ন ভিন্ন আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ জীবিকায়নের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এই দুটি বিষয় কিভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তা নির্ধারণ করা সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করবেন।
- অংশগ্রহণকারীরা জীবন জীবিকার বিভিন্ন খাতের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং তা কিভাবে গ্রামীণ জীবিকায়নের উপর প্রভাব ফেলে সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে নারী-পুরুষের জীবিকায়নের উপর এর প্রভাব সম্পর্কেও অংশগ্রহণকারীরা পরিচিত হবেন।

মডিউল এর বিষয়সমূহ:

২.১. বাংলাদেশে গ্রামীণ জীবিকায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা

২.১.১. বিজ্ঞানের আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন

২.১.২. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

২.১.৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবিকায়ন: পটভূমি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের ধরন

২.১.৪. জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীবিকার সম্পর্ক

২.২. নারী-পুরুষের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রেক্ষাপটে গ্রামীণ জীবিকায়ন

২.২.১ ক্ষুদ্র কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

২.২.২ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

২.২.৩ বন এবং জীববৈচিত্র্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

২.২.৪ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য বিধির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (ডঅঝঐ)

২.২.৫ নারীদের জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

অধিবেশন পরিচালন নির্দেশিকা

শিরোনাম	উপস্থাপনা স্লাইড এবং শিক্ষণের ফলাফল	সময় (মিনিট)	কার্যাবলী	পদ্ধতি	উপকরণসমূহ
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ	২-৪ টি স্লাইড	১০	মডিউল-এর উদ্দেশ্য এবং শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের সঙ্গে পরিচিতি	উপস্থাপনা স্লাইড -এর উপর আলোচনা	ল্যাপটপ এবং প্রজেক্টর

শিরোনাম	উপস্থাপনা স্লাইড এবং শিক্ষণের ফলাফল	সময় (মিনিট)	কার্যাবলী	পদ্ধতি	উপকরণসমূহ
বিজ্ঞানের আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে আলোচনা ও উপস্থাপনা	৪-৬ টি স্লাইড অংশগ্রহণকারীরা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিজ্ঞান সম্পর্কে কার্যকর ধারণা পাবে।	১০	জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি	ভিডিও চিত্র: জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও ফলাফল এবং উপস্থাপনা স্লাইড-এর উপর আলোচনা	ল্যাপটপ এবং প্রজেক্টর
বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের উপর উপস্থাপনা	অংশগ্রহণকারীরা গ্রামীণ জীবিকায়নের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবসমূহ ভালোভাবে বোঝা এবং ব্যাখ্যা করার দক্ষতা অর্জন করবে।	৩০	বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা	ভিডিও চিত্র নিয়ে আলোচনা এবং পারস্পরিক আলোচনা, পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম
বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবিকায়ন: পটভূমি, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের ধরন এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবিকায়নের মধ্যে সম্পর্ক	৮-১০ টি স্লাইড অংশগ্রহণকারীদের বোঝার মাত্রা বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক, পরিবেশগত এবং সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন এবং জীবিকায়ন-এই বিষয় দুটি কিভাবে সম্পর্কযুক্ত তা ব্যাখ্যা করতে পারার দক্ষতা অর্জন করা।	৩০	গ্রামীণ জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবিকায়নের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিয়ে নমুনা প্রদর্শন	পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড উপস্থাপনা: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিষয়ে পোস্টার প্রদর্শন ও দলীয় অনুশীলন	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম
নারীর জীবিকায়নের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে)	১০-১২ টি স্লাইড বিভিন্ন খাতের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এর ফলে গ্রামীণ জীবিকায়ন ও নারীর জীবিকায়নকে কিভাবে প্রভাবিত করে তা কার্যকরভাবে বুঝতে পারা।	৬০ (পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা) -২০, দলীয় আলোচনা -২০, এবং খেলা ও আলোচনা -২০)	নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে গ্রামীণ জীবিকায়নের বিভিন্ন খাতের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	দলীয় অনুশীলন (পাঁচটি দলের প্রত্যেকটিতে চারজন করে সদস্য এবং একজন করে দলনেতা/নেত্রী) এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে দলীয় অনুশীলন	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার কলম

২.১. বাংলাদেশে গ্রামীণ জীবিকায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত নানা দুর্যোগ ঝুঁকিতে রয়েছে। গ্রীস্ম মন্ডলীয় দেশ হওয়ার কারণে এবং পৃথিবীর অন্যতম তিনটি বৃহৎ নদীর সমন্বয়ে গঠিত ব-দ্বীপ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ার কারণে এই ঝুঁকি অনেক বেশী। বাংলাদেশের উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণে যথাক্রমে ভারত ও মায়ানমার। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র অববাহিকার উর্বর পললভূমি নিয়ে গঠিত ব-দ্বীপ অঞ্চলের দেশ হওয়ায় বাংলাদেশের ভূমি নিম্ন এবং সমতল (বিশ্ব ব্যাংক, ২০০০, GoB, 2018)। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দেশের বিপন্নতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামাঞ্চলের সুবিধা বঞ্চিত ও অসহায় জনগোষ্ঠীর ক্ষতির মাত্রা অনেক বেশী হয়ে থাকে। এই অধ্যায়ে দুর্যোগের প্রভাবসমূহ কিভাবে জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

ছবি ১: গ্রামীন জীবিকায়নের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Credit: D+C, 2017)

২.১.১. বিজ্ঞানের আলোকে জলবায়ু পরিবর্তন:

পৃথিবীর জলবায়ু ব্যবস্থায় একটি দীর্ঘ সময়ের জন্য বায়ুমন্ডল ও আবহাওয়ার ধরনে পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তন কয়েক যুগ থেকে শুরু করে কয়েক লক্ষ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

তাপমাত্রা পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত জলবায়ু নিয়ামকসমূহ:

- উষ্ণ দিন এবং উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধি
- শীতের তীব্রতা কমে যাওয়া
- তীব্র বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া
- খরা পরিস্থিতি বৃদ্ধি পাওয়া
- বন্যা সংঘটনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়া
- গ্রীস্মমন্ডলীয় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া
- সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী জলোচ্ছ্বাস
- কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস (CO2) উদগীরণের পরিমাণ বৃদ্ধি

সৌর ব্যবস্থা এবং জলবায়ু শক্তির ভারসাম্য

- জলবায়ু চক্র পৃথিবীর বাইরের অংশে শক্তি পাঠিয়ে থাকে। শক্তির আদান প্রদান এবং জলবায়ু চক্র/ব্যবস্থার মাধ্যমে শক্তি যাতায়াতের মাধ্যম পৃথিবীর প্রয়োজনীয় শক্তির পরিমাণ নির্ধারণ করে। যখন শক্তি গ্রহণ শক্তির বর্হিগমনের তুলনায় বেশী হয় তখন পৃথিবীতে উষ্ণতাও বৃদ্ধি পায়। আবার যখন শক্তির বর্হিগমন শক্তি গ্রহণের তুলনায় কম হয় তখন পৃথিবীতে শীতলায়ন পরিস্থিতির শিকার হয় (Vitousek, 1994)।

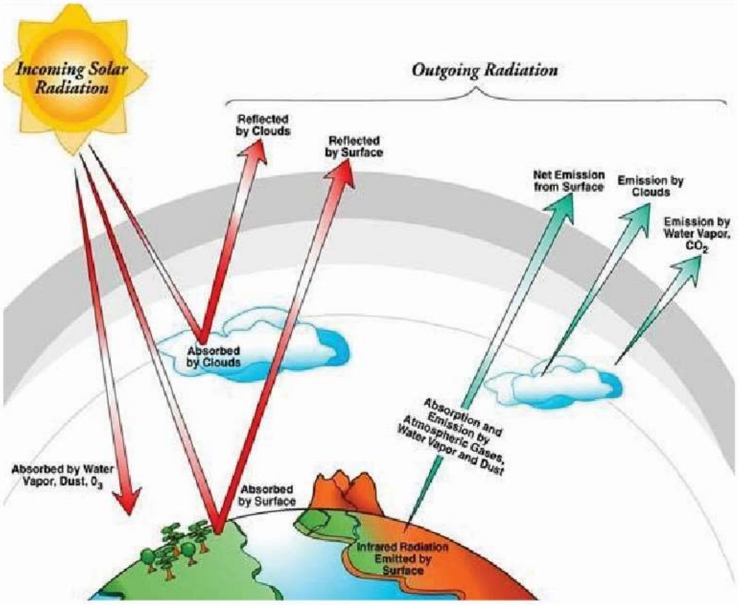

চিত্র ২: সূর্যের বিকিরণের আগমন ও প্রস্থানের চক্র

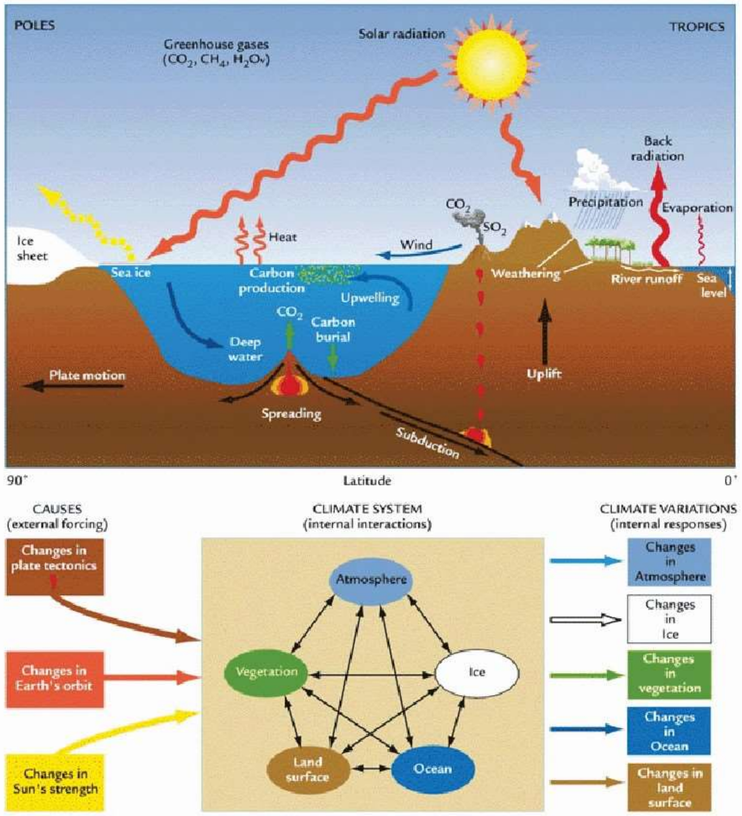

চিত্র ৩: জলবায়ু চক্র/ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন নিয়ামক ও বর্হিশক্তির মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক

২.১.২. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের জন্য অন্যতম একটি হুমকি এবং আমাদের জলবায়ু ও স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বৈশ্বিক প্রভাব বিবেচনা করে পৃথিবীকে রক্ষার জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস নিসঃরণ কমানোর উপর জোর দেয়া হচ্ছে (Saha, Ali, Haque, & Jonsson, 2014)। বাংলাদেশের মানুষ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে সমস্ত প্রভাবের সম্মুখীন হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো:

১) দ্রুত সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি,
২) বন্যার ভয়াবহতা বৃদ্ধি,
৩) দ্রুত তাপমাত্রা বৃদ্ধি,
৪) স্বাস্থ্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক প্রভাব,
৫) চরমভাবাপন্ন আবহাওয়ার মাত্রা বৃদ্ধি,
৬) অতি বৃষ্টিপাত,
৭) বন্যার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং
৮) খাদ্য সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটা।

বাংলাদেশের জন্য উল্লেখযোগ্য জলবায়ু ক্ষতিকর প্রভাবসমূহ কি কি?

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বুঝতে গেলে প্রথমে জৈব-প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এর প্রভাব এবং মানুষ সমাজ, অর্থনীতি ও উন্নয়নের উপর তার প্রভাব সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে নিম্নের বিষয়গুলো সংঘটনের প্রবণতা বেশী

- বন্যার পরিমাণ বৃদ্ধি
- খরা বৃদ্ধি
- বৃষ্টিপাতের তারতম্য হওয়া
- তাপমাত্রা বৃদ্ধি
- সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি
- জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বেড়ে যাওয়া
- লবণাক্ততা বৃদ্ধি।

উৎপাদন ব্যবস্থার উপর উল্লেখিত বিষয়গুলোর সরাসরি প্রভাব রয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হলো: (Saha, Ali, Haque & Jonsson, 2014)।

- কৃষি ফসল
- প্রাণীসম্পদ
- মৎস্য উৎপাদন এবং মৎস্য চাষ ব্যবস্থা
- উপকূলীয় এলাকার চিংড়ি উৎপাদন
- বন এবং বৃক্ষ সম্পদ।

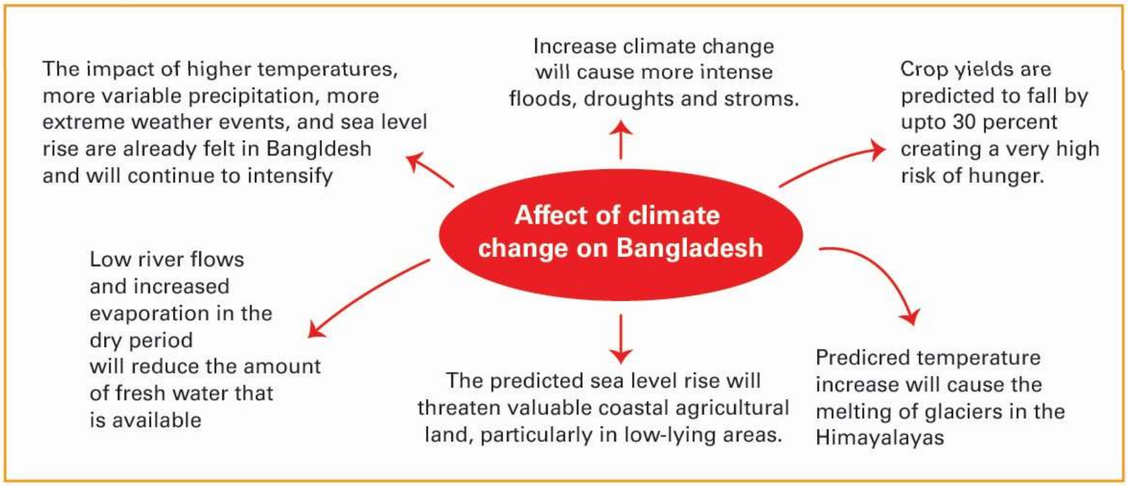

চিত্র ৫: বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Biswas, 2013)

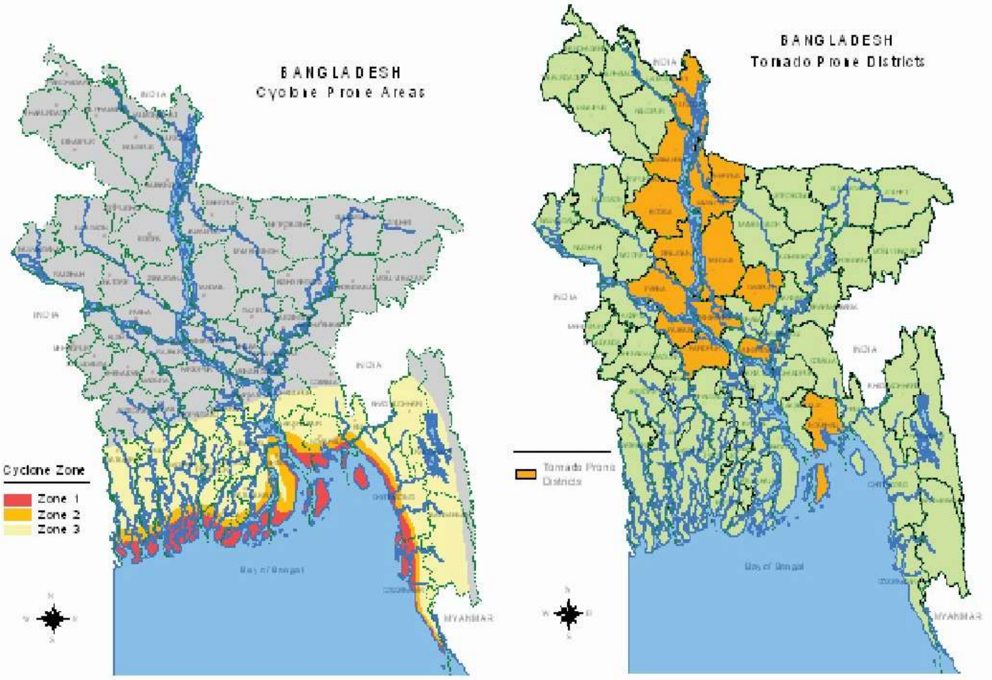

চিত্র ৬: বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড় ও টর্নেডোয় প্রভাবিত এলাকাসমূহ (Rojas-Downing, 2017)

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং এর ফলাফল

বন্যা এবং জলাবদ্ধতা: জলবায়ু পরিবর্তনের একটি অন্যতম প্রভাব হলো বন্যা এবং জলাবদ্ধতা। উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের আশংকা রয়েছে। বর্ষাকালে নদীর পানির সঙ্গে বৃষ্টির পানি মিশে নদীর পানির উচ্চতাও বৃদ্ধি পাবে (Saha, Ali, Haque, & Jonsson, 2014)। বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বৃষ্টিপাতের ধরনে পরিবর্তন এসেছে এবং মাঝে মধ্যে অত্যধিক বৃষ্টিপাতের কারণে বন্যা পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে।

অধিক বৃষ্টিপাত: অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে দেশের বিদ্যমান পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা আরো খারাপ হতে পারে। দেশের নদীসমূহের নাব্যতা এবং পানি ধারণের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে (Saha, Ali, Haque, & Jonsson, 2014)। বর্ষাকালে বৃষ্টিতে, বিশেষ করে বন্যার সময় পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়বে।

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি: তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বরফ গলা ও ভূমি অবনমনের (Land subsidence) কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বহু মানুষ স্থানান্তরিত হবে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কারণে দেশের বিপন্নতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের উপকূলীয় এলাকাসমূহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে আরো বেশী বিপন্ন হয়ে পড়বে। সমুদ্র পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণেও এটি ঘটবে। এবং এর ফলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের জীবনচক্র ব্যাহত হবে (Saha, Ali, Haque, & Jonsson, 2014)।

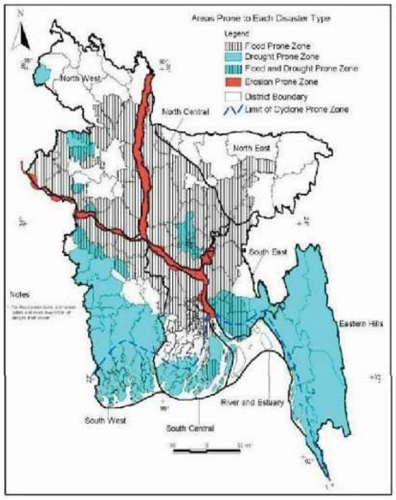

চিত্র ৭: বাংলাদেশের মানচিত্র এবং খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও লবণাক্ততায় আক্রান্ত এলাকাসমূহ (Setu et al., 2014)

২.১.৩. বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবিকায়ন: পটভূমি এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকায়নের ধরন

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় একটি ছোট এবং ব-দ্বীপ রাষ্ট্র। মনুষ্য সৃষ্ট এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে দেশটির পানি-সংক্রান্ত বেশ কিছু দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে (BCCSAP,2009;TNC, 2016)।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের জীবন-জীবিকা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল বৈশ্বিক পরিবর্তন এবং তার বহুমাত্রিক ও জটিল সমস্যাগুলো বাংলাদেশের কৃষি-প্রতিবেশের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। এবং এর ফলে আগামী দশকগুলোতে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবিকা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে (TNC, 2016)।

চিত্র ৮: বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবিকায়ন (Rojas-Downing, 2017)

বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মানুষেরা সীমিত সম্পদের মাধ্যমে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। কৃষিই এখানকার অন্যতম পেশা। এর বাইরে কিছু মানুষ মৎস্য শিকার এবং দিনমজুরির কাজে সম্পৃক্ত।

কৃষি এবং গ্রামীণ জীবিকায়ন

কৃষকরা সাধারণত কৃষি এবং নানা ধরনের ফসল উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কৃষকরা কৃষি কাজের বাইরে মাঝে মধ্যে মৎস্যজীবী'র পেশা গ্রহণ করলেও তারা মূলত বছরের বিভিন্ন সময়ের ফসল (যার মধ্যে রয়েছে বাদাম, মরিচ, আলু, ডাল প্রভৃতি) উৎপাদনে নিয়োজিত থাকে।

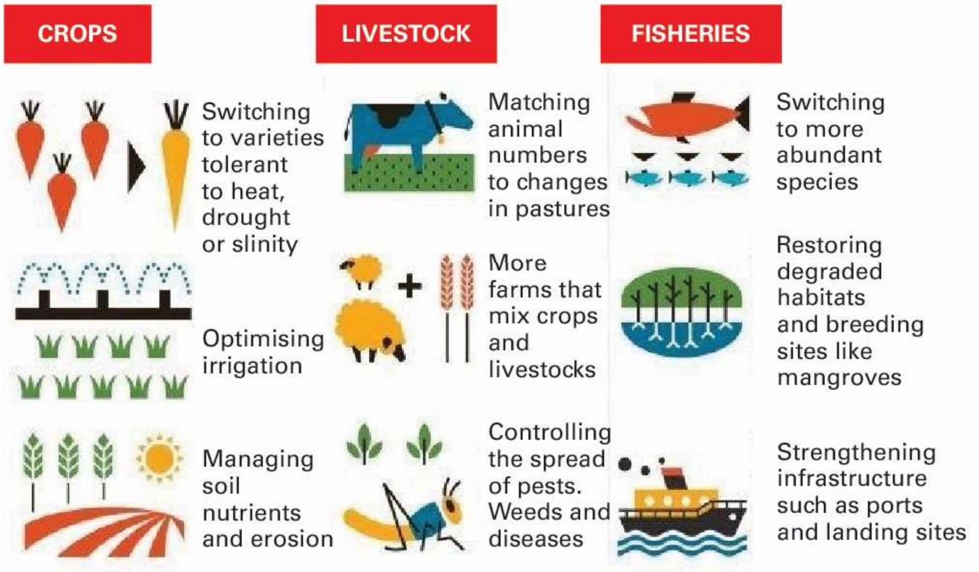

চিত্র ৯: প্রাণীসম্পদ এবং মৎস্য সম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় খাপ খাওয়ানোর কিছু উদাহরণ (CGIAR, 2014)

জলবায়ু পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে কৃষকরা তাদের উর্বর জমিতে প্রচুর পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারে। তারা সাধারণত ধানের পাশাপাশি কিছু মৌসুমী সবজী যেমন আলু উৎপাদন করে থাকে। অতিবৃষ্টিতে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হলে ফসলের ক্ষতি হয়। এই পরিস্থিতি সাধারণত বর্ষাকালে হয়ে থাকে (বিসিএএস, ২০১৬)।

মৎস্য সম্পদ এবং গ্রামীণ জীবিকায়ন:
গ্রামাঞ্চলের অনেক মানুষ মৎসজীবী পেশার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই মৎস্যজীবিদের অনেকে ছোট আকারের মাছের খামারের মাধ্যমে মাছ চাষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আবার অনেকে হাওড়, নদী ও সাগরে মৎস্য শিকারের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। কিছু মৎস্যজীবি নিজেরাই তাদের মাছের খামার দেখাশুনা করে এবং অন্যরা কর্মচারীর মাধ্যমে তাদের খামার দেখাশুনা করে। এসবের পাশাপাশি মৎস্যজীবিরা সর্বদা বাজারের খোঁজখবর রাখে এবং বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত মাছ তারা বাজারে বিক্রি করে থাকে (বিসিএএস, ২০১৬)।

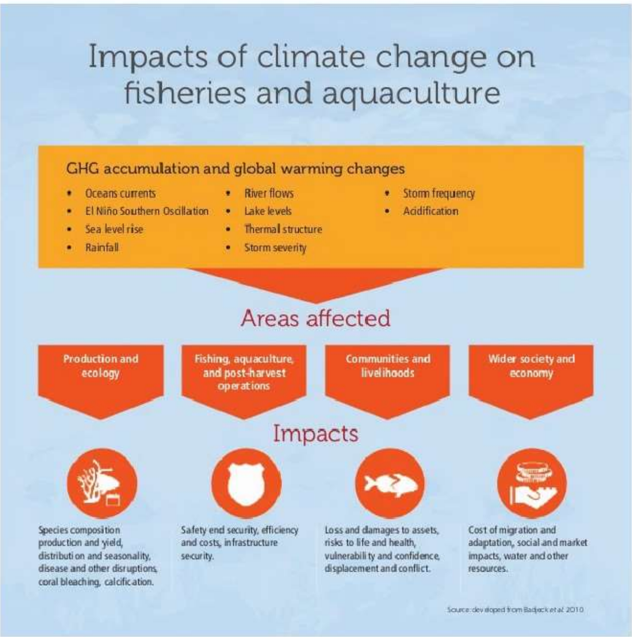

চিত্র ১০: মৎস্য সম্পদ এবং মৎস্য চাষের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (FAO, n.d.)

দিনমজুরী পেশা এবং গ্রামীণ জীবিকায়ন:
গ্রামাঞ্চলের দিনমজুর পেশাজীবিরা নানা ধরনের কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত। অনেকে রিক্স, ভ্যান চালিয়ে উপার্জন করে থাকে। কিছু কৃষকের নিজস্ব সম্পত্তি ও জমি আছে আবার অনেকে অন্যের জমি বর্গাচাষ করে থাকে। গ্রামাঞ্চলে বয়স্ক ব্যক্তিরা সাধারণত শারীরিক পরিশ্রমের কাজে সম্পৃক্ত হয় না। কিন্তু যখন তাদের সন্তানেরা উপার্জনমূলক কাজে নিয়োজিত থাকে তখন তারা বাড়িতে গবাদিপশু দেখাশুনা করার কাজ করে (বিসিএএস, ২০১৬)।

২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশে দারিদ্র পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছে (ডেইলি স্টার, ২০১০)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫% এর বেশী (বিবিএস)।

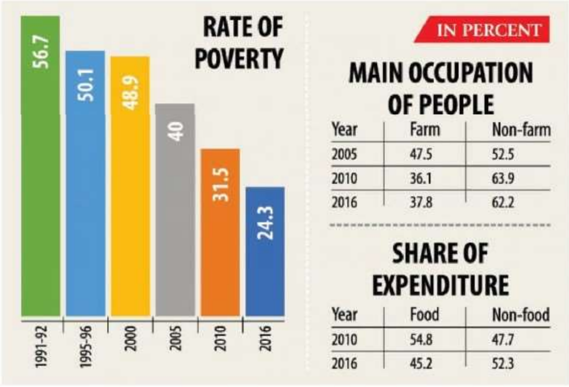

চিত্র ১১: ১৯৯১ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত দারিদ্র পরিস্থিতি (The Daily Star, 2019)

নারী ও বয়স্কদের গ্রামীণ জীবন-জীবিকা:

বাংলাদেশের গ্রামীণ কর্মজীবি নারী গৃহবধুরা দিনের বেশীরভাগ সময় শ্রমনির্ভর/শ্রমঘন কাজে যুক্ত থাকে। ধান ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন, শাকসবজি উৎপাদন ইত্যাদি। এছাড়াও নারীরা রান্না করা, সন্তানাদি প্রতিপালন, গৃহস্থালির ছোটখাট কাজ, পানি সংগ্রহ ও গৃহস্থালির বিভিন্ন কাজ করে থাকে (বিসিএএস, ২০১৬)। কখনো কখনো তারা ছোট আকারে মুরগীর খামার, দুধ উৎপাদনের জন্য গবাদিপশু পালন, বসতভিটায় সবজি চাষ করে। এছাড়া স্বামীদের সাথে ফসল সংগ্রহের কাজেও সহায়তা করে। বয়স্ক নারীরা গৃহে থাকে এবং তারা তাদের ছেলেমেয়ের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, কোন কোন সময় তারা তাদের নাতি নতিনীদের দেখাশুনা ও গৃহস্থালির ছোটখাট কাজ করে থাকে।

চিত্র ১২: বাংলাদেশের গ্রামীণ নারীরা কৃষিকাজে কর্মরত (The Daily Star, 2013)

২.১.৪ জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবিকার সম্পর্ক:

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে গ্রামীণ জীবন-জীবিকার চক্রের ব্যাপক নেতিবাচক সংযোগ রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন ধরনের প্রভাব কৃষকদের, মৎস্যজীবিদের, দিনমজুরদের ও নারী এবং বয়স্কদের উপর পড়ছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আপদের প্রভাব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উপর ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার অধিকাংশ উৎসই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। জলবায়ুজনিত আপদসমূহ হচ্ছে বন্যা, নদীভাঙ্গন, জলাবদ্ধতা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, কালবৈশাখী ঝড় ইত্যাদি। কিছু আপদ পানির সাথে সম্পর্কিত, দরিদ্র পরিবার সমূহের এসকল আপদের সাথে টিকে থাকার ক্ষমতা অনেক কম, ফলে তাদের জীবন-জীবিকার সাথে মানিয়ে নেওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে।

Sustainable livelihoods have the ability to cope with and recover from shocks and stresses while maintaining the livelihoods both now and in the future without undermining the natural resource base (Ahmed, 2005)

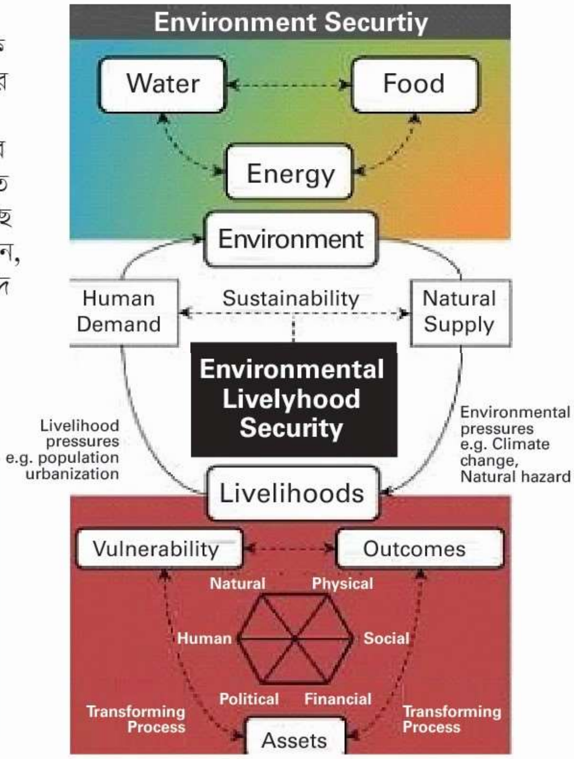

চিত্র ১৩: জীবন-জীবিকার পরিবেশগত নিরাপত্তা ছক (Biggs et al., 2015)

জলবায়ু পরিবর্তন ও জীবন-জীবিকা: একটি সচিত্র ছক

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ফসলের ক্ষতি, জ্বালানী সঙ্কট, নিরাপদ পানীয় জলের সমস্যা, সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হওয়া ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, রোগব্যাধি, সামাজিক দ্বন্দ্বসংঘাত ঘটে এবং মানুষ স্থানচ্যুত হতে বাধ্য হয়। নিচের ছকে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে দেখানো হয়েছে।

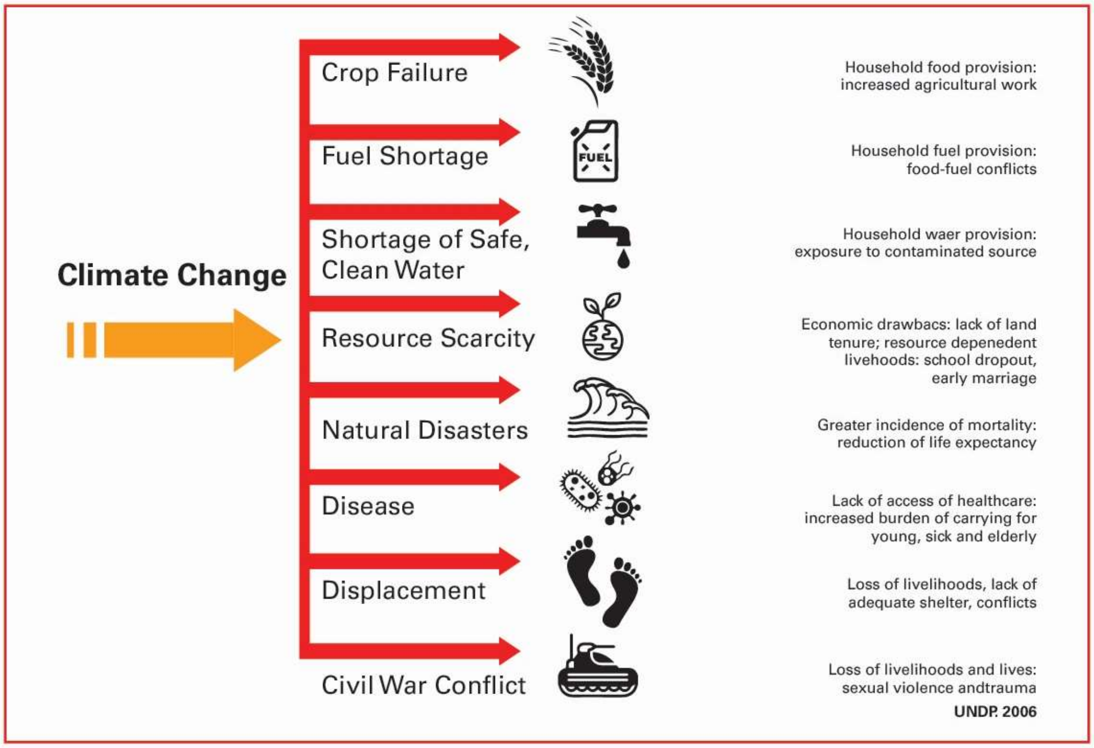

চিত্র ১৪: জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Hossain et al., 2012)

২.২ নারীর জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে):

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের বৃদ্ধিতে অন্তরায় এবং এর ফলে নারীরা বেশী ক্ষতিগ্রস্ত এবং তাদের স্বাস্থ্য, সময়, শ্রম, পানি, খাদ্য সংগ্রহ বাধাগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উপর ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনে খাতভিত্তিক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় কৃষক, মৎস্যজীবি এবং দিনমজুরেরা। জলবায়ু পরিবর্তনে অন্য ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলো হচ্ছে মানব স্বাস্থ্য, বন, জীববৈচিত্র্য এবং এসব কারণে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নারী-পুরুষের যেসব খাতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মধ্যে রয়েছে- (ক) কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা (খ) মৎস ও প্রাণিসম্পদ (গ) বন ও জীববৈচিত্র্য (ঘ) পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য এবং সামগ্রিকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নারী ও তাদের জীবন-জীবিকা বেশী ক্ষতির সম্মুখীন।

চিত্র ১৫: বাংলাদেশের গ্রামীন জীবিকায়ন (DW, n.d .)

২.২.১ ক্ষুদ্র কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ফলে অতিমাত্রার বৃষ্টি ও অতিরিক্ত জলাবদ্ধতা হয়ে কৃষি ভূমি প্লাবিত হয়ে পড়ে। ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলন ও সেচের পানিতে ধান ধীর গতিতে বাড়ে। নদীর পানি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি জমি প্লাবিত হচ্ছে। নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হওয়ায় এবং পানি ব্যবস্থাপনার বাঁধ না থাকায় কিংবা বাঁধ মজবুত না থাকায়, অতিমাত্রার পানি নদী দিয়ে নিষ্কাশিত হতে পারেনা। ফলে নদীর অতিমাত্রার পানি প্রবাহ দুর্বল বাঁধ ভেঙ্গে প্রবেশ করে বন্যার সৃষ্টি করে। যার ফলে কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বন্যার পানি বাড়ীঘর, হাঁস-মুরগী, গবাদিপশু, রাস্তাঘাট, বৃক্ষ, বসতি ইত্যাদির উপর ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালায়। অতিমাত্রার বৃষ্টিপাত কৃষি ও কৃষকের জীবনে ব্যাপক ক্ষতি করে। অতিমাত্রার বৃষ্টির ফলে ফসল চাষাবাদ ব্যাহত হয়। প্লাবিত জমিতে ভাল ফসল হয়না। কৃষি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তার প্রভাব বালিকা ও নারীদের উপরও পড়ে, বিশেষ করে দেখা যায় পরিবারের পুরুষদের খাবার পর পরিবারের নারী ও বালিকারা খাবার খায়। এতে পরিবারের নারী ও বালিকারা কম খাদ্য গ্রহণ করে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। অপরদিকে দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার কারণে নারী ও বালিকারা চিকিৎসার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হয়।

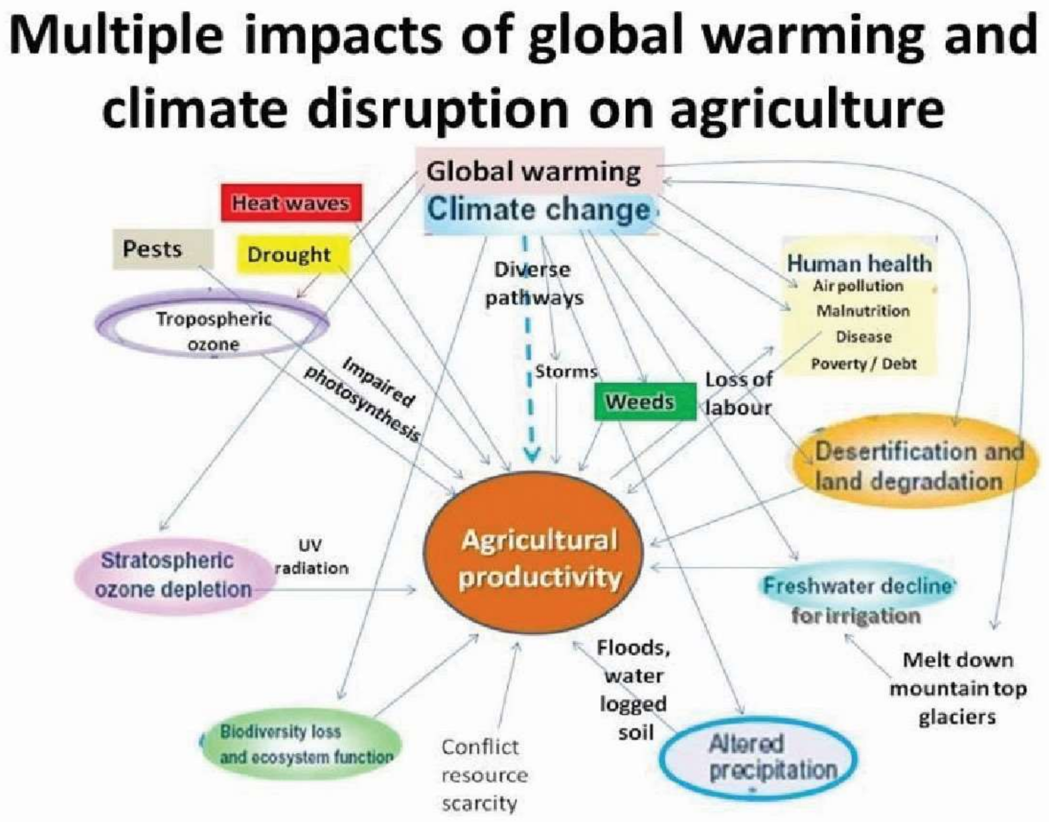

চিত্র ১৬: কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Food Security for Food Justice, 2017)

২.২.২ মৎস্য ও প্রাণীসম্পদের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

মৎস্য খাতের উপর জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় ক্ষতির কারণ। মৎস্য খাত ও প্রাণীসম্পদ বিগত সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। এছাড়াও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগেও প্রাণীসম্পদের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রাণীসম্পদের ব্যাপক ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। বন্যার কারণে প্রাণীসম্পদ মারা যাওয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভুক্তভোগী হয় অবিবাহিতা, বিধবা নারীরা এবং শিশুরা। ফলে নারীরা দরিদ্র থেকে আরো দরিদ্র হয়ে পড়ে। চিংড়ি চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এ খাতে যুক্ত নারীরাও ক্ষতির মুখে পড়ে। অতিবৃষ্টিজনিত বন্যায়, অতিরিক্ত পানি প্রবাহে ছোট মাছ, মা মাছ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় মৎস্য খাতের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বন্যায় পুকুর প্লাবিত হয়ে মাছ ভেসে যাওয়ায় অর্থনৈতিকভাবে বড় ধরনের ক্ষতি হয়। ফলে নারীদের জীবন-জীবিকা ক্ষতির মুখে পড়ে এবং তাদের শ্রম বাজার সীমিত হয়ে পড়ে।

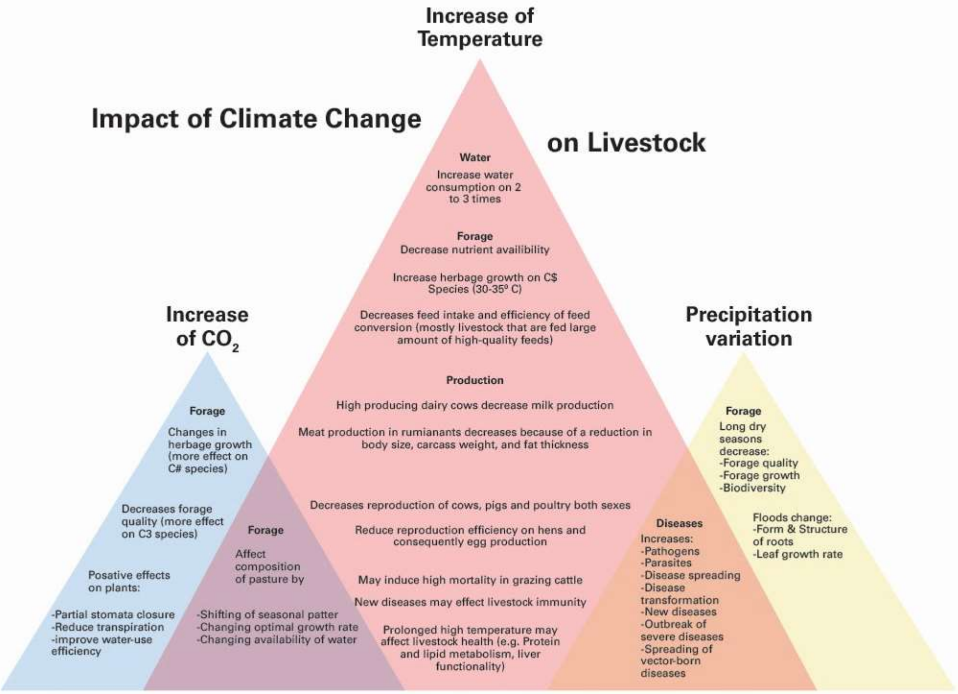

চিত্র ১৭: পশুসম্পদের উপরে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Rojas-Downing et al., 2017)

২.২.৩ বন ও জীববৈচিত্র্যের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

- অনেক গবেষণায় দেখা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জীববৈচিত্র্য সরাসরি সম্পর্কিত। এটি শুধু মাত্র একটি নির্দিষ্ট সমস্যাই নয় বরং এর সাথে জনগন, জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশ ব্যবস্থা বড় আকারে সম্পৃক্ত।
- জলবায়ু পরিবর্তনে হ্যাচারীর উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে লবণাক্ততা, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বন্যা, বৃষ্টিপাত ও খরা উপকূলীয় প্রতিবেশে অতিরিক্ত প্রভাব ফেলছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় পরিলক্ষিত হয় চিংড়ির রেনু পোনা আহরণের উপরও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে।
- চিংড়ি চাষ অনেকাংশে আহরিত চিংড়ির রেনু পোনার উপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল জীববৈচিত্র্যের এক বৃহৎ ভান্ডার। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ৫৭৭০০ হেক্টর আয়তনের বিশ্ব ঐতিহ্য 'সুন্দরবন' বিশ্বের বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন। সুন্দরবন বহু প্রজাতির ও নানা ধরনের গাছপালা ও জীববৈচিত্র্যে ভরপুর। এই জীববৈচিত্র্যের মহাসম্ভার ব্যাপকভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির মুখে। কারণ তাপমাত্রার তারতম্য, বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তন, লবণাক্ততা বৃদ্ধি এখানকার গাছপালা, জীববৈচিত্র্যের বৃদ্ধি ও জন্মাতে বাধাগ্রস্ত করছে।

২.২.৪ পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্য বিধির উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে পানি বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। দুর্যোগের ফলে পানি দুষিত হয়ে পানির উৎস, ল্যাট্রিন ও অন্যান্য পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে পড়ে যা জীবনের জন্য একটি বড় ঝুঁকি। দুষিত পানির কারণে রোগব্যাধি যেমন- ডায়েরিয়া হতে পারে এর ফলে বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন ৫ বছরের নীচের ৮০০ শতাধিক শিশু মারা যায় (ইউনিসেফ, ২০১৬)।

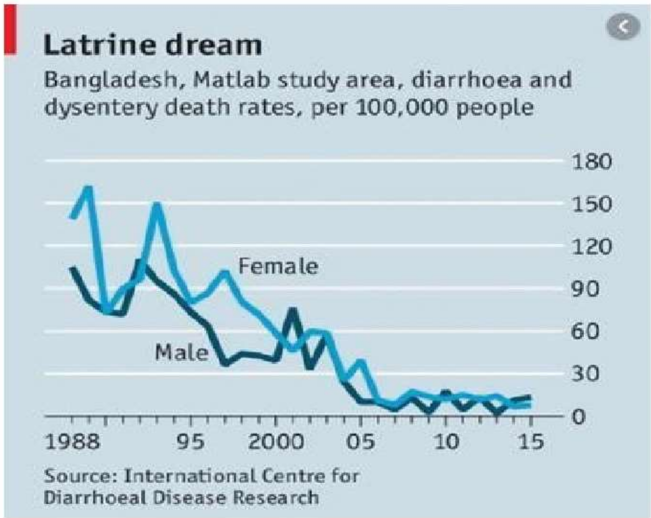

চিত্র ১৮: ১৯৮৮ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত প্রতি ১০০,০০০ জন মানুষে মৃত মানুষের পরিসংখ্যান (The Economist, 2018)

- ডেইলি ষ্টার (২০১৭) এর প্রতিবেদনে জানা যায় বিভিন্ন রোগের কারণে প্রতিবছর ৪৫০০০ শিশু মারা যায় যা একটি চরম ভীতিকর অবস্থা। দুষিত পানি, পর্যাপ্ত নিরাপদ পানির অভাব, পয়ঃনিষ্কাশন এবং স্বাস্থ্য বিধির সমস্যা এর জন্য অনেকটা দায়ী। অন্যদিকে ইকোনোমিষ্ট (২০১৮) এর প্রতিবেদনে বলা হয় বাংলাদেশে ডায়েরিয়ার প্রভাব হ্রাস পেয়েছে তবে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য অনেক রোগ বেড়েছে।

চিত্র ১৯: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এমন অসুখসমূহ (Sanofi, n.d.)

• জলবায়ু পরিবর্তন মানব সম্পদের ক্ষতির কারণ যা নারী-পুরুষের স্বাস্থের উপরও প্রভাব ফেলে ও মৃত্যুহার বাড়ায়। জলবায়ুর প্রভাবে নারীর পুষ্টিহীনতা, বিভিন্ন রোগব্যাধিও বৃদ্ধি পায়।
• প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পানি ও জ্বালানীর সমস্যা হয়ে থাকে। এজন্য এই কাজে নারীদের অনেকটা সময় ও শ্রম দিতে হয়, পুরুষদেরও এজন্য কাজ করতে হয়। অনেক নারীদেরই দীর্ঘ সময় ধরে জ্বালানীর জন্য প্রাকৃতিক সম্পদ খুঁজতে হয়।

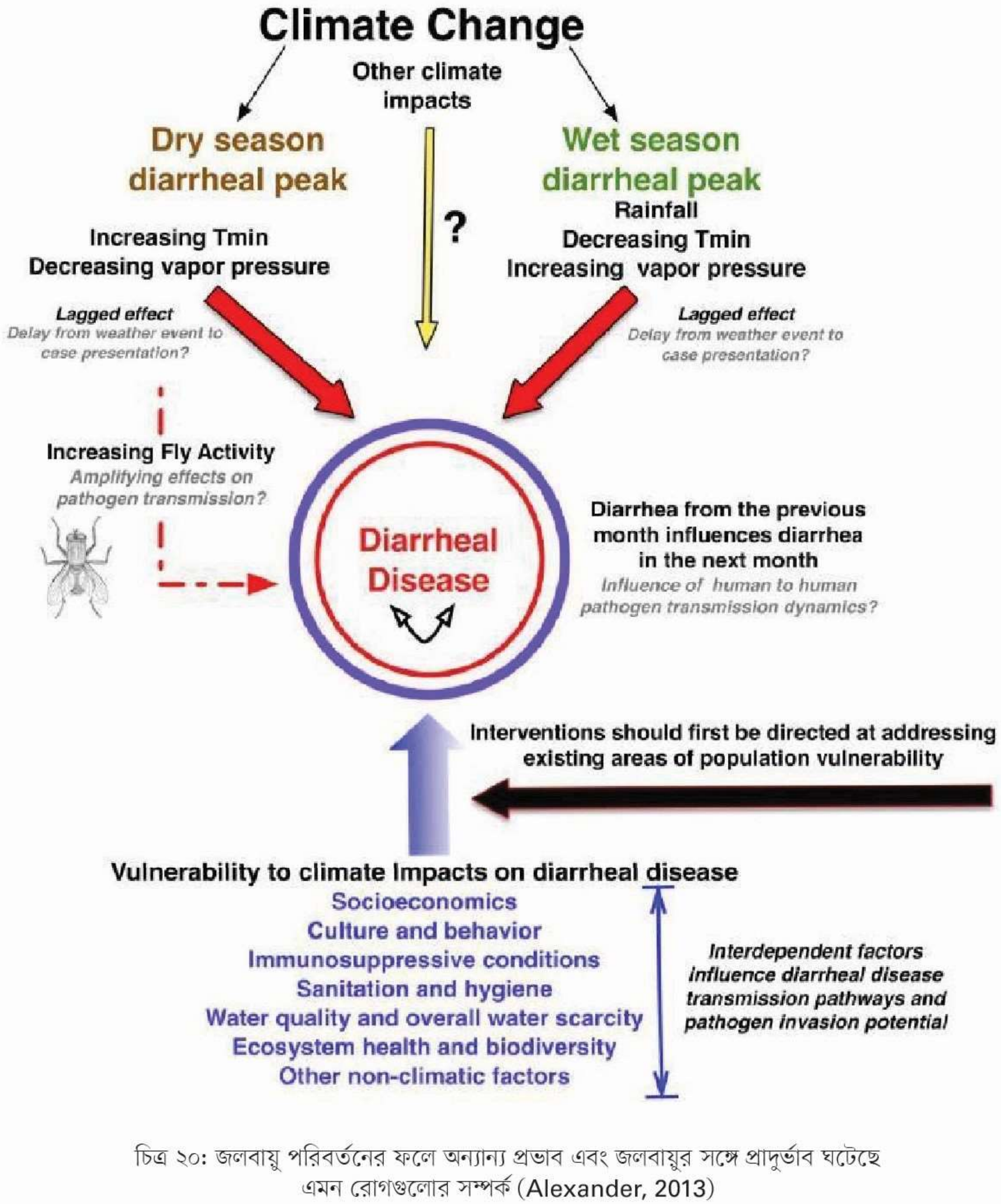

চিত্র ২০: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্যান্য প্রভাব এবং জলবায়ুর সঙ্গে প্রাদুর্ভাব ঘটেছে এমন রোগগুলোর সম্পর্ক (Alexander, 2013)

২.২.৫ নারীর জীবন-জীবিকার উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব:

জলবায়ু ও নারী পুরুষের প্রভাব বিশ্লেষণ-

দরিদ্র পরিবারের নারীরা বিভিন্ন ধরনের আয়বর্ধনমূলক এবং জীবন-জীবিকার সম্প্রসারণমূলক কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হাঁস-মুরগী পালন, বাড়ির আঙ্গিনায় শাক-সব্জি চাষ ও মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্র ব্যবসা, গবাদিপশু পালন ইত্যাদি। জলবায়ু দুর্যোগে নারীর এই পেশাগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা হ্রাস পায়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নারী-পুরুষ, বয়স্ক ব্যক্তি, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল, শিশু ও প্রতিবন্ধী সকলেই বিপদাপন্ন। বিশেষ করে দরিদ্র, প্রতিবন্ধী, শিশুরা জলবায়ু পরিবর্তনে বেশী বিপদাপন্ন কারণ তারা সামাজিকভাবে দুর্বল, তাদের চলাচল, জ্ঞান, আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকায় তারা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে টিকে থাকতে পারেনা। বিশেষ করে নারীরা সাংসারিক কাজে বেশী যুক্ত থাকে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্পদের (খাদ্য, পানি ও জ্বালানীর) ঘাটতি দেখা দেয়। এসব সংগ্রহের জন্য তাদের অনেক দূর যেতে হয় এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে এমনকি যৌন হয়রানির শিকারও হয়। কাজের চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবারের কাজে মেয়েদের সাহায্য করার জন্য তাদের বিদ্যালয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ফলে তাদের ভবিষ্যৎ খারাপের দিকে যায়।

অনাবৃষ্টির কারণে ফসল উৎপাদন কমে যাওয়ায় বালিকা ও নারীরা অর্ধাহারে-অনাহারে থেকে অপুষ্টিতে ভোগে। বিশেষ করে পুরুষদের খাবার পরে নারীদের খাবার গ্রহণ একটি ধারাবাহিকতায় পরিণত হয়েছে।

নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য:

- ভূমির অধিকার
- শ্রম বৈষম্য
- জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতায়নে
- নীতি নির্ধারণে অসামঞ্জস্যতা, ঝুঁকি ও সক্ষমতার ক্ষেত্রে তার ধারণা।

জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ায় নারী-পুরুষের বৈষম্য আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা সত্য যে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে শুধু নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত নয়। নারী-পুরুষের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ঝুঁকি সম্পর্কে বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ভালো ধারনা থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)।

মডিউল ৩: জলবায়ু পরিবর্তন, বিপন্নতা, অভিযোজন এবং প্রশমন

শিক্ষণীয় উদ্দেশ্য:

- জলবায়ু ঝুঁকি, খাপ-খাওয়ানো, অভিযোজন, প্রশমন এবং জনগোষ্ঠীর বিপন্নতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা জানতে পারবেন।
- জলবায়ু ঝুঁকি, খাপ-খাওয়ানো, অভিযোজন, প্রশমন, এবং বিপন্নতা বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীরা ধারণা পাবেন।

শিক্ষণের ফলাফল:

- অংশগ্রহণকারীরা জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত পরিভাষা বুঝতে পারবেন।
- অংশগ্রহণকারীরা জলবায়ু ঝুঁকি, খাপ-খাওয়ানো, অভিযোজন, প্রশমন এবং বিপন্নতা বিশ্লেষণের কৌশল ও পদ্ধতিসমূহ অনুশীলন করতে পারবেন।
- বিপন্নতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে স্থানীয় জনগোষ্ঠী স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারবেন। জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে অংশগ্রহনকারীদের ধারণা শক্তিশালী হবে।

মডিউল এর বিষয়সমূহ:

৩.১ জলবায়ু পরিবর্তন বিপন্নতা বিশ্লেষণ

৩.১.১ কমিউনিটি (স্থানীয়) পর্যায়ে বিপন্নতার মাত্রা এবং বিশ্লেষণের কৌশল ও পদ্ধতি

৩.২ জলবায়ু পরিবর্তনে খাপ-খাওয়ানো, অভিযোজন এবং প্রশমন সম্পর্কিত প্রাথমিক/মৌলিক ধারণা, তত্ত্ব এবং জ্ঞান

৩.২.১ অভিযোজন ও প্রশমনের প্রকার, কৌশল, পদ্ধতিসমূহ এবং উদাহরণ

৩.২.২ বাংলাদেশে অভিযোজন এবং অভিযোজন প্রযুক্তি অনুশীলনের উদাহরণ

৩.২.৩ প্রশমন এবং বাংলাদেশে প্রশমন প্রযুক্তি ও অনুশীলনের উদাহরণ

অধিবেশন পরিচালনা নির্দেশিকা

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	মিনিট	কার্যক্রম	পদ্ধতি	উপকরণ
শিক্ষণীয় বিষয়	২ স্লাইড	১০	অধিবেশনের শিক্ষণ উদ্দেশ্য এবং প্রত্যাশিত শিক্ষণ ফলাফলের সঙ্গে অংশগ্রহণকা-রীদের পরিচিতি।	স্লাইডগুলি নিয়ে আলোচনা করা	ল্যাপটপ, এবং প্রজেক্টর
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ঝুঁকির প্রেক্ষিতে বিপন্নতা বিশ্লেষণ সম্পর্কিত আলোচনা (নারী-পুরুষের দৃষ্টিতে)	১০ স্লাইড কার্যকরভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, ঝুঁকি ও বিপন্নতার ধারণাগুলি বুঝতে পারা	৩০	বালাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এবং বিপন্নতা বিশ্লেষণ পদ্ধতি ও কৌশল নিয়ে আলোচনা। (নারীর জলবায়ু ঝুঁকি, অভিযোজন, প্রশমন ও বিপন্নতা বিশ্লেষণের আলোকে)।	স্লাইড, পোস্টার, ভিডিও প্রদর্শন ও দলীয় অনুশীলন	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট, মার্কার পেন ও ভিপকার্ড

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	মিনিট	কার্যক্রম	পদ্ধতি	উপকরণ
জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজন, প্রশমন কৌশল নিয়ে আলোচনা	৬ স্লাইড জলবায়ু বিপন্নতা বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও কৌশল অনুশীলনের মাধ্যমে বুঝতে পারা।	২০	খাপ-খাওয়ানো, অভিযোজন এবং আলোচনা ও দলীয় অনুশীলন	স্লাইড এবং মিথস্ক্রিয়/ইন্টারেক্টিভ আলোচনা করা	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট, মার্কার পেন
জলবায়ু ঝুঁকি ও বিপন্নতা নিরসনে স্থানীয় অভিযোজন ও প্রশমন কৌশল প্রণয়ন ও উপস্থাপনা	২-৪ স্লাইড অভিযোজন ও প্রশমন কৌশল অনুশীলনের সক্ষমতা অর্জন। জলবায়ু পরিবর্তনের পরিভাষা ব্যবহার করা	৮০	আলোচনা, পোস্টার প্রদর্শন ও দলীয় অনুশীলন	স্লাইড এবং দলীয় অনুশীলনের সাথে উপস্থাপনা করা (৪ জন সদস্য এবং ১ জন দলনেতাসহ ৫ টি দল)	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট, মার্কার পেন

৩.১ জলবায়ু পরিবর্তন বিপন্নতা বিশ্লেষণ

ঝুঁকি: জলবায়ু আপদের কারণে সম্ভাব্য ক্ষতির সম্ভাবনা হলো ঝুঁকি

$$\text{বিপন্নতা} = \frac{\text{আপদ (Hazard)} \times \text{ঝুঁকি (Risk)}}{\text{সক্ষমতা (Capacity)}}$$

বিপন্নতার মাত্রা বেশী = আপদ ও ঝুঁকির পরিমাণ বেশী এবং মোকাবেলার সক্ষমতা কম।
বিপন্নতার মাত্রা কম = আপদ ও ঝুঁকির পরিমাণ বেশী এবং মোকাবেলার সক্ষমতা বেশী।
সক্ষমতা = সচেতনতা, প্রস্তুতি, দক্ষতা, জ্ঞান, সম্পদ ও প্রযুক্তি ইত্যাদি।
সূত্র: পিসিভিএ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল, ইউএসএইড ও বন বিভাগের ক্রেল প্রকল্প (২০১৩-২০১৮)

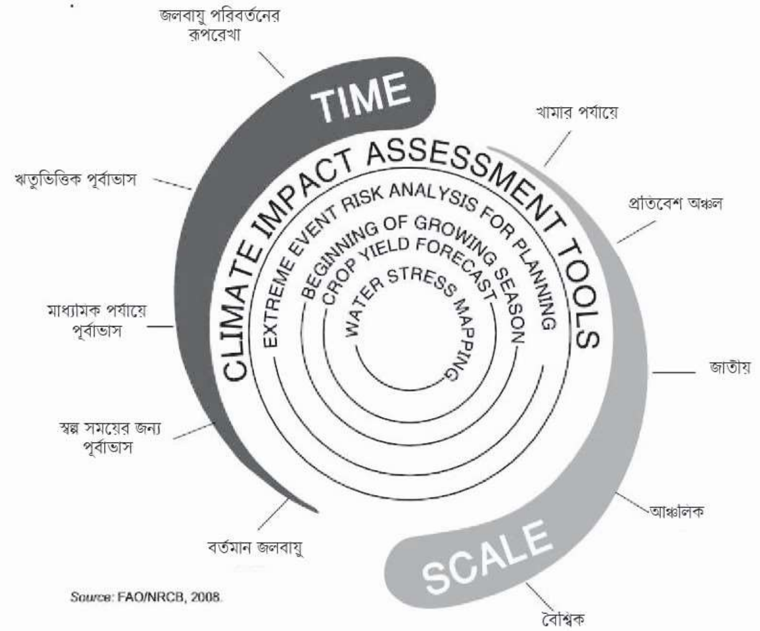

চিত্র-২৩: বিভিন্ন সময়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং নির্ধারণের মাত্রা (এফএও/এনআরসিবি, ২০০৮)

কেন

-এলাকা অনুসারে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি এবং বিপন্নতার তীব্রতা এবং প্রবণতা সণাক্ত করা

ঝুঁকি এবং বিপন্নতা বিশ্লেষণ

ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা উন্নয়ন (আরআরপি)

লক্ষ্য: স্টেকহোল্ডার-এর
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বিশ্লেষণ (সিআরএ) প্রোগ্রাম

স্টেকহোল্ডার	বিপন্ন জনগোষ্ঠী
প্রাথমিক স্টেকহোল্ডার	- কৃষক / জেলে - ভূমিহীন - বৃদ্ধ - শারীরিক / মানসিকভাবে অক্ষম এবং - নারী
মাধ্যমিক স্টেকহোল্ডার	- ইউনিয়ন ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি (ইউএমডিসি) সদস্য - স্থানীয় অভিজাত ব্যক্তি এবং বুদ্ধিজীবী - পেশাদার ব্যক্তি, ধর্মীয় নেতা এবং শিক্ষকগণ - এনজিওর সদস্য বা কর্মচারী

৩.১.১ কমিউনিটি (স্থানীয়) পর্যায়ে বিপন্নতা বিশ্লেষণের কৌশল ও পদ্ধতি

CRA (COMMUNITY RISK ASSESSMENT)
স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি ও বিপন্নতা বিশ্লেষণ এবং স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা
সিআরএ-সম্পাদনের পদ্ধতি
১. প্রাক-সিআরএ
২. সিআরএ

প্রাক সিআরএ-এর ধাপভিত্তিক কার্যক্রম

প্রস্তুতিমুলক কাজ (প্রাক CRA)

- তথ্য সংগ্রহ (ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা অফিস, এনজিও এবং অন্যান্য উৎস থেকে)
- গবেষণা এলাকা পরিদর্শ
- স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মতবিনিময়
- গবেষণা পরিচালনাকারী দল গঠন
- দলীয় আলোচনার (Group Discussion) জন্য স্থানীয় জনগোষ্ঠী থেকে বিভিন্ন পেশার দল থেকে বারো জন্য সদস্য চিহ্নিত করা এবং তাদের সঙ্গে আলাপ করা।
- বিষয়ভিত্তিক দলীয় আলোচনা (Focus Group Discussion-FGD) মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ফলাফল আরো যৌক্তিক ও প্রাসঙ্গিক করার জন্য সুনির্দিষ্ট পেশাজীবি দলের সঙ্গে আলোচনা করে তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তা মাঠ পর্যায়ের গবেষণা ফলাফলে অন্তর্ভূক্ত করা হয়।
- গুরুত্বপূর্ণ তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview) মাঠ পর্যায়ে গবেষণা ফলাফল আরো ভালোভাবে বোঝা ও উপস্থাপনের জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেজ্ঞদের কাছ থেকে মতামত ও তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। এজন্য উপযুক্ত ব্যক্তি,কর্মকর্তা, বিশেষজ্ঞ চিহ্নিত করা ও তাদের সঙ্গে আলাপ করা প্রয়োজন।
- বাজেট নির্ধারণ
- গবেষণা পরিচালনা করা
- স্থানীয় জনগোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সামনে কর্মশালার মাধ্যমে ফলাফল উপস্থাপন এবং কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে সংযোজন ও বিয়োজনের মাধ্যমে প্রতিবেদন চূড়ান্তকরণ।

মাঠ পর্যায়ে গবেষণা পরিচালনা (CRA)
দুর্যোগের অগ্রাধিকারকরণ

আপদসমূহের নাম	ভোট সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোট	অগ্রাধিকারকরণ
বন্যা	৫	৪	৩য়
নদী ভাঙ্গন	৫	৫	১ম
অতিবৃষ্টি	৫	৩	৪র্থ
কালবৈশাখী ঝড়	৫	৫	২য়
তীব্র শীত	৫	২	৫ম

আপদের মৌসুমী পঞ্জী (Seasonal Hazard Calendar)

দুর্যোগের/ আপদের নাম	মাস											
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
বন্যা												
নদী ভাঙ্গন												
অতিবৃষ্টি												
কালবৈশাখী ঝড়/ঘূর্ণিঝড়												
তীব্র শীত												

জীবিকায়নের মৌসুমী পঞ্জী (Seasonal livelihood Calendar)

জীবিকায়নের খাত	মাস											
	বৈশাখ	জ্যৈষ্ঠ	আষাঢ়	শ্রাবণ	ভাদ্র	আশ্বিন	কার্তিক	অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
কৃষি												
দিনমজুরী												
পশুপালন												
হাঁসমুরগী পালন												
মৎস্য শিকার												

আপদভিত্তিক বিপন্ন খাত-উপখাতগুলি

খাত	উপখাত	বিদ্যমান আপদসমূহ									
		নদীভাঙ্গন	ঘূর্ণিঝড়	বন্যা	খরা	অতিবৃষ্টিজনিত জলাবদ্ধতা	ঘনকুয়াশা	শিলাবৃষ্টি	অতিবৃষ্টি	শৈত্যপ্রবাহ	অগ্নিকান্ড
কৃষি	কৃষি জমি	✔	-	-	-	-	-	-	✔	✔	-
	ফসল উৎপাদন (ধান, পাট, মরিচ, পটল)	✔	✔	✔	✔	✔	-	✔	✔	✔	-
	বীজতলা	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
	রবিশষ্য	-	-	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
অবকাঠামো	বাড়িঘর	✔	✔	✔	-	-	-	-	✔	-	-
	রাস্তাঘাট	✔	✔	✔	-	-	-	-	✔	-	-
	বিদ্যুৎ সংযোগ	-	✔	✔	-	-	-	-	✔	-	✔
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	-	✔
	হাট বাজার	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	-	✔
গাছপালা	ফলজ বৃক্ষ	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
	কাঠ জাতীয় বৃক্ষ	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	✔	-	-
	নার্সারী	-	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-
	ঔষধী বৃক্ষ	-	✔	✔	✔	-	-	✔	-	-	-
স্বাস্থ্য	রোগের আক্রমন	-	-	✔	✔	✔	✔	-	-	-	✔
	চিকিৎসা সেবা	-	✔	✔	-	-	✔	-	-	-	-
গবাদিপশু	গরু, ছাগল	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-	-	✔	-
	হাঁস মুরগী	✔	✔	✔	✔	-	✔	-	-	-	-
	খাদ্য সংকট	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	-
মৎস্য	মৎস্য পুকুর	-	-	✔	✔	✔	-	-	-	✔	-
	মৎস্য উৎপাদন	-	-	✔	✔	✔	-	-	-	✔	-
শিক্ষা	শিক্ষা সেবা ব্যহত	✔	✔	✔	✔	-	-	-	-	-	-

৩.২ জলবায়ু পরিবর্তন, খাপ-খাওয়ানো, অভিযোজন এবং প্রশমন সম্পর্কিত প্রাথমিক/মৌলিক ধারণা, তত্ত্ব এবং জ্ঞান

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় তাৎক্ষণিকভাবে বা সাময়িক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ হলো খাপ-খাওয়ানোর কৌশল (Coping Strategy)। অন্যদিকে অভিযোজন বলতে দীর্ঘস্থায়ী এবং সুপরিকল্পিত পদক্ষেপসমূহকে বোঝায় যা বিপন্ন জনগোষ্ঠীর জলবায়ু দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকরভাবে কাজ করে। অভিযোজন এর অর্থ সম্পূর্ণ নতুনভাবে কোন কিছু করা নয় বরং উন্নয়নমূলক পদক্ষেপসমূহকে জলবায়ু দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করে জনগোষ্ঠীর উপযোগী এবং গ্রহণযোগ্যভাবে বাস্তবায়ন করা। (সিডিএমপি ২০১৪)।

প্রশমন বলতে গ্রীনহাউজ গ্যাসের নির্গমনকে হ্রাস করা বোঝায় যাতে এটি বিশ্বকে এমন স্তরে নিয়ে না যায় যেখানে আশঙ্কাজনক পরিনতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে হয়। এই অধ্যায়টিতে অভিযোজন এবং প্রশমনকরণের প্রকার, কৌশল, পদ্ধতি এবং এর সাথে সম্পর্কিত প্রযুক্তিগুলির উদাহরণসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হবে।

৩.২.১ অভিযোজন ও প্রশমনের প্রকার, কৌশল, পদ্ধতির এবং উদাহরণ

নিম্নের টেবিলে অভিযোজন সম্পর্কিত কৌশলগুলির খাত দেখানো হয়েছে।

টেবিল ১: অভিযোজন কৌশল / সক্ষমতা (সিডিএমপি, ২০১৪)

খাত	অভিযোজন ব্যাবস্থা / কৌশল
কৃষি	জলবায়ু সহনশীল/রাসায়নিক সহনশীল ফসলের জাতগুলি প্রবর্তন করা; পরিকল্পনার তারিখগুলি সমন্বয় করা; শষ্য পঞ্জি; এবং মোকাবিলার নিদর্শন, স্থিতিস্থাপক/প্রযুক্তিগত বিকল্পসমূহ উন্নত করা; সমন্বিত কৃষি কাজ, মিশ্র ফসল চাষ, উন্নত জমি ব্যবস্থাপনা, বৃক্ষ রোপণের মাধ্যমে মাটির ক্ষয় নিয়ন্ত্রণ এবং মাটির সুরক্ষা; জীবিকায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অকৃষি পেশাসমূহ।
পানি	বৃষ্টিপাতের পানি সংরক্ষণ, পানির মিতব্যয়ী ব্যবহার,পানির পুনঃব্যবহার, পানি লবণমুক্ত করা;
মানুষের স্বাস্থ্য	স্বাস্থ্যকর কর্মপরিকল্পনা; জরুরী চিকিৎসা সেবা, জলবায়ু-সংবেদনশীল রোগ নজরদারি এবং নিয়ন্ত্রণ উন্নত করা; নিরাপদ জল এবং স্যানিটেশন ব্যবস্থা উন্নত করা; স্বাস্থ্য বীমা করা।
অবকাঠামো/ বন্দোবস্ত	বন্যা দুর্গত এলাকায় বাড়ীর ও প্রতিষ্ঠানের ভিত উঁচু করা; উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ মজবুত করে তৈরি করা; বিদ্যমান প্রাকৃতিক সুরক্ষা প্রাচীর যেমন ম্যনগ্রোভ বন বৃদ্ধি করা।

পরিবর্তনগুলি সামঞ্জস্য করতে আমাদের চারপাশে প্রতিদিন অভিযোজন ঘটে, এটাকে স্বায়ত্বশাসিত অভিযোজন বলা হয়। অন্যদিকে অভিযোজিত ক্ষমতা, জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে শস্যের সম্ভাব্য ঝুঁকি এবং ক্ষয়কে নিয়ন্ত্রণ করতে এবং পরিনতিগুলি মোকাবেলায় সুযোগের দক্ষতা বোঝায় (স্মিট অ্যান্ড ওয়ান্ডেল, ২০০৬)। নিম্নলিখিত টেবিলটি অভিযোজনের ধরনগুলি দেখাচ্ছে:

টেবিল ২: অভিযোজন এর প্রকারভেদ (সিডিএমপি, ২০১৪)

কৌশল	উদাহরণ
শেয়ার লোকশান	পরিবার থেকে সমর্থন, বীমা বা সামাজিক কার্যক্রম
হুমকি পরিবর্তর করা	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য বাঁধ ব্যবস্থাপনায় পরিবর্তন আনা
প্রভাব প্রতিরোধ করা	পানির অভাব এড়াতে পুনর্বন্টন করা
ব্যবহার পরিবর্তন করা	ফসল বা মাটি ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করা
অবস্থান পরিবর্তন করা	জনবসতি বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনর্বাসন
গবেষণা	উন্নত বীজ গবেষণা
আচরণ ও নিয়ম পরিবর্তন করা	বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা, সংরক্ষণ

অভিযোজনের সুবিধা

- নীতি
- অবকাঠামো
- ক্ষমতা বিকাশ
- গবেষণা
- ভাল অনুশীলন

প্রশমন: নিম্নের টেবিলে প্রশমনের ক্ষেত্রগুলি এবং এ সম্পর্কিত কৌশলগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

টেবিল ৩: প্রশমন কৌশলসমূহ

খাত	প্রশমন কৌশল
শক্তি সরবরাহ	সরবরাহ ও বিতরণ দক্ষতা উন্নত করা; কয়লা থেকে গ্যাসে জ্বালানী পরিবর্তন, সম্মিলিত চক্র গ্যাস টারবাইন (সিসিজিটি). পারমানবিক শক্তি, নবায়নযোগ্য তাপ শক্তি এবং জৈব-শক্তি; (জলবিদ্যুৎ, সৌর, বায়ু, ভূতাত্ত্বিক সমন্বিত তাপ এবং শক্তি, উন্নত রান্নার চুলা; বায়োগ্যাস)
পরিবহন	অধিকতর জ্বালানী সাশ্রয়ী যানবাহন; হাইব্রিড যানবাহন; ক্লিনার ডিজেল যানবাহন; জৈব-জ্বালানী; পরিবহন থেকে রেল ও জল পথের পরিবহনে মডেল শিফট/স্থানান্তর; বেসরকারী থেকে সরকারী পরিবহনে স্থানন্তর; স্বল্প দূরত্বে অযান্ত্রিক পরিবহন (সাইক্লিং, হাঁটা)-এর প্রচলন; ভূমি ব্যবহার এবং পরিবহন পরিকল্পনা করা।
অবকাঠামো	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী আলো এবং দিনের আলো; অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম এবং উষ্ণ এবং শীতলকারী যন্ত্র, উন্নত রান্নার চুলা, উন্নত নিরোধক; গরম এবং শীতলকরণের জন্য নিষ্ক্রিয় এবং সক্রিয় সৌর নকশা, বিকল্প শীতলীকরণ তরল পদার্থ, পুনরুদ্ধার এবং পুনঃ ব্যবহারযোগ্য ফ্লুরিনেটেড গ্যাস; এয়ার কন্ডিশনার এর সাশ্রয়ী ব্যবহার (এসি)
পুনঃ ব্যবহারোপযোগী করা	যতটা সম্ভব কম আবর্জনা তৈরি করা কারণ ল্যান্ডফিল সাইটে আবর্জনা যদি পুড়িয়ে ফেলা হয় তখন প্রচুর পরিমানে মিথেন নির্গত হয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসৃত হয়। ক্যান, বোতল, প্লাস্টিকের ব্যাগ এবং সংবাদপত্রগুলি পুনঃব্যবহারযোগ্য করা।
যোগাযোগ	কাজের ক্ষেত্রে চলাচল এবং ভ্রমণ কমিয়ে আইসিটি সুবিধা ব্যবহার করা যার ফলে কম পরিবহন প্রয়োজন হবে এবং একই সঙ্গে পরিবহন জ্বালানীও কম ব্যবহার হবে। তেল; ই-লার্নিং; মোবাইল/ই ব্যাংকিং; কাগজ-ভিত্তিক নথিকরণের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক ডকুমেন্টেশনের ব্যবহার করা।
কৃষি	রাসায়নিকের কম ব্যবহার (সার, কীটনাশক ইত্যাদি); জৈব সারের অধিক ব্যবহার; কায়িক শ্রমের অধিক ব্যবহার; জমিকে কর্ম কর্ষণ (চাষাবাদ) করা; জৈব এবং সমন্বিত চাষ উন্নতকরণ; কৃষি-বনায়নের প্রবর্তন করা; কার্বন হ্রাস করার জন্য বনায়ন করা; কম রাসায়নিক প্রয়োজন হয় এমন ফসলের জাত প্রবর্তন করা।

টেবিল ৪: কে কাজ করে এবং কীভাবে কাজ করে (সিডিএমপি, ২০১৪) তা নিম্নের টেবিলে দেখানো হলো:

সরকার	জনগণের সম্পদের জন্য নিয়মকানুন নির্ধারণ করে, জনসেবা, সামাজিক সুরক্ষা, সংঘাত রোধ এবং অভিবাসন পরিচালনা করা তাদের দায়িত্ব
ব্যক্তি	পরিবারের প্রস্তুতি, স্বায়ত্বশাসিত অভিযোজন
ব্যক্তিগত খাত	জলবায়ু ঝুঁকি প্রকল্পের নকশা এবং পরিসেবাগুলিকে এক সঙ্গে করা (জলবায়ু স্থিতিশীল বিনিয়োগ)।
আন্তর্জাতিক সমন্বয়	এটির আর্থিক দায়বদ্ধতা থাকা দরকার, স্থিতিস্থাপক ওডিএ, ধারণ ক্ষমতা উন্নয়ন

অভিযোজনঃ (Adaptation)
জলবায়ুর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সাথে মানিয়ে চলার জন্য যে সকল পন্থা বা কৌশল যা প্রকৃতি ও মানুষের ক্ষতি কমায় বা লাভের সুযোগ সৃষ্টি করে তাকে অভিযোজন বলে।

প্রশমনঃ (Mitigation)
জলবায়ু পরিবর্তনের দীর্ঘমেয়াদী গতি এবং হার কমিয়ে আনার জন্য গৃহীত ব্যবস্থাকে প্রশমন বলা হয়। মানুষের কার্যক্রমের ফলে নির্গত গ্রীণহাউজ গ্যাস কমিয়ে আনার কার্যক্রমের সাথে প্রশমন সরাসরি সম্পৃক্ত। যেমন-বক্ষ রোপন, বৃক্ষ নিধন হ্রাস ও নিরাপদ জ্বালানী ব্যবহার ইত্যাদি।

Source: Training Manual, Climate Resiient Ecosystems and Livelihoods (CREL) project, USAID and Forest Department, Bangaladesh, 2013-2018.

অভিযোজন বা প্রশমন

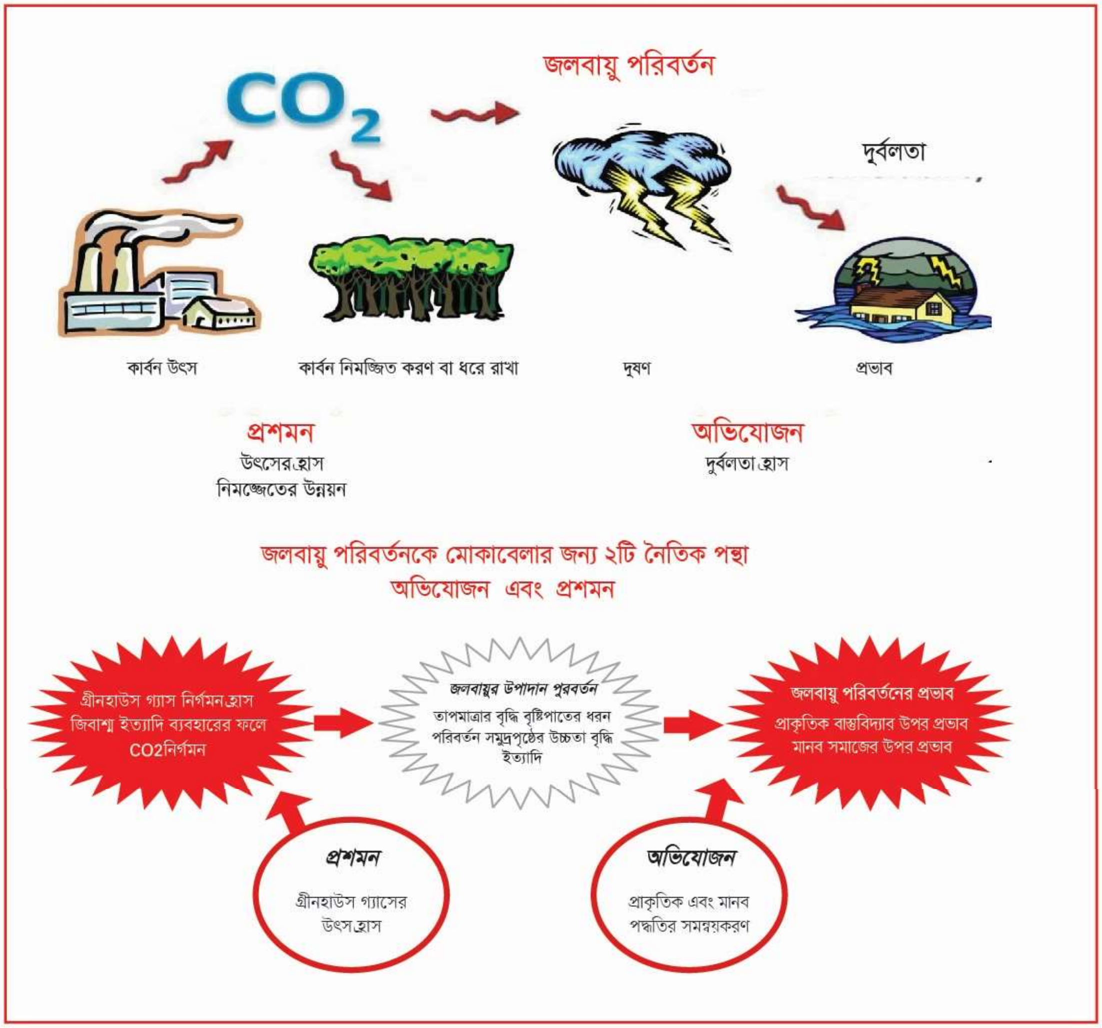

চিত্র ২১: জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং প্রশমন মোকাবিলার ব্যবস্থা (এমওই ২০০১)

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পরিবর্তিত পরিস্থিতি মোকাবেলায় নারীদের অভিযোজন দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। আইপিসিসি প্রতিবেদন অনুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা হচ্ছে সম্পদ, প্রযুক্তি, তথ্য দক্ষতা, অবকাঠামো, প্রতিষ্ঠান, ন্যায্যতা (Equity) এবং ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন কারণে ঘটা একটি কাজ। পারিবারিক পর্যায়ে এর অর্থ হল এটি জমি, অর্থ, সুখ্যাতি, স্বল্প নির্ভরতা অনুপাত, সুস্বাস্থ্য এবং ব্যক্তিগত গতিশীলতা, পরিবারের অধিকার এবং খাদ্য সুরক্ষা, নিরাপদ স্থানে নিরাপদ আবাসন এবং সহিংসতা থেকে মুক্তি (Lambrou & Piana, 2006)। কৃষিতে নারীর সম্পৃক্ততা এবং জৈব শক্তির উপর তাদের নির্ভরতা থেকে এটি বোঝা যায় যে, তাদের প্রচলিত জ্ঞান এবং অব্যবহৃত সম্পদ এবং দক্ষতা থাকার কারণে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন আলোচনায় তাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে সেটি কম লক্ষ্য করা যায়। নারীর এই অবদানের স্বীকৃতি প্রদান অভিযোজন কৌশলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ (ইউএনডিপি, ২০০৯) কারণ অভিযোজন কার্যক্রমে এবং সহনশীলতা বৃদ্ধিতে নারীর আশ্চর্যজনক এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে।

চিত্র ২২: কৃষিজাত উৎপাদনে নারীর অংশগ্রহণ

কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশীদারিত্ব এবং কাজের স্বীকৃতি না থাকায় এবং, প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন এবং এগুলি প্রায়শই নারীর তুলনায় পুরুষের কাছে অধিক উপস্থাপন করার ফলে উন্নয়ন উদ্যোগসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর হয় না। উন্নয়নশীল বিশ্বে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গমন হ্রাস করার জন্য আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রতি মনোযোগ দেওয়া এবং নারী-পুরুষের সমতা ও বৈষম্যের মতো বিষয়গুলি বিবেচনায় নেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। উন্নয়নশীল বিশ্বে এই সম্পর্কে শিক্ষা এবং আরও টেকসই প্রযুক্তির প্রসার প্রয়োজন। পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখতে হবে যেন যাদের জীবনযাত্রা ইতিমধ্যে খারাপ পরিস্থিতিতে রয়েছে প্রশমন সংক্রান্ত দাবী যেন তাদের উপর খুব বেশী চাপ সৃষ্টি না করে। (Wamukonya, Njeri and Margaret Skutsch,2001)।

অভিযোজন দুই ধরনের (বিসিএএস, ২০১৮)

১. প্রতিক্রিয়াশীল অভিযোজন	• জলবায়ু পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া • স্থায়ীত্ব ফিরে পেতে ব্যবহৃত • বর্তমান পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা আমাদের অতীতের বোঝাপড়ার সাথে মিল না থাকলে কখনও কখনও ভাল সাড়া পাওয়া যায় না।
২. সক্রিয় অভিযোজন	• জলবায়ু পরিবর্তনর কারণে দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতি, ঝুঁকি এবং দুর্বলতা হ্রাস করার সম্ভাবনা বেশি। • দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে জড়িত থাকা যা ভবিষ্যতের জলবায়ু পরিবর্তনগুলি মোকাবেলা করায় আমাদের দক্ষতা উন্নতি করে। • পর্যায় ক্রমিক মূল্যায়ন এবং ঝুঁকি পরিচালনার কৌশলগুলি এই প্রতিক্রিয়াটিকে সবচেয়ে কার্যকর করতে সহায়তা করে।

আইপিসিসি অনুসারে; অভিযোজন তিন ধরনের

ধরন
- প্রাচীন অভিযোজন
- স্বায়ত্ব শাসিত অভিযোজন
- পরিকল্পিত অভিযোজন

৩.২.২ বাংলাদেশে অভিযোজন এবং অভিযোজন প্রযুক্তি অনুশীলনের উদাহরণ

- গ্রামীণ খাতে প্রকল্পের মাধ্যমে অভিযোজন ও প্রশমনের জন্য অনেকগুলি প্রযুক্তি রয়েছে। এটি সুবিধাবঞ্চিত মানুষের জীবনধারণের সুযোগ বাড়ায় এবং বিপন্নতা হ্রাস করতে সাহায্য করে।
- বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু সহনশীল জাতের বীজ বিতরণ এবং আধুনিক চাষ পদ্ধতিগুলি প্রকল্পগুলির দ্বারা অগ্রাধিকার পায়
- লবণাক্ততা, খরা ও বন্যা সহনশীল ধানের জাতের প্রসার ঘটছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে উচ্চ ফলনশীল জাতগুলির সঙ্গে পরিচিত করানো হচ্ছে এবং জলবায়ু সহনশীল বিভিন্ন প্রজাতির ফলের গাছ রোপণ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি, পানি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে।
- নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য অনেক ধরনের প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন- গভীর নলকূপ স্থাপন, বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা, পানি শোধনাগার, তারা টিউবওয়েল/পাম্প পরিচালনা, অ্যাকুইফার রিচার্জ ইত্যাদি, আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ পানীয় জল নিশ্চিত করা।
- সেপটিক ট্যাঙ্ক ল্যাট্রিন, রিং স্ল্যাব, কুয়া, স্যাটো-প্যান ল্যাট্রিন, রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন, কমিউনিটি ল্যাট্রিন ইত্যাদি প্রযুক্তি পানি বাহিত রোগের ঝুঁকি হ্রাস করতে এবং স্বাস্থ্যবিধি উন্নয়নের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে। পুরুষ এবং নারী উভয়ের জন্য ওয়াশ ব্লক প্রয়োগ করা হয়েছে।
- বিভিন্ন ধরনের প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিবেশগত স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা হচ্ছে।

অভিযোজন প্রযুক্তিগুলি "হার্ডওয়ার" এবং "সফ্টওয়ার" এ ভাগ করা হয়েছে। হার্ডওয়ার-এর মধ্যে দ্রব্য সামগ্রী যেমন- মূলধন সামগ্রী এবং উপকরণ যেমন- খরা প্রতিরোধী ফসল, প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা বা সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধের জন্য বেড়িবাঁধ, এবং "সফ্টওয়ার" প্রযুক্তি হলো যেমন- ক্ষমতা, দক্ষতা ও জ্ঞান অনুশীলন এবং কিভাবে যন্ত্রপাতি পরিচালনা করতে হয় তা জানা (UNFCCC, 2015)।

টেবিল ৫: ভৌত ও অবকাঠামোগত (Hardware), জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা (Software) এবং প্রাতিষ্ঠানিক (orgware) অভিযোজন প্রযুক্তি (Haq and Wright, 2013)

বিভাগ	Hardware	Software	Orgware
কৃষি	শস্য বা বিভিন্ন ফসলের প্রজাতির বিভাগ	নতুন প্রজাতির উন্নয়নে গবেষণা	স্থানীয় প্রতিষ্ঠান
পানি সম্পদ এবং জলবিদ্যুৎ	পুকুর, কূপ, জলাধার, বৃষ্টির পানি সংগ্রহ	পানির ব্যবহার দক্ষতা এবং পুনর্ব্যবহারযোগ্যতা বৃদ্ধি করা	পানি ব্যবহারকারী সমিতি পানির মূল্য
উপকূলীয় অঞ্চলসহ	বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ,	উন্মুক্ত এলাকার উন্নয়ন	দালান তৈরির
অবকাঠামো এবং জনবসতি	সামুদ্রিক জলোচ্ছাস প্রতিরোধক বাঁধ; বেড়িবাঁধ; স্রোত প্রতিরোধক বাঁধ	পরিকল্পনা	নীতিমালা, পূর্ব সতর্কতা ব্যবস্থা, বীমা

টবিল ৬: বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় খাত অনুযায়ী প্রধান অভিযোজন প্রযুক্তি (বিসিএএস ২০১৭)

বিভাগ	পটুয়াখালী	সাতক্ষীরা	গাইবান্ধা	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	সাধারণ প্রযুক্তি
কৃষি	• জলবায়ু সহিষ্ণু চাল এবং গমের প্রজাতি • স্বল্পকালীন উচ্চ ফলনশীল • ফসলের প্রজাতি • জিঙ্ক চাল প্রজাতি • পাওয়ার টিলার, ফসল কাটার মেশিন, প্লাস্টিকের পাত্র, অগভীর নলকূপ; পাম্প, ফ্ল্যাট পাইপ, স্প্রে মেশিন, • জৈব সার • জৈব-গৃহস্থালির কাজ • ভার্মি কম্পোস্টিং • জৈব-কীটনাশক	• জলবায়ু সহিষ্ণু চাল এবং গমের প্রজাতি • স্বল্পকালীন উচ্চ ফলনশীল ফসলের প্রজাতি • পাওয়ার টিলার, ফসল কাটার মেশিন, প্লাস্টিকের পাত্র, অগভীর নলকূপ;, ফ্ল্যাট পাইপ, স্প্রে মেশিন, বিকল্প ভেজানো এবং শুকানো • জৈব সার • জৈব-কীটনাশক • ভার্মি কম্পোস্টিং • সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা	• জলবায়ু সহিষ্ণু চাল এবং গমের প্রজাতি • স্বল্পকালীন উচ্চ ফলনশীল ফসলের প্রজাতি • পাওয়ার টিলার, ফসল কাটার মেশিন, প্লাস্টিকের পাত্র, স্প্রে মেশিন, বিকল্প ভেজানো এবং শুকানো ইত্যাদি • জৈব সার • ভার্মি কম্পোস্টিং • জৈব-কীটনাশক • সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা	• জলবায়ু সহিষ্ণু চাল এবং গমের প্রজাতি • স্বল্পকালীন উচ্চ ফলনশীল ফসলের প্রজাতি • পাওয়ার টিলার, ফসল কাটার মেশিন, একত্রিত হারভেস্টার এবং মেরামত মেশিন, বীজ সংগ্রহের জন্য প্লাস্টিকের পাত্র, • জৈব সার এবং ভার্মি কম্পোস্টিং • ভূ-গর্ভস্থ পাইপলাইন সহ সৌর এবং বৈদ্যুতিক পাম্প • জৈব-কীটনাশক • শুকনো বীজতলা • সৌরজগৎ দ্বারা ড্রিপ সেচ	• জলবায়ু সহিষ্ণু চাল এবং গমের প্রজাতি • স্বল্পকালীন উচ্চ ফলনশীল ফসলের প্রজাতি • পাওয়ার টিলার, ফসল কাটার মেশিন, বীজ সংগ্রহের জন্য • প্লাস্টিকের পাত্র, থ্রেসার স্প্রে মেশিন, অগভীর নলকূপ; • জৈব সার এবং ভার্মি কম্পোস্টিং • হাত ঝরনা সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা • জৈব-কীটনাশক এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা	• জলবায়ু সহিষ্ণু চাল এবং গমের প্রজাতি • স্বল্পকালীন উচ্চ ফলনশীল ফসলের প্রজাতি • পাওয়ার টিলার, ফসল কাটার মেশিন, বীজ সংগ্রহের জন্য প্লাস্টিকের পাত্র, থ্রেসার স্প্রে মেশিন, • জৈব সার • জৈব-কীটনাশক • সমন্বিত বালাই • ব্যবস্থাপনা • ভার্মি কম্পোস্টিং
পানি ও স্বাস্থ্য	• সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা • বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা • পানি শোধনাগার • পুকুরে বালির ফিল্টার • গভীর নলকূপ • রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন • সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ল্যাট্রিন • পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহিষ্ণু করা (ওয়াশ ব্লক)	• গভীর নলকূপ • বৃষ্টির পানি সংগ্রহের ব্যবস্থা • লবণাক্ততা মুক্তকরণ প্রকল্প • পুকুরে বালির ফিল্টার • জৈব বালি ফিল্টার • রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন • সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ল্যাট্রিন • পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহিষ্ণু করা (ওয়াশ ব্লক)	• অগভীর নলকূপ • রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন • সেপ্টিক ট্যাঙ্ক • ডাবল প্ল্যাটফর্ম অগভীর নলকূপ • তারা পাম্প • গভীর নলকূপ • রিং কূপ • খুব অগভীর কাটা টিউবওয়েল • বৃষ্টির পানি সংগ্রহ • ওয়াশ ব্লক	• পানি সরবরাহের ট্যাংক গভীর সেট পাম্প • তারা পাম্প • রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন • সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ল্যাট্রিন • রিং কূপ • বৃষ্টির পানি সংগ্রহ পানি এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে জলবায়ু ও দুর্যোগ সহিষ্ণু করা (ওয়াশ ব্লক) ইকো-সান ল্যাট্রিন	• অগভীর নলকূপ • তারা নলকূপ • রিং কূপ • বৃষ্টির পানি সংগ্রহ • প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক • সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ল্যাট্রিন • রিং স্ল্যাব	• বৃষ্টির পানি সংগ্রহ • রিং স্ল্যাব ল্যাট্রিন • সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ল্যাট্রিন • ওয়াশ ব্লক

টবিল ৬: বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় খাত অনুযায়ী প্রধান অভিযোজন প্রযুক্তি (বিসিএএস ২০১৭)

বিভাগ	পটুয়াখালী	সাতক্ষীরা	গাইবান্ধা	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	সাধারণ প্রযুক্তি
জ্বালানী	• সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা • রাস্তার সৌর বাতি	• সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা • রাস্তার সৌর বাতি	• বন্ধু চুলা • সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • রাস্তার সৌর বাতি	• উন্নত চুলা • জৈব গ্যাস • রাস্তার সৌর বাতি • সৌর শক্তি ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা	• সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা • রাস্তার সৌর বাতি	• সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা • রাস্তার সৌর বাতি
অবকাঠামো	• ভিটা উঁচুকরণ • পাকা ভিটা • ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র • স্লুইসগেট • রিং এবং বক্স কালভার্ট • ভাঙ্গন প্রতিরোধে ইট -সিমেন্টের তৈরি ব্লক। • বাঁধের জন্য সুরক্ষিত প্রাচীর • পালা সিটিং	• ভিটা উঁচুকরণ • পাকা ভিটা • ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র • স্লুইসগেট • রিং এবং বক্স কালভার্ট • ভাঙ্গন প্রতিরোধে ইট-সিমেন্টের তৈরি ব্লক। • বাঁধের জন্য সুরক্ষিত প্রাচীর • পালা সিটিং	• ভিটা উঁচুকরণ • হেরিংবোন-বন্ড (এইচবিবি রাস্তা) • রিং এবং বক্স কালভার্ট সেতু • জল নির্গমন ব্যবস্থা • পালা সিটিং	• ইটের রাস্তা (এইচবিবি রাস্তা) • রিং এবং বক্স কালভার্ট • সেতু নির্মাণ • জল নির্গমন ব্যবস্থা • পালা সিটিং • বাঁধ • জলীয় রিচার্জ • পরিচালনা করা • স্লুইসগেট • সুরক্ষা প্রাচীর	• ভিটা উঁচুকরণ • বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র • সুরক্ষা প্রচীর • স্লুইসগেট • রিং এবং বক্স কালভার্ট • ভাঙ্গন প্রতিরোধে • ইট-সিমেন্টের তৈরি ব্লক। • ইটের রাস্তা (এইচবিবি রাস্তা) • পালা সিটিং	• সুরক্ষা প্রচীর • স্লুইসগেট • রিং এবং বক্স কালভার্ট • ইটের রাস্তা (এইচবিবি রাস্তা) • পালা সিটিং

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রযুক্তিগুলি একই সঙ্গে অনেক বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করে যেমন- একত্রীকরণ নীতি, জাতীয় উদ্ভাবনী ব্যবস্থাপনা; প্রযুক্তিগত চাহিদা নিরূপণ, পরিকল্পনা, অর্থায়ন, বিনিয়োগ এবং বেসরকারী খাতের সাথে সহযোগীতা, ও মেধাস্বত্ব ব্যবস্থাপনা (সিটিসিএন, ২০১৬)

UNFCC (২০১৩) তাদের প্রযুক্তিগত চাহিদা মূল্যায়নে (টিএনএ), বেশ কয়েকটি দেশীয় প্রযুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে যা অভিযোজনের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন- আবাসনের জন্য ঐতিহ্যগত নকশা, বাঁধ, নদী তীরের বাঁধ, খাত এবং ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বৃক্ষ রোপণ। উদাহরণ- উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে অভিযোজনের জন্য প্রযুক্তি

টেবিল ৭: উপকূলীয় অঞ্চলগুলিতে অভিযোজনের জন্য প্রযুক্তি

হার্ডওয়ার	সফ্টওয়ার	অর্গওয়ার
সমুদ্রের সৈকত বরাবর সুরক্ষা দেয়াল,	**সুরক্ষা দেয়াল তৈরির পরিকল্পনা ও নকশা উদ্ভাবন**	**স্থানীয় জনগোষ্ঠী, সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওদের গৃহীত উদ্যোগ**

৩.২.৩ প্রশমন এবং বাংলাদেশে প্রশমন প্রযুক্তি ও অনুশীলনের উদাহরণ

প্রশমন প্রকল্প হলো নতুন প্রযুক্তি এবং পুনঃনবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারের উদ্যোগ, পুরনো সরঞ্জামগুলিকে আরও দক্ষ করে তোলা, বা পরিচালনা পদ্ধতি বা ভোক্তাদের আচরণ পরিবর্তন করা। গ্রীষ্ম মৌসুমে আলো এবং সম্প্রচারের জন্য প্রশমন প্রযুক্তিগুলিতে সৌর শক্তির অন্তর্ভূক্ত করা। রান্নার জ্বালানীর সংকটের কারণে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের অনেক পরিবার এখন উন্নত চুলা ব্যবহার করে থাকে (বিসিএএস ২০০৭)। এই প্রযুক্তিতে কম জ্বালানীর প্রয়োজন হয় এবং বায়ুতে কম পরিমাণ কার্বন নির্গত হয়। পটুয়াখালী ও সাতক্ষীরার মতো উপকূলীয় অঞ্চলের অনেক জায়গায় পানি শোধনের ফিল্টার (পিএসএফ) সৌর শক্তি দিয়ে পরিচালিত হয়। চাঁপাইনবাবগঞ্জে অ-গভীর পাম্পগুলি সেচের পানি সরবরাহের জন্য সৌর ব্যবস্থা দ্বারা চালিত হয়। এগুলি বাংলাদেশের প্রশমন প্রযুক্তির কয়েকটি উদাহরণ। অপর পৃষ্ঠায় ল্লেখিত টেবিলে বিসিএএস (২০১৭) এর একটি সমীক্ষা অনুসারে প্রশমন ক্ষেত্রের প্রধান প্রযুক্তিগুলি উল্লেখ করা হলো।

টেবিল ৮: খাত অনুযায়ী গবেষণা এলাকার প্রশমন প্রযুক্তি (বিসিএএস ২০১৭)
বাংলাদেশের কয়েকটি জেলায় খাত অনুযায়ী প্রধান প্রশমন প্রযুক্তি (বিসিএএস ২০১৭)

বিভাগ	পটুয়াখালী	সাতক্ষীরা	গাইবান্ধা	চাঁপাই নবাবগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	সাধারণ প্রযুক্তি
জ্বালানী	• সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা • রাস্তায় সৌর বাতি	• সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা • রাস্তায় সৌর বাতি	• সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা • রাস্তায় সৌর বাতি	• উন্নত চুলা • জৈব গ্যাস • রাস্তায় সৌর বাতি • সৌর শক্তি ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা	• সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা • রাস্তায় সৌর বাতি	• সৌর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা • বন্ধু চুলা • রাস্তায় সৌর বাতি

বাংলাদেশে গ্রামাঞ্চলে যেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ নেই কিংবা অপর্যাপ্ত, সে সব এলাকায় সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে গ্রামবাসীরা আলো পেয়ে থাকেন। সৌর বিদ্যুৎ স্থাপনের খরচ কম এবং এটি পরিবেশ বান্ধব উপায়ে পর্যাপ্ত শক্তি সরবরাহ করে। (বিসিএএস ২০১৭)।

টেবিল ৯: নারীদের দ্বারা পাচালিত অভিযোজন পদ্ধতি এবং মোকাবেলা কৌশল

দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রান্তিক ও বিপন্ন জাগোষ্ঠীর নারীরা যে সব কৌশল গ্রহণ করে থাকে তার উল্লেখযোগ্য হলো:

দুর্যোগ এড়ানো বা প্রতিরোধ কৌশল	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং পুনরুদ্ধার কৌশল
ভবিষ্যতের পূর্বাভাস এবং বিপর্যয়ের জন্য প্রস্তুতি: বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে, বিপন্ন মানুষেরা বন্যার সময় পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য নিজস্ব জ্ঞান ও কৌশল ব্যবহার করছে। **বাড়িঘর এবং বাড়িঘরগুলি রক্ষা করা:** বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় মৌসুমের আগে, স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য সম্পদ দ্বারা ঘরের দেয়াল এবং ছাদগুলিকে আরও শক্তিশালী করে, বাড়ির ভিটা উঁচুকরণ এবং গবাদিপশুর বাসস্থান শক্ত ও মজবুত করে। স্বচ্ছল পরিবারগুলি নলকূপের ভীট উঁচু করে। **প্রয়োজনীয় বস্তু সংরক্ষণ:** নারীরা জ্বালানী, দেয়াশালাই, শুকনো খাবার সংরক্ষণ করে (যেমন- চাল, মটর, মুড়ি, চিড়া এবং গুড়), বাড়িতে দড়ি, ঔষুধ এবং ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য বহনযোগ্য মাটির চুলা প্রস্তুত করে। নারীরা প্রায়শই দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে ব্যবহারের জন্য কাঠ সংগ্রহ করে শুকনো জায়গায় সংরক্ষণ করে। নারীরা গৃহপালিত পশুর খাদ্য, বীজ, পরিবারের খাদ্য, ফসল, কম্বল এবং মূল্যবান জিনিসপত্র মাচায় (সংরক্ষণের জন্য তৈরি উচ্চ কাঠ বা বাঁশের কাঠামো) সংরক্ষণ করে। অনেক নারী ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষার জন্য মাটির নিচে রান্নার পাত্র, উৎপাদনশীল সম্পদ (অর্থাৎ লাঙ্গল, মাছ ধরার জাল) এবং অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে। **সন্তানদের শিক্ষিত করা:** দুর্যোগ অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবারগুলির একটি মূল কৌশল হলো তরুণ প্রজন্ম কীভাবে নিজেদের রক্ষা করবে সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া। পিতা-মাতা তাদের সন্তানদের কীভাবে প্রস্তুত করে তার উদাহরণ হচ্ছে জীবন রক্ষার কলাকৌশল যেমন- সাঁতার কাটা এবং ঘূর্ণিঝড় সংকেত সম্পর্কে শেখানো। শিশুদের দুর্যোগের প্রস্তুতি শেখানোর কোনও আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই, তবে, শিশুরা সাধারনত পারিবারিক আলোচনা বা খাবার-সময় কথোপকথন থেকে শিখতে পারে। অন্যান্য বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যেমন- পশুপালন, এবং বৃক্ষরোপণের কাজে তাদের পিতামাতার সাথে অংশ নেয় এবং এই সব কাজের মাধ্যমে শিশুদের তাদের পিতামাতার থেকে প্রচলিত জ্ঞান শেখার সুযোগ রয়েছে।	**পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষা:** বিপর্যয়ের সময়, নারীরা তাদের শিশুদের, বয়স্ক ও পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্য এবং গৃহপালিত পশুদের যত্ন নিয়ে থাকে। বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে, নারীরা পরিবারের প্রতিবন্ধী সদস্যদের জন্য চৌকি (ঐতিহ্যবাহী বিছানা) এবং বাঁশ ব্যবহার করে উঁচু মাচা তৈরী করে। পিতা মাতারা প্রায়শই ছোট শিশুরা যেন সুরক্ষিত থাকে এবং বন্যার পানিতে ডুবে না যায় তা নিশ্চিত করতে, ছেলেমেয়েদের এক জায়গায় রাখার জন্য একটি 'বাঁশ ও বাঠ দিয়ে প্রচীর বা বেড়া' নির্মাণ করেন। **খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা:** যখন কোনও পরিবার কোনও দুর্যোগের সময় বা পরে খাদ্য সঙ্কটের মুখোমুখি হয়, নারীরা খাবারের গ্রহণের ধরনে পরিবর্তন করে (উদাহরণস্বরূপ, ভাত খাওয়ার পরিবর্তে তারা বিকল্প খাবার যেমন- কৈশা বা কলমি, স্থানীয় উদ্ভিদ) বা কম খাদ্য গ্রহণ করে। **গৃহস্থালী কাজ:** দুর্যোগের সময় নারীদের অনেক বেশী পরিবারের কাজের দায়িত্ব নিতে হয়। যখন স্বামী বা পুরুষ সদস্যরা বেকার হয়ে যায়, তখন নারীদের প্রতিদিনের কাজ আরও বেড়ে যায় কারণ তাদের সম্পদ ব্যবস্থাপনা, পরিবারের জন্য খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং বয়স্কদের দেখাশোনাা করতে হয়। **অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য ধার করা, বিক্রয় এবং সম্পত্তি বন্ধক রাখা:** পরিবারের আর্থিক চাহিদা মেটাতে, প্রায়শই পশুসম্পদ, হাঁস-মুরগি এবং নৌকার মতো সম্পদ বিক্রি করতে হয়। বেঁচে থাকার জন্য অন্যান্য সাধারণ কৌশল হচ্ছে মূল্যবান জিনিস বিক্রি, বন্ধক দেওয়া, বা সম্পদ বন্ধক রেখে ঋণ নেওয়া বা প্রতিবেশীদের কাছ থেকে ধার নেওয়া। গ্রামাঞ্চলের অনেক নারী এখন ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার সদস্য এবং ঋণ পেতে তারা তাদের সদস্যপদ ব্যবহার করে। **অভিবাসন এবং বিকল্প কর্মসংস্থান:** অনেক ক্ষেত্রে, অভিযোজন কৌশল হিসেবে নারীরা অভিবাসন করে থাকে। নারীরা সাধারণত শহরে অভিবাসন করে থাকে। শহরাঞ্চলের নারীদের প্রধান কর্মকান্ডের ক্ষেত্রগুলি হচ্ছে গৃহস্থালীর কাজ, ইট ভাঙ্গা, সেলাই, পাটের ব্যাগ তৈরি এবং পোশাক শিল্প কারখানায় কাজ করা। উপার্জনের জন্য তারা কখনও কখনও মর্যাদাহানীকর পেশাও গ্রহণ করে। যে সকল নারীর বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা রয়েছে তারা শ্রমিক হিসাবে অভিবাসন বা অন্যত্র যেতে পছন্দ করেন না। যে সব পরিবারে নৌকা রয়েছে তারা যাত্রী পারাপারের মাধ্যমে আয় করে।

https://www.iucn.org/sites/dev/files/import/downloads/gender.pdf

স্থানীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (Local Adaptation Planning)

অভিযোজন ও প্রশমনের খাত	জলবায়ু আপদ	আপদের প্রভাব	খাপ খাওয়ানোর কৌশল	অভি-যোজন কৌশল	প্রশমন কৌশল	প্রয়োজ-নীয় প্রযুক্তি	বাস্তবায়-নকারী প্রতিষ্ঠান	সময়সীমা
কৃষি								
দিনমজুরী								
পশুপালন								
হাঁসমুরগী পালন								
ক্ষুদ্র ব্যবসা								
হস্তশিল্প								
মৎস্য শিকার								
পানি, স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন								
অবকাঠামো ও যাতায়াত								

মডিউল ৪: নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তায় দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন

শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ:

- কমিউনিটি বা সমাজে নারী এবং অন্যান্য অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কিভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলা করে নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি বিষয়ে সামাজিক সংগঠনের সদস্যদের ধারণা ও ব্যাখ্যা করার দক্ষতা অর্জন করা।

শিক্ষণের ফলাফল:

- জীবনের নানা পর্যায়ে নারীদের উপর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও প্রভাব চিহ্নিত করতে পারার দক্ষতা (উদাহরণস্বরূপ, কিশোরী, গর্ভবতী নারী ও যুবতী, দুগ্ধ প্রদানকারী মা এবং বয়স্কা নারী)
- মানবিক সহযোগিতা কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া এবং তার ফলাফল নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারা।
- যে বিষয়গুলো মানবিক সহযোগিতামূলক কাজের ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন ঘটাতে সহায়তা করে সেগুলো কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারা।
- মানবিক সহযোগীতা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য বিধি বিধান এবং তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে ধারণা থাকা ও তা ব্যাখ্যা করতে পারা।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠির দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে যেমন, প্রস্তুতি, দুর্যোগে সাড়া প্রদান এবং দুর্যোগ পরবর্তী তাৎক্ষণিক পুনরুদ্ধারের বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সুরক্ষা ও নিরাপত্তার বিষয়ে কোন ধরনের কার্যক্রম/পদক্ষেপ দরকার সে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারা।
- দুর্যোগ কবলিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের কোন ধরনের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন সে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারা।

অধিবেশন পরিচালনা নির্দেশিকা

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	মিনিট	কার্যক্রম	পদ্ধতি	উপকরণ
শিক্ষণীয় বিষয়	২ স্লাইড	১০	শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা প্রদান। এই সেশন শেষে অংশগ্রহণকারীর যে বিষয়গুলো সম্পর্কে দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জন করবেন।	আলোচনা	ল্যাপটপ, এবং প্রজেক্টর
নারীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বিষয়ে আলোচনা এবং দুর্যোগের সময় নারীরা যে সব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তার উপর আলোচনা	৪-৫ স্লাইড দুর্যোগের সময় নারী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কোন প্রয়োজনগুলো (বাস্তবিক এবং প্রায়োগিক) মিটানো দরকার?	৩০	অনুশীলন: সমাজে নারীরা কিভাবে নিজেদের চিহ্নিত করে: সমাজ এবং প্রকৃতির দৃষ্টিতে নারীর ভূমিকা	ফলাফল উপস্থাপন এবং দলীয় অনুশীলন	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট ও মার্কার পেন

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	মিনিট	কার্যক্রম	পদ্ধতি	উপকরণ
দুর্যোগের সময় নারীরা যেসব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তা ভালোভাবে বোঝা।	স্লাইড ৭-১১ মানবিক সহযোগীতা কার্যক্রমের প্রেক্ষাপটে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতনের শিকার হওয়া এবং তার ফলাফল নিয়ে দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা করতে পারা। যে বিষয়গুলো মানবিক সহযোগিতামূলক কাজের ক্ষেত্রে যৌন নিপীড়ন ও নির্যাতন ঘটাতে সহায়তা করে সেগুলো কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারা।	৬০	দুর্যোগ নিয়ে নারীদের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞাতার উপর উপস্থাপনা দলীয় অনুশীলন: বিষয়: কত ধরনের নির্যাতন আমরা সচারাচার দেখতে পাই এবং হয়রানি ও দায়িত্ববোধ বিষয়ে কুইজ	ভূমিকা পালন/ অংশগ্রহণ এবং আলোচনা	ফ্লিপচার্ট, মার্কার কলম, ভিপ কার্ড
যৌন নীপিড়ন এবং নির্যাতন থেকে রক্ষার জন্য গৃহীত আন্তর্জাতিক নিয়ম নীতি এবং বিধি বিধানসমূহ	স্লাইড ১২-১৭ মানবিক সহযোগীতা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রযোজ্য আচরণ বিধি এবং তাদের কাছ থেকে প্রত্যাশিত আচরণ সম্পর্কে ধারণা থাকা ও তা ব্যাখ্যা করতে পারা।	৬০	নারীর সুরক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক বিধি-বিধানের উপর আলোকপাত সুরক্ষা নীতি কৌশলসমূহের প্রয়োগের মান বিষয়ে আলোচনা	দলীয় আলোচনা, কুইজ এবং যৌন নীপিড়ন ও নির্যাতন প্রতিরোধের সুরক্ষা নীতি ও কৌশসমূহের সঙ্গে অংশগ্রহণ-কারীদের পরিচিতি	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট এবং মার্কার কলম
শিক্ষণীয় বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত	শিখন কার্ড (লার্নিং কার্ড সমূহ)	২০	খ্রিস্টিয়ান এইড এর সুরক্ষা এবং আচরণ বিধি সংক্রান্ত নথিসমূহে স্বাক্ষর প্রদান	প্লেনারী আলোচনা	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট এবং মার্কার কলম সুরক্ষা এবং বিধি বিধান-সমূহের মুদ্রিত নথি (প্রিন্ট কপি)

দুর্যোগ এবং মানবিক বিপর্যয়ে নারীরা যে সব ঝুঁকির সম্মুখীন হয় এবং যে সব সুরক্ষার প্রয়োজন হয়

প্রাকৃতিক এবং মনুষ্য সৃষ্ট বিভিন্ন দুর্যোগের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মূল্যবোধ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীদের প্রভাবিত করে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো:

- যে সব নারীরা তাদের স্বামীকে হারিয়েছে তারা আপদকালীন সময়ে উপেক্ষিত থাকে।
নারীর উপর যৌন এবং শারীরিক নির্যাতন বিষয়ে বাইরে প্রকাশ না করার জন্য পরিবারের সদস্যরা নির্যাতিত নারী সদস্যের উপর চাপ সৃষ্টি করে।
- আইনগত সহায়তা না পাওয়া বিশেষ করে যে সব নারীদের কাছে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য নেই এবং যারা অন্যদের সঙ্গে খুব বেশী পরিচিত নয় তারা বেশী সমস্যার সম্মুখীন হয়।

• আপদকালীন সময়ে/জরুরী অবস্থায় এবং অস্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রে থাকা নারীরা যারা ইতোমধ্যে ভীতিকর পরিবেশে বসবাস করছে তাদের ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অভাব থাকলে নিরাপত্তাহীনতার ধারণা আরো দৃঢ় হয়।
দুর্যোগের সময় পরিবারের প্রতি নারীর দায়িত্ব আরো বেড়ে যায় এবং এসময়ে প্রতিদিনের কাজ সম্পন্ন করাটা কঠিন হয়ে পড়ে।
• পারিবারিক সহিংসতা বৃদ্ধি পায়।
• কায়িক পরিশ্রম বেড়ে যায় এবং এসব কাজের জন্য নারীরা কোন পারিশ্রামিক পায় না।
• তাদের অনেককে স্থায়ী আশ্রয় কেন্দ্রে রাখতে হয়।
• গর্ভবতী, মাতৃদুগ্ধ প্রদানকারী মা, এবং সন্তান উৎপাদক্ষম নারী ও যুবতীদের দুর্যোগ পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিশেষ সুবিধা প্রদানের বিষয়টি অগ্রাধিকার পায় না।
• নারীরা সামাজিকভাবে প্রধান সেবা প্রদানকারী। কিন্তু দুর্যোগের সময় অসুস্থ রোগীর সেবা এবং ওষুধ ও চিকিৎসার খরচ সংগ্রহ করতে গিয়ে তাদের বাড়তি দায়িত্ব পালন করতে হয়।

দুর্যোগের সময় নারীরা যে সব নির্যাতন ও হয়রানির শিকার হয়

• অংশগ্রহণকারীরা পোস্টার কাগজের উপর দলীয় অনুশীলন করবে- পাঁচটি দল এবং প্রত্যেক দলে ছয়জন করে সদস্য থাকবে।

অনুশীলনের বিষয়:
প্রাক দুর্যোগ, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারীরা কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়?

বিভিন্ন ধরনের নির্যাতনের সঙ্গে পরিচিতিমুলক আলোচনা
নারীর প্রতি অনেক ধরনের নির্যাতন হয়ে থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো:

• **শারীরিক** নির্যাতন বা শারীরিকভাবে আহত হওয়া, যেমন আঘাত, লাথি মারা বা ধাক্কা দেয়ার সুস্পষ্ট প্রমাণ এবং যৌক্তিক সন্দেহ থাকতে পারে এবং এই আচরণসমূহ ভুক্তভোগী/আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে করা হয়েছে কিংবা তা জানা সত্ত্বেও ভুক্তভোগীকে রক্ষা করার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।
• **মানসিক** নির্যাতন ঘটে থাকে সাধারণত দীর্ঘদিনের খারাপ আচরণ ও সামাজিকভাবে বাদ পড়ার কারণে। যেমন, মর্যাদাহানিকর শাস্তি, হুমকি প্রদান এবং সেবা যত্ন না করা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন না করা। এই আচরণগুলোর কারণে একজন মানুষের স্বাভাবিক আচরণ ও মানসিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়।
• **যৌন নিপীড়ন** ঘটে যেখানে একজন মানুষের সঙ্গে নানা ধরনের যৌন নিপীড়নমূলক আচরণের মাধ্যমে তাকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করা হয়।এগুলোর মধ্যে রয়েছে ধর্ষণ, অজাচার, এবং সকল ধরনের যৌন কর্মকান্ড যার মধ্যে পর্ণগ্রাফিও রয়েছে। এবং এগুলো বিভিন্ন ধরনের সুযোগ প্রদানের (যেমন- পণ্য, খাদ্য, অর্থ প্রদান) মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।
• **অবহেলা** হলো যেখানে মৌলিক চাহিদা যেমন, খাদ্য,আন্তরিকতা এবং চিকিৎসার ঘাটতি থাকে। কিংবা কোন ব্যক্তিকে যখন সম্ভাব্য বিপদ এবং তা থেকে উদ্ভুত শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতা থেকে রক্ষা করা হয় না।
• **যৌন হয়রানি** একটি অনাকাঙ্কিত আচরণ যা কোন ব্যক্তির মর্যাদা নষ্ট করে এবং আক্রান্ত ব্যক্তি একটি ভীতিকর পরিবেশে থাকে ও সব সময় অপমানিত বোধ করে কিংবা তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তার বেঁচে থাকার জন্য কঠিন হয়ে ওঠে।

কারও আচরণকে আগে থেকেই যৌন হয়রানিমূলক বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। যৌন হয়রানির উল্লেখযোগ্য আচরণসমূহ নিচে দেয়া হলো যা থেকে বোঝা যেতে পারে কোন ব্যক্তি যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে কিনা।

• যৌনতা সংক্রান্ত উক্তি এবং কৌতুক
• শারীরিক আচরণ, যেমন অসৌজন্যমূলক ভাবে যৌনতার ইঙ্গিত দেয়া, স্পর্শ করা এবং সব ধরনের যৌন নির্যাতন।
• যৌনতাকে ইঙ্গিত করে এমন দৃশ্যাবলি,ছবি, আঁকা কোন চিত্র।
• যৌনতা সংক্রান্ত বার্তা ইমেইল বা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে কারো কাছে পাঠানো।

প্রেক্ষাপট-৩ দুর্যোগ নারীর প্রতি সহিংসতার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে (বন্যা কবলিত নারীদের কণ্ঠ থেকে)

দুর্যোগকালে জীবিকা নির্বাহের নিরাপত্তাহীনতা, স্থানচ্যুতি এবং নানাবিধ বিপর্যয়ে পড়ে নারীরা লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতার শিকার হয়। শ্বশুরবাড়িতে তিন মেয়ে আর স্বামীসহ একঘরের ভেতর বসবাস করত সাবিনা (৪৫)। এই অবস্থায় তিনি প্রায়ই তার স্বামীকে জমি কেনার জন্য এবং নতুন ঘর তৈরী করার পরামর্শ দিতেন। পরর্বতীতে তুলনামূলক কম মূল্য হওয়ার কারণে তার স্বামী জামালপুরের অন্যতম বন্যাপ্রবণ একটি গ্রাম পাঁচপয়লা'তে একখন্ড জমি কিনেন এবং সেখানেই নতুন ঘর বানিয়ে পরিবারসহ বসবাস শুরু করেন। নীচু জমি হওয়ার কারণে সাম্প্রতিক বন্যার সময় তাদের ঘর পানিতে প্লাবিত হয়ে যায়। এই বন্যার পুরো সময় জুড়ে যে সমস্ত ভোগান্তি সহ্য করতে হয়েছে তার জন্য সাবরিনার স্বামী একমাত্র তাকেই দোষারোপ করেছেন। সাবরিনা বলেন, "বন্যার দিনে প্রতিদিন সকালে আমার স্বামী আমার সাথে ঝগড়া করত। আমি এই জায়গায় ঘর বানানোর পরার্মশ দিয়েছিলাম তাই আমাকে সবসময় দোষ দিতে থাকে। আমাকেই নাকি সব সহ্য করে নিতে হবে কারণ আমি সব সমস্যার জন্য একমাত্র দায়ী।"

বন্যার সময় বেশীরভাগ নারীরা সব ধরনের ঝুঁকি ও প্রতিকুলতা উপেক্ষা করে গৃহস্থালী কাজর্কম করার জন্য অনেক শারীরিক ও মানসিক চাপ নেন। নারীরা তাদের মৌলিক অধিকার ও প্রয়োজন সম্পর্কে সচেতন না হওয়ায় কারণে অনেক ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় এই অতিরিক্ত কাজের বোঝা বহন করেন। লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সাবিনা বন্যার সময় যে বাড়িতে আশ্রয় নেন সেখানকার একটি ঘটনা তুলে ধরেন। গ্রামে মাত্র এমন দুইটি উঁচু বাড়ি ছিল যেখানে বন্যার পানি প্রবেশ করেনি। স্বাভাবিকভাবেই গ্রামের অনেক পরিবার সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। বাড়িতে অনেক মানুষের ভীড় ও কোলাহলর্পূণ পরিবেশ তৈরী হওয়ার কারনে বাড়ীর মালিক প্রায়ই বিরক্ত হতেন এবং বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের বাড়িতে আশ্রয় দেওয়ার জন্য তার স্ত্রীকে গালি গালাজ করতেন।

পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান ধারণার বেড়াজালে পড়ে স্বামীর পরিবারের পুরুষ ও নারী উভয় সদস্যদের দ্বারাই নারীরা বিভিন্নভাবে গৃহস্থালীর সহিংসতার শিকার হয়। এমন একটি ঘটনা জানা গেছে যে, বন্যা চলাকালীন দশ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের গৃহস্থালী সমস্ত কাজের দায়িত্ব শুধুমাত্র সেই পরিবারের গৃহবঁধুর উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এমনকি পরিবারের অন্য নারী সদস্য- শ্বাশুড়ী, ননদ কেউ তাকে কোন ধরনের সহযোগিতা করেননি।

দুর্যোগকালীন কিশোরীদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের অভাব তাদের পরিবারের জন্য একটি বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাড়ায়। সাধারনত আশ্রয়ের জন্য কিশোরী মেয়েদের সবচেয়ে বিশ্বস্ত আত্মীয়ের বাড়ীতে স্থানান্তর করা হয়। যাদের বিকল্প ব্যবস্থা নেই, তারা শত বিপত্তি সত্ত্বেও মেয়েকে নিজেদের কাছেই রাখেন।

আশ্রয় কেন্দ্রে অবস্থানকালে কিশোরী ও নারীদের জন্য থাকার ব্যবস্থা আলাদা না হওয়ার কারণে অনেক সময় যৌন নির্যাতনের নজির পাওয়া গেছে। স্থানীয় সংস্থার একজন স্বেচ্ছাসেবক মাঠ পর্যায়ে তার অভিজ্ঞাতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে যৌন নির্যাতনের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। সাম্প্রতিক বন্যার সময় সদ্যবিবাহিত এক দম্পত্তি আশেপাশের একটি স্কুল আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়েছিল। স্কুল ভবনে কোন আলোর ব্যবস্থা ছিল না। রাতে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে এক অপরিচিত ব্যক্তি সেই দম্পত্তির স্ত্রীর সাথে যৌনকার্যে লিপ্ত হয়। পরের দিন স্বামীর সাথে সেই রাতের ঘটনার বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে স্ত্রী আসল ব্যাপারটি বুঝতে পারে। পরবর্তীতে এই ঘটনার জন্য তার স্বামী তাকে তালাক দেয়।

বন্যার সময় খাবার উপাদান, স্থান ও জ্বালানীর অভাবে নারীরা পরিবারের জন্য খাবার যোগান দিতে দুর্ভোগের শিকার হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পুরুষরা এই ধরনের প্রতিকূলতা বোঝার চেষ্টা না করে স্ত্রীর কাছে প্রতি বেলা খাবার দাবি করে। এমনকি অনেকে স্ত্রীকে মারধর করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটার কারনে এই সময় আইনী সহায়তা চাওয়ার সুযোগ থাকে না। সামাজে কলঙ্কিত হওয়ার ভয়ে নারীরা মৌনতার সাথে এই ধরনের অন্যায়গুলো মেনে নেয়। এই অবস্থায় তারা নিকটবর্তী বা দূরের কাউকে এই বিষয়ে জানাতে বা সাহায্য চাইতে পারেনা।

তথ্য সংগ্রহ: লায়লা সুমাইয়া, কমিউনিকেশন প্রফেশনাল, খ্রিস্টিয়ান এইড বাংলাদেশ
অবস্থান: পাথরসি ইউনিয়ন, ইসলামপুর উপজেলা, জামালপুর।

প্রেক্ষাপট-৪ দুর্যোগের সময় অনিরাপদ আশ্রয়স্থল নারীদের উপর যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি বাড়ায়

চৌদ্দ বছর বয়সী আয়েশা (ছদ্দনাম) কুড়িগ্রাম সদরের পাটগাছি ইউনিয়নে নিমকুসার পাড়া গ্রামে তার বৃদ্ধ নানীর সাথে বসবাস করে। তার স্বামী পরিত্যক্ত মা ঢাকার একটি বস্তিতে থাকে এবং পোশাক শিল্পে শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রতিক বন্যার কবলে আয়েশার গ্রাম পনিতে ডুবে যায়। উপায় না পেয়ে গ্রামবাসী নিকটবর্তী স্কুলে আশ্রয় নেয়।

আশ্রয়স্থলে নারী-পুরুষদের থাকার জন্য আলাদা কোন ব্যবস্থা নেই। উপচেপড়া ভীড় ও কোণঠাসা পরিস্থিতিতে নারী পুরুষ উভয়কেই একই ছাদের নীচে অবস্থান নিতে হয়েছিল। সেই অবস্থায় আয়েশার নানী ছিলেন তার একমাত্র সঙ্গী। এক সন্ধায় আয়েশার নানী তাকে খানিকটা সময়ের জন্য একা রেখে খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েছিল। এদিকে আয়েশাকে একা পেয়ে স্কুল ভবনের অন্ধকার সিড়ির নিচে তাকে ধর্ষন করে তার গ্রামেরই এক যুবক। আয়েশা এ ধরনের সহিংসতা সম্পর্কে কখনো অবগত ছিল না। তাই সে ঘটনাটি কারো কাছে ব্যাখ্যা করতে পারে না, এমনকি তার নানীকেও ওইদিন কিছুই জানায় না।

পরের দিন সকালে একজন প্রতিবেশীর (স্থানীয় সংস্থার নারী স্বেচ্ছাসেবক) কাছে আয়েশার আচরণ সন্দেহজনক মনে হয় এবং তিনি তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ঘটনাটি বোঝার সাথে সাথে তিনি তা নারী প্রধান স্থানীয় সংগঠনকে জানান। তাৎক্ষনিক ভাবে সেই সংগঠন পুলিশকে খবর দেয় এবং ধর্ষকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। তদন্ত অনুসারে জানা গেছে ধর্ষনকারী আয়েশার গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা, তার বাবা একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং গ্রামের স্কুল শিক্ষক হিসাবে কর্মরত আছেন। ধর্ষনকারীকে তৎক্ষণাৎ থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। স্থানীয় সংগঠন আয়েশার বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য জনগণকে আশ্বাস দিয়েছে।

ধর্ষনের ঘটনাটি জানাজানি হওয়ার পর সকল বাবা-মা যারা তাদের কন্যা সন্তানদের নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান নিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তারা সেই স্থান ছেড়ে দ্রুত চলে আসে এবং জলাবদ্ধ অবস্থায় ঘরের ভেতর, টিনের চালায় বাকি দিনগুলো অতিবাহিত করে।

তথ্য সংগ্রহ: লায়লা সুমাইয়া, কমিউনিকেশন প্রফেশনাল, খ্রিস্টিয়ান এইড বাংলাদেশ
স্থান: কুড়িগ্রাম

হয়রানি এবং দায়িত্ববোধ নিয়ে কুইজ-১

- আপনি যদি দেখেন যে, আপনার সুপারভাইজর (Supervisor) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কোন ব্যক্তিকে অসৌজন্যমূলকভাবে স্পর্শ করেছে, তখন আপনি কি করবেন?

১. কিছুই করব না। কারণ তিনি আমার সুপারভাইজর ।
২. সুপারভাইজরের সঙ্গে কথা বলব এবং আমার অনুভূতি তাকে জানাবে।
৩. উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

- আপনি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মানুষদের সম্ভাব্য নির্যাতনের শিকার হওয়ার তথ্য আপনার সুপারভাইজরকে প্রদান করেছেন। এবং আপনার মনে হচ্ছে তিনি এটি গুরুত্বের সঙ্গে নিচ্ছেন না। তখন আপনি কি করবেন?

১. কিছু করব না। কারণ যেহেতু সুপারভাইজর আমার থেকে বিষয়টি ভালোভাবে জানেন।
২. যেহেতু এটি আমার বিষয় নয় তাই আমি এটি এড়িয়ে যাবো।
৩. সম্ভাব্য ভুক্তভোগীর সঙ্গে কথা বলে তাকে সতর্ক করার চেষ্টা করব।
৪. উদ্ধর্তন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব।

হয়রানি এবং দায়িত্ববোধ নিয়ে কুইজ-২

- কোন বিবৃতিটা সত্য

১. আশ্রয়কেন্দ্রে স্ত্রীর সঙ্গে জোরপূর্বক যৌন মিলন কোন নির্যাতন নয়।
২. আশ্রয়কেন্দ্রে স্ত্রীর সঙ্গে জোরপূর্বক যৌন মিলন একটি যৌন নির্যাতন ।

- শারীরিক নির্যাতন, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন এবং অবহেলা এসবগুলোই নির্যাতন। কিন্তু এগুলো ছাড়াও অন্য আরেকটি নির্যাতন রয়েছে। সেটি কি?

১. সামাজিক
২. মানসিক
৩. ব্যক্তিগত

- উপকারভোগী কিংবা আপনার সহকর্মীর শরীরের কোন ক্ষত চিহ্নটি আপনাকে বিচলিত বা উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে?

১. হাতের উপরের অংশে অথবা উরুর চারপাশে
২. শরীরের নরম অংশে, যেমন পাকস্থলীর চারপাশে

হয়রানি এবং দায়িত্ববোধ নিয়ে কুইজ-৩

- সম্ভাব্য ক্ষতি থেকে সহকর্মী এবং কমিউনিটির মানুষদের রক্ষা করার দায়িত্ব কার?

১. সামাজিক সেবা প্রদানকারীর
২. পরিবার
৩. কমিউনিটি
৪. প্রতিষ্ঠান

- জাতিসংঘের কোন কনভেনশনটি নারীদের সকল ধরনের সহিংসতা থেকে রক্ষা করার জন্য গৃহীত হয়েছে।

১. সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮)
২. নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৫২)
৩. নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ সংক্রান্ত ঘোষণা (১৯৯৩)

নারীর সুরক্ষা সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক আইনসমুহ

- সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা (১৯৪৮)
- নারীর রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৫২)
- নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৯৬৬)
- অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি (১৯৬৬)
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত ঘোষণা (১৯৬৭)
- জরুরী অবস্থায় এবং সশস্ত্র সংঘাতের সময় নারী ও শিশুদের রক্ষা সংক্রান্ত ঘোষণা (১৯৭৪)
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত কনভেনশন (১৯৭৯)
- নারীর প্রতি সহিংসতা বিলোপ সংক্রান্ত ঘোষণা (১৯৯৩)

নারীদের যে কোন ধরনের নির্যাতন থেকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য মান নির্ধারণ

নারীদের বিভিন্ন ধরনের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মানবিক সহযোগিতা প্রদানকারী সংগঠনসমূহ আমাদের সরকারের গৃহীত সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি বিধান তাদের কার্যক্রমে অর্ন্তভূক্ত করেছে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো মানবিক সহায়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের চলমান কার্যক্রমে নারীর প্রতি সহিংসতা মোকাবেলার সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং কোন নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে তা কার্যকর ও দ্রুততার সাথে সমাধান করার পদ্ধতি এবং উপায়সমূহ নির্ধারণ ও অনুশীলন করা।

উদ্বেগ এবং অভিযোগ মোকাবেলার গুরুত্বপুর্ণ পদক্ষেপসমূহ

১) সঠিক এবং প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সহকর্মীর নিকট প্রতিবেদন জমা দেয়া/রিপোর্ট করা
নিম্নের ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে রিপোর্ট করার প্রয়োজনীয়তা হয়:

- নির্যাতনের ঘটনা দেখা বা সন্দেহ করা।
- নির্যাতনের অভিযোগ উঠলে/তৈরি হলে।
- কেউ নির্যাতনের ঘটনা প্রকাশ করলে

২) গোপনীয়তা বজায় রাখা
৩) অনুসন্ধান
৪) অনুসন্ধানের জন্য দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ
৫) নির্যাতনের শিকার ব্যক্তির জন্য সুরক্ষা এবং নিরাপদে থাকার জন্য সহযোগীতা করা।
৬) প্রতিষ্ঠানের আচরণ বিধি এবং শাস্তিপ্রদানের প্রক্রিয়া অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য পদক্ষেপসমূহ

- নিয়োগ প্রদানের পূর্বে সুপারিশকারী ব্যক্তির কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নেয়া।
- প্রতিষ্ঠানের আচরণ বিধি, নিরাপত্তা নীতি এবং কর্মকর্তা,সহযোগী সংগঠন, পরামর্শদাতা ও পণ্য ও উপকরণ সরবরাহকারীদের কাছে প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ কি সে বিষয়সমূহের সঙ্গে নতুন সহকর্মীদের পরিচিতি করানো।
- মানবিক নীতিসমূহের বিষয়ে ধারণা দেয়া
- মানসম্পন্ন অন্তর্ভূক্তির বিষয়ে ধারণা দেয়া।

প্রেক্ষাপট অনুশীলন

দুর্যোগ পরিস্থিতি থেকে এটি স্পষ্ট যে, জীবিকার মাধ্যমসমূহ নষ্ট হওয়া, বাস্তুচ্যুতি, সম্পদ বিনষ্ট হওয়া এবং পরিবারিক নিরপত্তার ঘাটতি নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। একটি সামাজিক সংগঠনের নির্বাহী পরিচালকের কাছে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এবং নতুন বিয়ে হয়েছে এমন একজন নারীর স্বামী অনানুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ করেছে যে, তার স্ত্রীর পুরুষ সহকর্মী তাদের জন্য স্থানীয় বিদ্যালয়ে অস্থায়ী থাকার ব্যবস্থা করেছে। এই থাকার জায়গাটিতে আলোসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা নেই। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে প্রতিষ্ঠানের পুরুষ কর্মকর্তাটি একদিন রাতে নব বিবাহিতা নারীকে যৌন হয়রানি করেছে।

- প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য সামাজিক সংগঠনটি এবং এর প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী কর্মকর্তার ভূমিকা কি হবে?

মডিউল ৫: নারী-পুরুষ সাম্য, দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি কৌশল ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকসমূহ

মডিউলের লক্ষ্য:
শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও ফলাফল: অংশগ্রহণকারীরা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক নীতিমালা বুঝতে পারবে এবং এর সাথে সংযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে। এছাড়াও কিভাবে বৈশ্বিক নীতিমালাগুলো জাতীয় নীতির মাধ্যমে স্থানীয় স্তরে সংযুক্ত হয়ে তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে ধারনা পাবে।

এই মডিউলে যা যা আছে:

৫.১ প্রারম্ভিক আলোচনা: টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং **জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন** (Climate Change Adaptation-CCA)

৫.২ নারী উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) **এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন** (Climate Change Adaptation-CCA) **সম্পর্কিত মুলনীতিসমুহ: বৈশ্বিক প্রেক্ষিত**

৫.২.১ নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দুরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন (The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW)
৫.২.২ সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)
৫.২.৩ ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (The United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC)
৫.২.৪ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি (২০১৫)
৫.২.৫ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (Sustaniable Development Goal)

৫.৩ নারী উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) **এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন** (Climate Change Adaptation-CCA) **সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ের মুলনীতিসমুহ**

৫.৩.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (National Women Development Policy-2011)
৫.৩.২ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (National Plan for disaster management-NPDM 2016-2020)
৫.৩.৩ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (National Desaster Management Act-2012)
৫.৩.৪ স্টাডিং অডারস অন ডিজাস্টার (Standing Orders on Disasters-SOD)
৫.৩.৫ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশান প্লান (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP)।
৫.৩.৬ ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (২০০৫/২০০৯) Bangladesh: National Adaptation Programme of Action - NAPA (২০০৫/২০০৯) NAPA/NAP
৫.৩.৭ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার এ্যাকশান প্লান (Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan-BCCGAP, 2013)

৫.৪ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) **এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন** (Climate Change Adaptation-CCA) **সম্পর্কে মুল প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব এবং ভুমিকা: জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে**

৫.৪.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুর্নবাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Disaster Management and Relief-MODMR) এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ (Department of Disaster Management-DDM)
৫.৪.২ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো (Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoECC) and its associated agencies-BCCT, DOE, DoF)
৫.৪.৩ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা (Role of Ministry of Women and Children's Affairs-MoWCA)

৫.৪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) সম্পর্কে মুল প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব এবং ভূমিকা: জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে

৫.৪.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুর্নবাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Disaster Management and Relief-MODMR) এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ (Department of Disaster Management-DDM)

৫.৪.২ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো (Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoECC) and its associated agencies-BCCT, DOE, DoF)

৫.৪.৩ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা (Role of Ministry of Women and Children's Affairs-MoWCA)

অধিবেশন পরিচালনা নির্দেশিকা

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	সময়	কার্যকলাপ	শিক্ষণের পদ্ধতি	উপকরণ
দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি কৌশল	২ টি স্লাইড	১৫ মিনিট	মডিউলের লক্ষ্য, ভূমিকা এবং শিক্ষণের ফলাফল	স্লাইডগুলির আলোচনা	ল্যাপটপ এবং প্রজেক্টর
নারী উন্নয়নের সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এর আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণ	৩ টি স্লাইড দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA)-কে কার্যকর ভাবে বুঝতে সক্ষম করবে	৩০ মিনিট	প্লেনারী সেশনে আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীদের প্রাথমিক ধারণা আছে কি না তা পরিক্ষা করুন	হ্যান্ডআউট এবং আলোচনার স্লাইড, পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা	ল্যাপটপ এবং প্রজেক্টর
নারী উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন এবং প্রশমন বিষয়ক আন্তর্জাতিক নীতি কৌশল উপস্থাপনা	৪ টি স্লাইড	৩০ মিনিট	এই আন্তর্জাতিক নীতিগুলি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া যা দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA)-কে অর্ন্তভূক্ত করে	হ্যান্ডআউট ও আলোচনার স্লাইড এবং পারস্পরিক আলোচনা, পোস্টার প্রদর্শনের মাধ্যমে আলোচনা	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার পেন

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	সময়	কার্যকলাপ	শিক্ষণের পদ্ধতি	উপকরণ
জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, এবং জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন ও প্রশমন সম্পর্কিত নীতি কৌশল আলোচনা	৬ টি স্লাইড এই বিষয়গুলি নিয়ে সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছে তা পুরোপুরি ভাবে বোঝার জন্য SOD, BCCGAP Ges BCCSAP কে বুঝার কাজকে সহজ করবে	৩০ মিনিট	পরামর্শ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে বাংলাদেশ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation -CCA) মোকাবেলার পদক্ষেপ নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করা	স্লাইড সহ উপস্থাপনা, দলীয় অনুশীলন	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার পেন
নারী উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন সম্পর্কিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ	৬ টি স্লাইড কার্যকর ভাবে এজেন্সিগুলো বুঝতে সক্ষম করে, বিশেষত MODMR, MoECC, DDM ইত্যাদি।	৬০ মিনিট	মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগের ভূমিকা ও দায়িত্ব এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction -DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA)- সম্পর্কিত সমস্যাগুলি সমাধান করতে তারা কি ধরনের কাজ করছে তা ব্যাখ্যা করা	হ্যান্ডআউট, পোস্টার এবং স্লাইড গুলো নিয়ে পারস্পরিক আলোচনা	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপ চার্ট এবং মার্কার পেন

৫.১ প্রারম্ভিক আলোচনা: টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA)

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের মূলনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বন্যা, খরা ও অন্যান্য দুর্যোগে কি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয় বা হতে পারে সে সম্পর্কে 'দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস' বিশদ ধারনা প্রদান করে। এটি এমন একটি কার্যকরী কৌশল যার মাধ্যমে মূলত দুর্যোগ ঝুঁকি ও বিপন্নতার মাত্রাকে কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। এটি একই সাথে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। অপর দিকে, জলবায়ু পরিবর্তন হলো এমন একটি বিষয় যা বিভিন্ন খাত, জনগোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন হলো জলবায়ুর পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে মানুষের বিদ্যমান জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা মানিয়ে নেওয়া (Saha, S. Ali, M. Haque, N. Jonson, G. 2014)।

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA)-এর উদ্দেশ্য হলো চলমান উন্নয়নে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস করা এবং ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা করা যাতে এটিকে সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারা যায়। (Saha, S. Ali, M. Haque, N. Jonson, G. 2014)

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) কি?

'দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস' (Disasters Risk Reduction-DRR) এমন একটি ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- ভূমিকম্প, বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড় ও অন্যান্য দুর্যোগের ফলে সংঘটিত ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাকে কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। এতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কৌশল, দুর্যোগে ক্ষতি কমিয়ে আনা ও পূর্বপ্রস্তুতি গ্রহণ কৌশল বিশদভাবে বর্ণিত থাকে, তাছাড়া এটি টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা পালন করে (UNDRR, 2019)। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) সমাজের প্রতিটি অবস্থানের সাথে মিশে রয়েছে, এছাড়া এটি সরকারের কাঠামো এবং বেসরকারী খাতের সাথেও সম্পৃক্ত রয়েছে (UNDRR, 2019)।

চিত্র ২৪: গ্রামীন অবকাঠামো, রাস্তা উন্নয়নে বাংলাদেশের নারীরা একসাথে কাজ করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) কি?

'জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন' (Climate Change Adaptation-CCA) জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন হলো এমন এক ধরনের কার্যক্রম যা জলবায়ু পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করে। (Save the Children, 2015)। এ বিষয়ে একটি বিস্তৃত ধারণা বিদ্যমান, এটি পরিবর্তিত বৃষ্টিপাত, সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, মৌসুমী রোগ বালাই, জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হওয়া এবং পরিবর্তিত ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে মানিয়ে চলতে সহায়তা করে (Dale Dominey Howes, 2011)।

চিত্র ২৫: উপকূলীয় এলাকায় নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে সৃষ্ট লবণাক্ততার সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য কাজ করছেন।

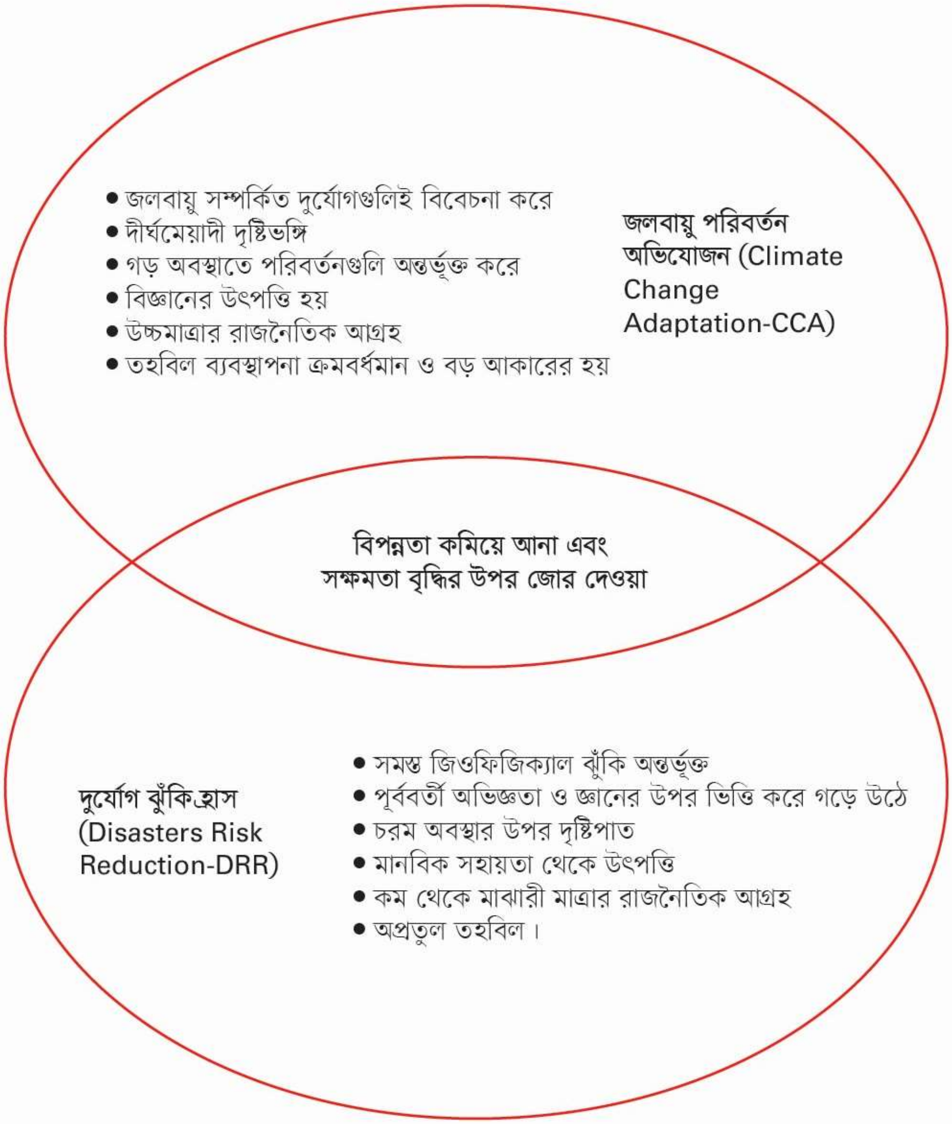

চিত্র ২৬: ডিআরআর এবং সিসিএ'র সদৃশ্য ও বৈসদৃশ্যগুলো

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন পারস্পরিকভাবে আলাদা নয় বরং একে অপরের উপর নির্ভরশীল। জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) প্রকল্প অন্য যে কোনও প্রকল্পের মতোই প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে তাই ঈঈঅ প্রকল্পের বিনিয়োগ রক্ষার্থে উজজ এর সমন্বয় দরকার। বৈশ্বিক উষ্ণতা অব্যাহত থাকায় ভবিষ্যতে অপ্রত্যাশিতভাবে কি ঘটতে পারে তার বিষয়টি বিবেচনায় রাখার চেষ্টা করতে হবে (Save the Children, 2015)।

টেকসই উন্নয়নের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (DRR) ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (CCA) ধারণাকে একত্রীকরণ:
দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) উভয়েরই উদ্দেশ্য হলো ঝুঁকির কারণগুলোকেহ্রাস করা এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়তা করা। প্রচলিতভাবে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনের সিসিএ- পানি, কৃষি, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদির পরিবেশগত অবনতির বিভিন্ন দিককে মোকাবেলা করা এবং পূর্ব সতর্কতার জন্য নতুন কৌশল অবলম্বন করা (Rajeshk, MallRavindrra K, Srirastava Tirthakar Banerjee, Om Prakash Mishra, Diva Bhatt Geetika Sonkar, 2019)।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA)-এর সংযুক্তিকরণ

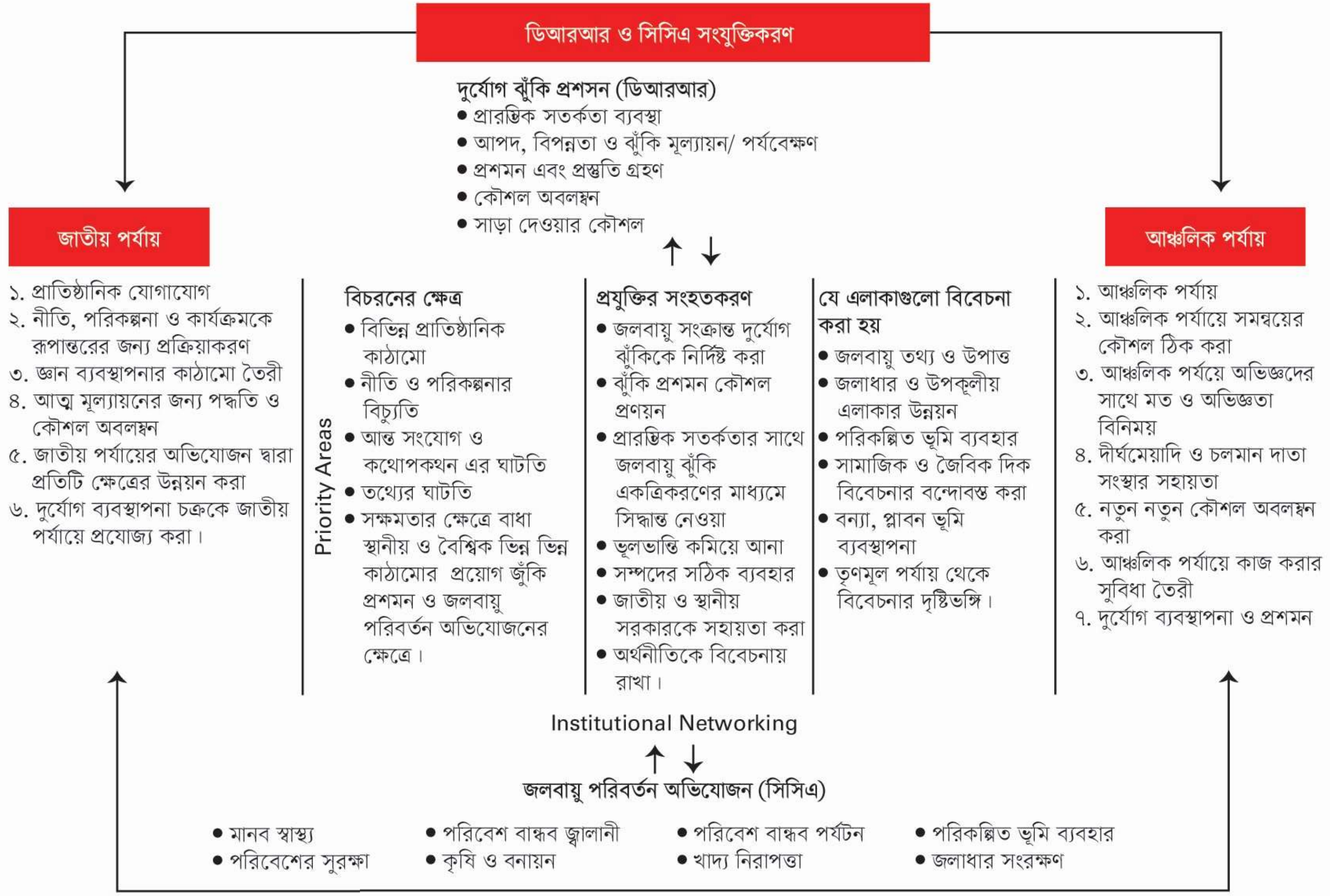

চিত্র ২৭: দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের পূর্ণাঙ্গ ধারণা চিত্র (Springer link 2019 4)

৫.২ নারী উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) সম্পর্কিত মুলনীতিসমুহ: বৈশ্বিক প্রেক্ষিত

৫.২.১ নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দুরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন (The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW)

নারীদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CEDAW) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৯ সনে আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসেবে গৃহীত হয়। নারীদের অধিকারের এই বিল ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৮৯টি দেশ কর্তৃক এটি অনুমোদিত হয়েছে। এটি ৩০টি অনুচ্ছেদসহ ছয়টি অংশে বিভক্ত।

CEDAW-তে উল্লেখ করা আছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ নারীকে মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত করে। ২০০৯ সাল থেকে ঈউউঅড জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাগুলিতে জেণ্ডার প্রতিক্রিয়াশীল (gender responsive), লোকজ জ্ঞান এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

জাতিসংঘের ঈউউঅড কমিটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস এবং লিঙ্গ (gender) সম্পর্কিত বিষয়াদি সাধারণ সুপারিশ নং ৩৭-এ গ্রহণ করেছে।

চিত্র ২৮: নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কমিটির লোগো (CEDAW)

নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কমিটি (CEDAW) জলবায়ুতে পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) এবং অন্যান্য বৈশ্বিক ও জাতীয় নীতিমালা এবং উদ্যোগসমূহে জেন্ডার বিষয়টির (gender perspective) অনুপস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ঈউউঅড প্রধান দলগুলির পরীক্ষার রিপোর্ট থেকে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তন নারী ও পুরুষকে একই ভাবে প্রভাবিত করে না বরং লিঙ্গ ভেদ (gender-differentiated impact) প্রভাব ফেলে। যাই হোক, নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের অসহায় শিকার নয় বরং তারা শক্তিশালী এজেন্ট। সকল স্টেকহোল্ডারকে নিশ্চিত করা উচিত যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পদক্ষেপগুলি লিঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল, লোকজ জ্ঞান ব্যবস্থার প্রতি সংবেদনশীল এবং মানবাধিকারকে সম্মান করবে। জলবায়ু পরিবর্তন নীতি ও কর্মসূচীতে (ইডএসএইচআর, ২০১৫) সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত হওয়া উচিত।

৫.২.১ নারীদের প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দুরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন (The Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women-CEDAW)

নারীদের প্রতি বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কনভেনশন (CEDAW) জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৭৯ সনে আন্তর্জাতিক চুক্তি হিসেবে গৃহীত হয়। নারীদের অধিকারের এই বিল ১৯৮১ সালের ৩ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ১৮৯টি দেশ কর্তৃক এটি অনুমোদিত হয়েছে। এটি ৩০টি অনুচ্ছেদসহ ছয়টি অংশে বিভক্ত।

ঈউউঅড-তে উল্লেখ করা আছে যে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ নারীকে মারাত্মক ভাবে প্রভাবিত করে। ২০০৯ সাল থেকে CEDAW জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাগুলিতে জেণ্ডার প্রতিক্রিয়াশীল (gender responsive), লোকজ জ্ঞান এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

জাতিসংঘের CEDAW কমিটি জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস এবং লিঙ্গ (gender) সম্পর্কিত বিষয়াদি সাধারণ সুপারিশ নং ৩৭-এ গ্রহণ করেছে।

নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ সম্পর্কিত কমিটি (CEDAW) জলবায়ুতে পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) এবং অন্যান্য বৈশ্বিক ও জাতীয় নীতিমালা এবং উদ্যোগসমূহে জেন্ডার বিষয়টির (gender perspective) অনুপস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। CEDAW প্রধান দলগুলির পরীক্ষার রিপোর্ট থেকে স্পষ্টতই দেখা যায় যে, জলবায়ু পরিবর্তন নারী ও পুরুষকে একই ভাবে প্রভাবিত করে না বরং লিঙ্গ ভেদ (gender-differentiated impact) প্রভাব ফেলে। যাই হোক, নারীরা জলবায়ু পরিবর্তনের অসহায় শিকার নয় বরং তারা

শক্তিশালী এজেন্ট। সকল ষ্টেকহোল্ডারকে নিশ্চিত করা উচিত যে জলবায়ু পরিবর্তন এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস পদক্ষেপগুলি লিঙ্গ প্রতিক্রিয়াশীল, লোকজ জ্ঞান ব্যবস্থার প্রতি সংবেদনশীল এবং মানবাধিকারকে সম্মান করবে। জলবায়ু পরিবর্তন নীতি ও কর্মসূচীতে (ইউএসএইচআর, ২০১৫) সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর অধিকার নিশ্চিত হওয়া উচিত।

৫.২.২ সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই ফ্রেমওয়াক ২০১৫-২০৩০

- জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রসমূহ দ্বারা গৃহীত
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সম্পর্কিত তৃতীয় ইউএন ওয়ার্ল্ড করফারেন্স (Third UN World Conference on Disaster Risk Reduction) হয়েছিল ১৮ই মার্চ ২০১৫ সালে।
- জাপানের মিয়াগি প্রদেশের সেন্দাই শহরে।

২০১৫ সালের পরবর্তী উন্নয়ন এজেন্ডার পরেই সেন্ডাই চুক্তি হল সর্বপ্রথম বৃহৎ চুক্তি

- এই কাজের জন্য চারটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়।
- ৩৮ টি সূচক আছে এই ফ্রেমওয়ার্কে
- সাতটি লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কর্মের জন্য চারটি অগ্রাধিকার:

অগ্রাধিকার ১- দুর্যোগ ঝুঁকি বোঝা

অগ্রাধিকার ২- দুর্যোগ ঝুঁকি পরিচালনা করতে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশাসনকে শক্তিশালী করা।

অগ্রাধিকার ৩- স্থিতিশীলতার জন্য দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে বিনিয়োগ করা।

অগ্রাধিকার ৪- কার্যকরভাবে দুর্যোগকালীন সাড়া প্রদানে, পুনঃরুদ্ধার, পুনর্বাসন এবং পুনঃনির্মানের ক্ষেত্রে উন্নততর এবং দুর্যোগ প্রস্তুতি বাড়ানো।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের জন্য সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ২০১৫-২০৩০

প্রত্যাশিত ফলাফল

দুর্যোগ ঝুঁকি ও জীবন, জীবিকা এবং স্বাস্থ্যের ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস এবং ব্যক্তি, ব্যবসায়, সম্প্রদায় এবং দেশগুলির অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং পরিবেশগত সম্পদ রক্ষা

লক্ষ্য

নতুন ও বিদ্যমান বিপর্যয় জনিত ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে যা বিপদ সংকটপন্নতা এবং দুর্যোগের ঝুঁকিকে রোধ করে এবং অর্থনৈতিক, কাঠামোগত, আইনী, সামাজিক, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, পরিবেশগত, প্রযুক্তিগত রাজনৈতিক এবং প্রাতিষ্ঠানিক সহজ প্রয়োগের মাধ্যমে স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করা।

বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা

১) মৃত্যু হার
২) ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ
৩) সরাসরি অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতি
৪) স্বাস্থ্য সুবিধা ও শিক্ষা উপকরনের ক্ষয়ক্ষতি
৫) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল
৬) উন্নয়নশীল দেশকে সহায়তা করা
৭) প্রারম্ভিক সর্তকীকরণের তথ্য পাওয়ার সুবিধা

অগ্রাধিকার ভিত্তিক কর্মকান্ড

জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে এবং বৈশ্বিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে

অগ্রাধিকার-১	অগ্রাধিকার-২	অগ্রাধিকার-৩	অগ্রাধিকার-৪
দুর্যোগ ঝুঁকি অনুধাবন করা	দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা সরকারকে দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা	দুর্যোগ ঝুঁকি কমানো এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগ করা	কার্যকর প্রতিক্রিয়ার জন্য এবং পুনর্বাসন পুনঃনির্মানে আরও ভাল করার জন্য দুর্যোগ প্রস্তুতি বৃদ্ধি করা

স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা

সুশীল সমাজ, স্বেচ্ছাসেবক, স্থানীয় জনগোষ্ঠী (নারী, শিশু, যুব-যুবা এবং শারিরীক প্রতিবন্ধি)	শিক্ষক, বিজ্ঞানী, গবেষক ও অন্যান্য মাধ্যম	পেশাজীবি, ব্যবসায়ী এবং সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠান	গণমাধ্যম

আর্ন্তজাতিক সহযোগীতা এবং বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব

সাধারন বিবেচনা	বাস্তবায়নের মাধ্যমে	আর্ন্তজাতিক সংস্থা হতে সহায়তা	ক্রিয়াকলাপকে অনুসরণ

চিত্র ২৯: সেন্দাই কাঠামোর পুরো প্রক্রিয়াটিকে বৈশ্বিক লক্ষ্য মাত্রা সহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের ভূমিক চিত্রিত করে (Prevention)

৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা

৭টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা

কমিয়ে আনা	বৃদ্ধি করা
মৃত্যুহার বিশ্ব জনসংখ্যা ২০২০-২০৩০ গড় << ২০০৫-২০১৫ গড়	জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা ২০২০ সাল >> ২০১৫ সাল
ক্ষতিগ্রস্থ মানুষ বিশ্ব জনসংখ্যা ২০২০-২০৩০ গড় << ২০০৫-২০১৫ গড়	উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আর্ন্তজাতিক সহায়তা বৃদ্ধি ২০৩০ সাল >> ২০১৫ সাল
অর্থনৈতিক ক্ষতি বৈশ্বিক জিডিপি ২০৩০ আনুপাতিক << ২০১৫ আনুপাতিক	দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন তথ্য প্রারম্ভিক সতর্কতা তথ্য এবং বিবিধ বিপন্নতার তথ্য প্রদান ও মুল্যায়ন ২০৩০ সাল >> ২০১৫ সাল
সংকটপুর্ন অবকাঠামোর ক্ষতি এবং মুলপরিসেবা ব্যবহৃত হওয়া ২০৩০ মান << ২০১৫ সাল	

চিত্র ৩০: সেন্দাই কাঠামোর ৭ টি বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা যা দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে কাজ ২০১৫-২০৩০ (credit prevention web.net-2019)

সেন্দাই ফ্রেমওয়ার্ক এর লক্ষ্যমাত্রা এবং সূচকগুলি বিশেষত টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০-এর এজেন্ডায় যে সকল দুর্যোগ সম্পর্কিত লক্ষ্যসমূহ আছে তা পরিমাপে অবদান রাখে (United Nation Climate Change 2019)

এসডিজি-১ সর্বক্ষেত্রে দারিদ্র্য বিমোচন
এসডিজি-১১ শহর ও মানব বসতি অন্তর্ভূক্তমূলক নিরাপদ এবং স্থায়ীত্বশীল করা
এসডিজি-১৩ জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব গুলি মোকাবেলায় জরুরী পদক্ষেপ নেওয়া।

৫.২.৩ ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (The United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC)

সাধারন ভাষায়, জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তঃসরকার প্রচেষ্ঠার একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক কাঠামো সরবরাহ করে। আরও স্পষ্টভাবে বলা যায়, এটি একটি উদ্দেশ্য এবং নীতি প্রতিষ্ঠা করে।

চুড়ান্ত উদ্দেশ্য:

● অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী "কনভেনশনের চুড়ান্ত উদ্দেশ্য হল জলবায়ু ব্যবস্থার সাথে বিপদজনক গ্রীনহাউজ গ্যাসগুলির বায়ুমণ্ডলীয় ঘনত্বের স্থিতিশিলতা অর্জন করা" (Farrel, n.d.)।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC)

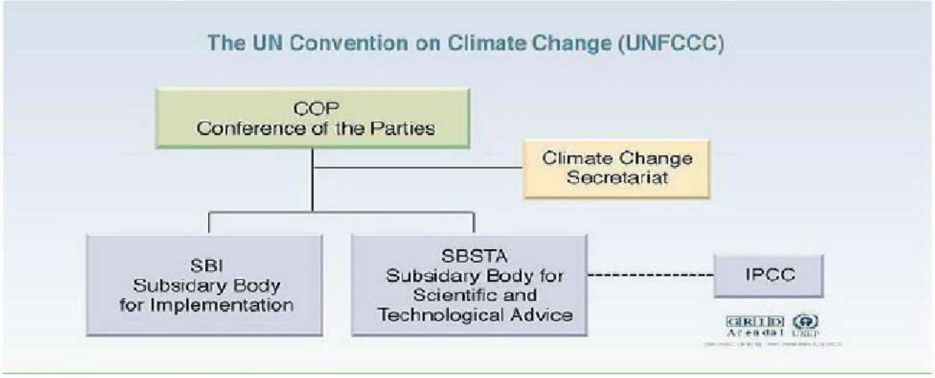

চিত্র ৩১: ইউএনএফসিসিসি কাঠামো (UNEP, 2019)[6]

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC)

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যানেল একটি শীর্ষ স্থানীয় আর্ন্তজাতিক সংস্থা যা জলবায়ু পরিবর্তনকে মূল্যায়ন করে। এটি ১৯৮৮ সালে জাতিসংঘের পরিবেশ প্রোগ্রাম (United Nations Environment Programme-UNEP) এবং বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থা (World Meteorological Organization-WMO) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য হল জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত গবেষণা ও জ্ঞানের বর্তমান অবস্থা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বকে একটি পরিস্কার বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা (আইপিসিসি ২০১৯)।

● একই বছর জাতিসংঘের সাধারন পরিষদ ওচঈঈ (যা যৌথভাবে প্রতিষ্ঠিত WMO ও UNEP-র দ্বারা গৃহীত) পদক্ষেপের অনুমোদন দেয়।

● আন্তঃসরকারী সংস্থা হিসেবে IPCC-র সদস্যপদ জাতিসংঘের সকল সদস্যদেশ (UN) এবং WMO-র জন্য উন্মুক্ত।

প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো

IPCC **এবং** UNFCCC **প্রতিষ্ঠানিক কাঠামো:**

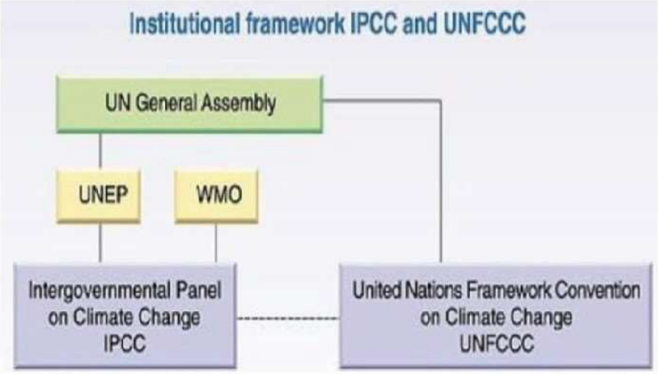

চিত্র ৩২: আইপিসিসি এবং ইউএনএফসিসিসি কাঠামো বিন্যাস (UN Environment 2019)

আইপিসিসি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তি নির্ভর কণ্ঠ হিসেবে বিবেচিত। এর মূল্যায়নসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (UNFCCC) এবং এর কিয়োটা প্রোটোকলের আলোচকদের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল (আইপিসিসি ২০১৯)।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যানেল (Intergovernmental Panel on Climate Change-IPCC) কাঠামো:

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যানেল (IPCC)

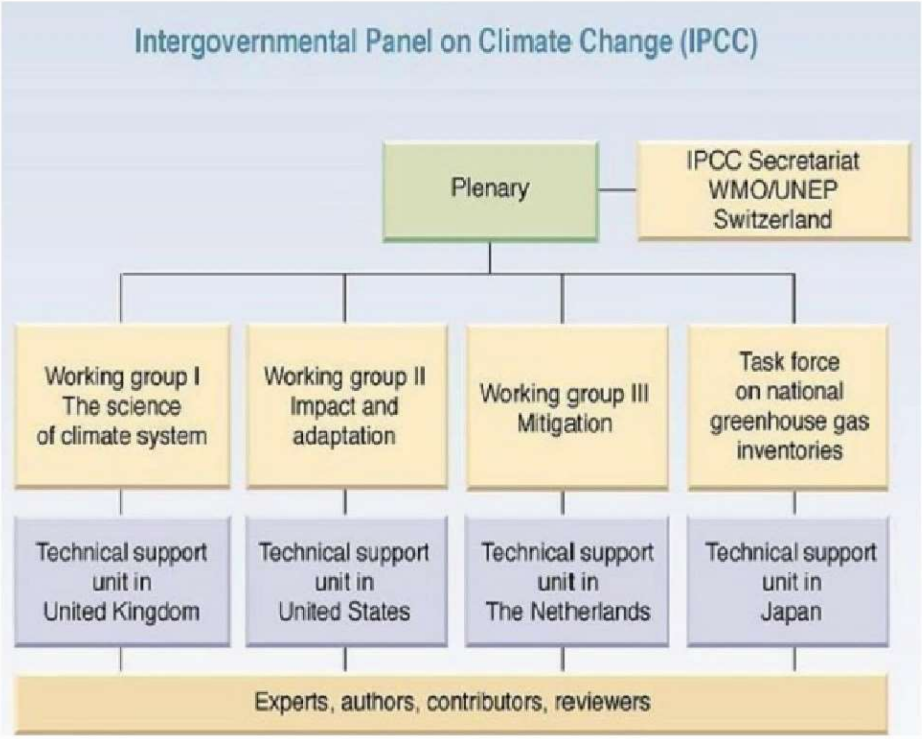

চিত্র ৩৩: জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তঃসরকারী প্যানেলের চিত্র তুলে ধরেছে (web warming, 2019 9)

৫.২.৪ প্যারিস জলবায়ু চুক্তি

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে 'প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে' (COP 21) ১৯৫টি দেশ বৈশ্বিক জলবায়ু চুক্তিকে আইনী-বাধ্যতামূলকভাবে সর্বপ্রথম সার্বজনীনভাবে গ্রহণ করেছে। এই চুক্তিতে একটি বৈশ্বিক কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্যারিস চুক্তি আজকের নীতি এবং জলবায়ু নিরপেক্ষতার মধ্যে একটি সমঝোতা (European Commission, 2019)। প্যারিস চুক্তি- ৪ নভেম্বর ২০১৬ সালে কার্যকর হয়েছিল (ইউনাইটেড নেশন, জলবায়ু পরিবর্তন ২০১৯)।

চিত্র ৩৪: ইউএন এফসিসিসি পতাকার চিত্র

প্যারিস চুক্তিতে সর্বসম্মত বিষয়সমূহ:

- বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্প সময়ের তাপমাত্রা ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে রাখার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যে নির্ধারণ।
- তাপমাত্রা বৃদ্ধির পরিমাণ ১.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে সীমাবদ্ধ করার লক্ষ্যে নির্ধারণ করা হয়েছে, যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সমাজের দক্ষতা জোরদার করা।
- উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অভিযোজনের জন্য অব্যাহত আর্ন্তজাতিক সহায়তা সরবরাহ করা।

৫.২.৫ টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য (Sustaniable Development Goal)
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০১৬-২০৩০

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) হলো ভবিষ্যত আন্তর্জাতিক উন্নয়স সংক্রান্ত একগুচ্ছ লক্ষ্যমাত্রা।
- জাতিসংঘ লক্ষ্যগুলো প্রণয়ন করেছে এবং "টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক লক্ষ্যমাত্রা" হিসেবে লক্ষ্যগুলোকে প্রচার করেছে।
- এসব লক্ষ্য সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-কে প্রতিস্থাপন করেছে, যা ২০১৫ সালের শেষ নাগাদ মেয়াদোত্তীর্ণ হয়ে গেছে।
- SDGs-এর মেয়াদ ২০১৬ থেকে ২০৩০ সাল।

লক্ষ্যমাত্রাসমূহ

এতে মোট ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা ও ১৬৯টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক UN Sustainable Development Summit এ বিভিন্ন দেশের সরকার প্রধানদের আলোচনার মাধ্যমে এ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্মেলনের বিষয়বস্তু Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development। ২০১৫ সালের আগস্ট মাসে ১৯৩টি দেশ নিম্নোক্ত ১৭ লক্ষ্যমাত্রা বিষয়ে একমত হয়েছে: [১]

১. দারিদ্র্য বিমোচন ... সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্য নির্মূল করা।

২. ক্ষুধামুক্তি ... ক্ষুধামুক্তি, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টির লক্ষ্য অর্জন ও টেকসই কৃষি ব্যবস্থা চালু।

৩. সুস্বাস্থ্য ... স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সের সবার কল্যাণে কাজ করা।

৪. মানসম্মত শিক্ষা ... অন্তর্ভূক্তিমূলক ও সমতা-ভিত্তিক মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য আজীবন শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।

৫. লিঙ্গ সমতা ... লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সব নারী ও মেয়ের ক্ষমতায়ন করা।

৬. সুপেয় পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনব্যবস্থা ... সবার জন্য পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের সহজ প্রাপ্যতা ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।

৭. নবায়নযোগ্য ও ব্যয়সাধ্য জ্বালানী ... সবার জন্য ব্যয়সাধ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানী সুবিধা নিশ্চিত করা।

৮. কর্মসংস্থান ও অর্থনীতি ... সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী, অন্তর্ভূক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল ও উপযুক্ত কাজের সুবিধা নিশ্চিত করা।

৯. উদ্ভাবন ও উন্নত অবকাঠামো ... দীর্ঘস্থায়ী অবকাঠামো তৈরি করা, অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়ন করা এবং উদ্ভাবন উৎসাহিত করা।

১০. বৈষম্য হ্রাস ... দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় বৈষম্য হ্রাস করা।

১১. টেকসই নগর ও সম্প্রদায় ... নগর ও মানব বসতিগুলোকে অন্তর্ভূক্তিমূলক, নিরাপদ, দীর্ঘস্থায়ী ও টেকসই করে তোলা।

১২. সম্পদের দ্বায়িত্বপূর্ণ ব্যবহার ... টেকসই ভোগ ও উৎপাদন রীতি নিশ্চিত করা।

১৩. জলবায়ু বিষয়ে পদক্ষেপ ... জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

১৪. টেকসই মহাসাগর ... টেকসই উন্নয়নের জন্য মহাসাগর, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও সেগুলোর টেকসই ব্যবহার করা।

১৫. ভূমির টেকসই ব্যবহার ... পৃথিবীর ইকোসিস্টেমের সুরক্ষা, পুনর্বহাল ও টেকসই ব্যবহার করা, টেকসইভাবে বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণরোধ, ভূমি ক্ষয়রোধ ও বন্ধ করা এবং জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি রোধ করা।

১৬. শান্তি, ন্যায় বিচার ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান ... টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভূক্তিমূলক সমাজ তৈরি করা, সবার জন্য ন্যায় বিচারের সুযোগ প্রদান করা, এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিমূলক ও অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

১৭. টেকসই উন্নয়নের জন্য অংশীদারত্ব ... বাস্তবায়নের উপায়গুলো জোরদার করা এবং টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব পুনর্জীবিত করা।

৫.৩ নারী উন্নয়ন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন (Climate Change Adaptation-CCA) সম্পর্কিত জাতীয় পর্যায়ের মুলনীতিসমুহ

৫.৩.১ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি (National Women Development Policy-2011)

নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষ শাসিত সমাজ ব্যবস্থার ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমণ্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত। গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। এর প্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিচালিত বর্তমান সরকার নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে এবং নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন করা হয়। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুচ্ছেদসহ তিনটি ভাগে বিভক্ত।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা:

অনুচ্ছেদ ৩৭: দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা

৩৭.১ দুর্যোগ পূর্ববর্তী সময়ে নারী ও কন্যা শিশুদের সার্বিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও কার্যক্রমের মাধ্যমে দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৭.২ নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও শিশুর পুনর্বাসন করা।

৩৭.৩ দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা।

৩৭.৪ দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকরণের প্রাপ্যতা ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩৭.৫ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থা মোকাবেলায় নারীদের বিপদ কাটিয়ে ওঠার ক্ষমতার উপর গুরুত্ব দিয়ে বস্তুগত সাহায্যের পাশাপাশি নারীর প্রয়োজনীয় মনো-সামাজিক সহায়তা প্রদান করা।

৩৭.৬ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমকে আরো নারী-বান্ধব করা এবং সুরক্ষার জন্য কর্মকৌশল প্রবর্তন করা।

৩৭.৭ দুর্যোগকালীন জরুরি অবস্থায় খাদ্য বিতরণ কার্যক্রম যেন নারীর চাহিদা পূরণ করতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩৭.৮ দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় খাদ্যের পাশাপাশি নারীর স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা।

৩৭.৯ গর্ভবতী ও প্রসূতি এবং নবজাতকদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, যেমন ব্রেষ্ট ফিডিং কর্ণার রাখা।

৩৭.১০ দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী যে কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ে বসবাস করে, উক্ত কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের সদস্যদেরকে দুর্দশাগ্রস্ত নারীর কল্যাণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা।

৫.৩.২ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (National Plan for disaster management-NPDM 2016-2020)

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০ প্রণীত হয়েছে। পুর্ববর্তী জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ২০১০-১৫ এর সাফল্য ও বাস্তবায়নের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমান জাতীয় ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২-কে বিবেচনায় নিয়ে উক্ত পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০ এর লক্ষ্য

অধিকতর সুরক্ষিত ও জলবায়ু সহনশীল সমাজ নির্মাণের জন্য বিদ্যমান দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২ এর বাস্তবায়নের গাইডেন্স করা ও সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ফ্রেমওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা।

উক্ত পরিকল্পনার তিনটি মুললক্ষ্য রয়েছে-

- জীবন-মাল রক্ষা করা
- বিনিয়োগের সুরক্ষা
- কার্যকরী উদ্ধার কার্য

নারী ও জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০

পূর্বের পরিকল্পনাতে জেন্ডার বিষয় একিভূত না থাকা এবং দুর্যোগের প্রভাবে নারীদের বিপদাপন্নতার বিষয়টি দুর্বলভাবে অনুধাবন করার বিষয়টি বর্তমান পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীদের অবদানকে যে

হেয় করে দেখা হত সে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যারা শারীরিকভাবে অক্ষম, নারী, তরুন প্রজন্ম এবং শিশুদের এবং বেসরকারী খাতের অবদানকে ও নেতৃত্বকে প্রাধান্য দিয়ে অন্তর্ভূক্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৩.৩ জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (National Desaster Management Act-2012)
জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইনটি ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২/০৯ আশ্বিন, ১৪১৯ 'বাংলাদেশ গেজেট' এর অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত।

সামগ্রিক উদ্দেশ্য:
দুর্যোগ মোকাবেলা বিষয়ক কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করা এবং সকল ধরনের দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন।

যেহেতু দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষতিকর প্রভাব সহনীয় পর্যায়ে আনিয়া সার্বিক দুর্যোগ লাঘব করা, দুর্যোগ পরবর্তী পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন কর্মসূচি অধিকতর দক্ষতার সাথে পরিচালনা করা, দুর্দশাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান করা এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কার্যক্রমকে সমন্বিত, লক্ষ্যভিত্তিক ও শক্তিশালী করাসহ দুর্যোগ মোকাবেলায় কার্যকর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়িয়া তুলিবার নিমিত্ত বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

৫.৩.৪ স্ট্যান্ডিং অর্ডারস অন ডিজাস্টার (Standing Orders on Disasters-SOD)

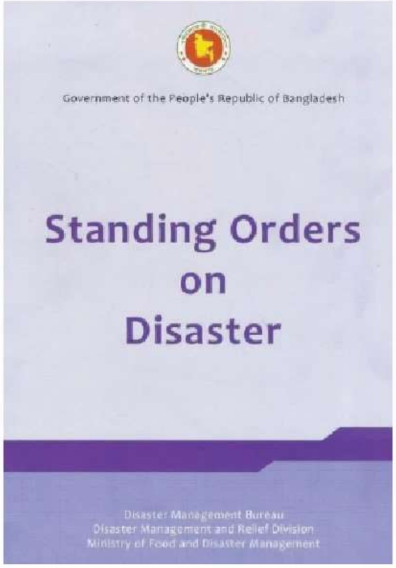

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরী ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জড়িত কমিটি, মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সংস্থার ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে Standing Orders on Disaster (SOD) বর্ণনা করে। এটি বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল বাস্তবায়নের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে (Arjumand Habib, Md. Shahidullah and Dilder Ahmed)

বিপর্যয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজে বাংলাদেশের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগ এবং এজেন্সিগুলি তাদের নিজস্ব কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা, থানা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম পর্যায়ে নিযুক্ত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং এর ফলে তারা উদ্ধার কাজ, স্থানান্তর এবং ত্রাণে সহায়তা করতে পারবে।

জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল (এনডিএমসি) আন্তঃমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি, (আইএমডিএমসিসি) এবং দুর্যোগ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কিত মন্ত্রিসভা কমিটি জাতীয় পর্যায়ে (স্থায়ী আদেশ) ১৩-এ দুর্যোগ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

জাতীয় পর্যায়ে তিনটি উল্লেখযোগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা ঘটেছে
১) ২০০৪ সালের বন্যা
২) ২০০৭ সালের বন্যা
৩) ২০০৭ সালের ঘূর্ণিঝড় সিডর
২০০৪ সালের বন্যার ফলস্বরূপ "বাংলাদেশে বন্যার ঝুঁকি হ্রাসের বিকল্প" শীর্ষক জাতীয় কর্মশালার ফলাফল থেকে দেখা হয় কেবল বন্যার ঝুঁকিই নয়, সামগ্রীকভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবেলা করেছে (Ahsan Zakir 2010)

৫.৩.৫ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ স্ট্রাটেজি এন্ড এ্যাকশান প্লান (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP)
বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP) একটি জ্ঞান কৌশল যা জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচীর (২০০৫) আলোকে নির্মিত। এটি ছয়টি

কৌশলগত ক্ষেত্র যেমন- খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য, ব্যাপক পরিসরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, অবকাঠামো, গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, প্রশমন এবং কম কার্বন নিঃসরণ, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি। এই ছয়টি কৌশল স্বল্প, মাঝারি ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ৪৪টি কর্মসূচী নির্ধারণ করা হয়েছে (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-BCCSAP)।

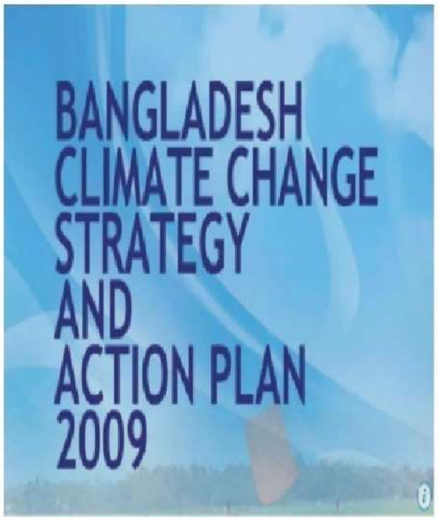

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্মপরিকল্পনা (২০০৯) জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে দেশের প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

উদ্দেশ্যসমুহ (BCCSAP):
বালি কর্মপরিকল্পনায় চারটি বিষয় (অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং নতুন ও অতিরিক্ত তহবিলের সময়মত প্রবাহ) যা কাঠামোর মধ্যে দারিদ্র্য জলবায়ু নির্ভরশীল দেশসমূহের কল্যাণে, নিম্নমাত্রার কার্বন নিঃসরনের জন্য একটি কৌশল প্রণয়ন করে। এই কৌশল প্রণয়নের মাধ্যমে খাদ্য, শক্তি, নিরাপদ পানি, জীবিকা এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা পাবে (আইইউসিএন ২০১১)।

ছয়টি থিমেটিক স্তম্ভ:
২০০৯ সালে BCCSAP প্রকাশিত হয়। এর মোট ছয়টি স্তম্ভ রয়েছে।

১। খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য: নারী, শিশুসহ দরিদ্রতম এবং সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা নিশ্চিত করা।
২। ব্যাপক পরিসরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা: দেশের দুর্যোগ পরিচালনা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা।
৩। অবকাঠামো: জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য প্রভাব মোকাবেলার জন্য বিদ্যমান সম্পদ বা অবকাঠামো (যেমন- বাঁধ সুরক্ষামূলক কার্যক্রম) নির্মাণ এবং উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো (যেমন- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র এবং নগরের পানি নিষ্কাশন) ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা।
৪। গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা: বিনিয়োগ কৌশল অবহিত করতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলির সম্ভাব্য মাত্রা এবং সময় সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া।
৫। প্রশমন ও কম কার্বন নিসরণের বিকল্পসমূহ উন্নত করা এবং দেশের অর্থনীতি বিকাশের জন্য সেইগুলি বাস্তবায়ন করা এবং
৬। দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ: জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারী মন্ত্রণালয় এবং এজেন্সিগুলি, নাগরিক সমাজ এবং বেসরকারী খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

৫.৩.৬ ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (২০০৫/২০০৯) Bangladesh: National Adaptation Programme of Action - NAPA (2005/2009) NAPA/NAP
ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন প্রস্তুত করা হয়েছে ২০০৫ সালে এবং আপডেট করা হয়েছে ২০০৯। একই বছর (২০০৯) উক্ত প্ল্যান অফ একশনের ভিত্তিতে BCCSAP প্রস্তুত করা হয়েছিল।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

- বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুতকৃত ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন গঠনের উদ্দেশ্য হ'ল দেশব্যাপী একটি প্রোগ্রামের বিস্তার করা যা আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতা সহ জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান এবং প্রত্যাশিত প্রতিকূল প্রভাবগুলিকে বিবেচনায় নিয়ে তাৎক্ষণিক ও জরুরি অভিযোজন কার্যক্রমকে অন্তর্ভূক্ত করা।

- বাংলাদেশের জন্য ঘঅচঅ গঠনের লক্ষ্য হ'ল অংশীদারিত্বমূলক পদ্ধতির মাধ্যমে এবং সংশ্লিষ্ট অভিযোজনমূলক প্রোগ্রামগুলির সাথে সমন্বয় তৈরির মাধ্যমে দেশে অভিযোজনমূলক পদক্ষেপগুলির সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করা এবং সেক্ষেত্রে নির্দেশনা দেওয়ার জন্য একটি কাঠামোর বিধান (provision of a framework) রাখা।

এটি জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন (ইউএনএফসিসিসি) এর গৃহিত সিদ্ধান্তের প্রতি

সম্মান জানিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বর্তমান ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশনপূর্বের ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন (NAPA)-২০০৫ এর ফর্ম্যাটকে রেখে দিয়েছে। এই নতুন সংস্করণে গত কয়েক বছর ধরে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব, বিপদাপন্নতা এবং অভিযোজনের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের উপর গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলগুলি একীভূত করেছে। ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্রোগ্রাম অফ অ্যাকশন ৩৮টি অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ চিহ্নিত করেছে যার মধ্যে ১৬টি পদক্ষেপ/প্রকল্প বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ দ্বারা বাস্তবায়নের জন্য আরও উন্নত করা হয়েছে। চিহ্নিত অভিযোজন ব্যবস্থা কার্যকর করতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সার্বিক সহায়তা করছে। এবং বাস্তবায়নের জন্য আন্তর্জাতিক মহল থেকে তহবিল সংগ্রহের ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হয়েছে।

চিহ্নিত উক্ত ১৬টি প্রকল্প এর মাঝে ৮টা স্বল্পমেয়াদি ৮টি মধ্যমমেয়াদী প্রকল্প নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

ছয়টি খাত তার সাথে সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে (The Six Sectoral Working Groups-SWG)

- কৃষি (BARC) ;
- বন, জীববৈচিত্র ও ভূমির ব্যবহার, IUCN
- পানি সমুদ্র তীরবর্তী এলাকা প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং স্বাস্থ্য (WARPO)
- জীবিকা, জেন্ডার, স্থানীয় প্রশাসন এবং খাদ্য নিরাপত্তা (BIDS);
- শিল্প এবং অবকাঠামো (DoE)
- নীতিকৌশল ও প্রতিষ্ঠান (বাংলাদেশ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডিস)

৫.৩.৭ বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড জেন্ডার এ্যাকশান প্লান (Bangladesh Climate Change and Gender Action Plan-BCCGAP, 2013)

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি, কৌশল ও পদক্ষেপে লিঙ্গ সমতা (gender equality) নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশের জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন ও জেন্ডার অ্যাকশন প্লান (BCCGAP) প্রস্তুত করা হয়েছে।

সামগ্রিক উদ্দেশ্য:

- বাংলাদেশের টেকসই ও ন্যায়সঙ্গত উন্নয়নের জন্য স্টেকহোল্ডারদের (বিভিন্ন গোষ্ঠীর) অংশগ্রহণ, অবদান এবং সুবিধাদি নিশ্চিত করা। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতি, কৌশল ও পদক্ষেপে লিঙ্গ সচেতনতা (gender concerns) মূলধারার দিকে নিয়ে যাওয়া (এম ও ইএফ ২০১৩)

প্রধান স্তম্ভগুলি:

সিসিজিএপি ও বিসিসিএসএপি হিসাবে চিহ্নিত ছয়টি মুল স্তম্ভের মধ্যে চারটিতে লিঙ্গ বিবেচনাকে একীভূত করেছে (বন পরিবেশ মন্ত্রণালয়, গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০১৩)

১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য
২) ব্যাপক পরিসরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা
৩) অবকাঠামো
৪) কম কার্বন নির্গমন ও প্রশমন বিকাশ
৫) বিসিসিএসিপি অবশিষ্ট দুইটি স্তম্ভে গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ উপরোক্ত চারটি স্তম্ভের মধ্যে ক্রসকাটিং সার্বিক বিষয় হিসেবে মুখ্য ছিল (এমওইএফ, ২০১৩)

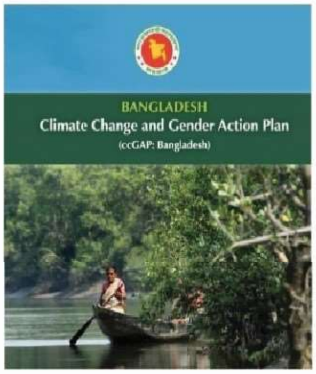

৫.৪ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস (Disasters Risk Reduction-DRR) **এবং জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন** (Climate Change Adaptation-CCA) **সম্পর্কে মুল প্রতিষ্ঠানগুলির দায়িত্ব এবং ভুমিকা: জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে**

৫.৪.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুর্নবাসন মন্ত্রণালয় (Ministry of Disaster Management and Relief-MoDMR) **এবং এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ** (Department of Disaster Management-DDM)

দুর্যোগ পরিচালনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়কে (MoDMR) জাতীয় ঝুঁকি হ্রাস সংস্কার কর্মসূচী পরিচালনার উৎসাহ দেওয়া হয়েছে।

মিশন (MoDMR)

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সংস্কৃতিতে প্রচলিত প্রতিক্রিয়া এবং ত্রাণ থেকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি দৃষ্টান্তের পরিবর্তন অর্জন করা।

- দুর্যোগ ঝুঁকির মধ্যে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যা তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

দৃষ্টিভঙ্গি (MoDMR)

- মানুষের ঝুঁকি কমানো বিশেষ করে দরিদ্র এবং সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করা এবং একটি কার্যকর জরুরী পরিচালনা ব্যবস্থা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগ (DDM)

ম্যান্ডেট অফ (ডিডিএম): দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন কার্যকর করতে-

- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কার্যক্রম গ্রহণ করে দুর্যোগের বিভিন্ন প্রভাব থেকে বিপন্নতা হ্রাস করা।
- দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিতদের সক্ষমতা বাড়াতে দক্ষতার সাথে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করা
- দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জরুরী সহায়তা সম্পর্কিত সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের গৃহীত কর্মসূচী শক্তিশালীকরণ ও সমন্বয় সাধন করা।

মিশন (DDM)

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন (২০১২) এর উদ্দেশ্যগুলি বাস্তবায়নে কাজ করে। যেমন- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সেবা প্রদান, ডিআরআর এবং ডিআরএম সম্পর্কিত বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের দ্বারা গৃহীত কর্মসূচীর দক্ষতার সাথে এবং দুর্যোগের সময় সঠিকভাবে সাড়া দেয়।

ভিশন (DDM)

- দুর্যোগ মোকাবেলায় বিভিন্ন পর্যায়ের পেশাজীবীদের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা জ্ঞান, গবেষণা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি কার্যকর কেন্দ্রের স্বীকৃতি প্রদান করা।

৫.৪.২ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় এবং এর সহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলো (Ministry of Environment, Forests and Climate Change-MoECC and its associated agencies-BCCT, DOE, DoF)

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় (MoECC) পরিবেশ ও বনজ কর্মসূচীর পরিকল্পনা, প্রচার, সমন্বয় এবং তদারকির করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক কাঠামোয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় লোকাল এজেন্সির ভূমিকা পালন করে।

মিশন (MoECC)

বাস্তুসংস্থান এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে টেকসই পরিবেশ এবং বন নিশ্চিতকরণ, পরিবেশ দূষণ, নিয়ন্ত্রণ জলবায়ু পরিবর্তন, গবেষণা ও বনজ সম্পদের উন্নয়ন কাজ করা।

ভিশন (MoECC)

টেকসই পরিবেশ এবং সর্বত্তোম বনজসম্পদের ব্যবহার।

মুলকাজসমুহ (MoECC)

- পরিবেশ এবং বাস্তুসংস্থান ব্যবস্থাপনা
- পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত কার্যক্রম পরিচালনা
- বন সংরক্ষণ ও বনজ সম্পদ উন্নয়ন
- বনজ উদ্যানের বন আহরণ, পুনঃউৎপাদন এবং পুনাজীবন জন্য কাজ করা
- বিদেশী এবং রাবার বৃক্ষ রোপণ
- বোটানিকাল গার্ডেনে বোটানিকাল জরিপ করা
- বক্ষ রোপণ
- বন ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ
- বনায়ন কার্যক্রম
- বন্য পশু পাখির জন্য অভয়াশ্রম তৈরী করা
- বনজ উপকরণ বাজারজাত সম্পর্কিত বিষয়।

সহযোগী সংস্থা (BCCT, DOE, DoF)

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (Bangladesh Climate Change Trust-BCCT)

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট (BCCT) ২০১০ সালের ১৩ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে।

মুলকাজ সমুহ (BCCT)

- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট তহবিলের সার্বিক ব্যবস্থাপনা।
- জলবায়ু পরিবর্তন ও টেকনিক্যাল কমিটি সম্পর্কিত ট্রাষ্টি বোর্ডকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা।
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রকল্পগুলি বিবেচনা করা।
- জলবায়ু পরিবর্তন প্রশমন প্রকল্পগুলির অগ্রগতি করতে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে সমন্বয় সাধন করা।
- সুবিধাভোগী, সুশীল সমাজ, এনজিও, বেসরকারী খাত এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির সাথে সংযোগ স্থাপন করা।
- বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলির পর্যবেক্ষণ এবং মূল্যায়ন করা।

পরিবেশ অধিদপ্তর (Department of Environment-DOE)

- ১৯৭৭ সালে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প প্রতিষ্ঠা হয়। ১৯৮৫ সালে দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা প্রতিষ্ঠা হয় এবং পরিশেষে ১৯৮৯ সালে পুনঃগঠিত হয়ে পরিবেশ অধিদপ্তরের নতুন নামকরণ করা হয়।

মিশন (DOE)

DOE'র লক্ষ্য হল বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের উপকারের জন্য একটি পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সুরক্ষিত করা।

- পরিবেশগত নিয়মকানুনের ন্যায্য ও ধারাবাহিক প্রয়োগের মাধ্যমে।
- পরিবেশগত সমস্যা সম্পর্কে দিকনির্দেশনা, প্রশিক্ষণ এবং সচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে এবং
- পরিবেশগত সমস্যাগুলির উপর টেকসই পদক্ষেপের মাধ্যমে সমাধান করা এবং সমাধানগুলি প্রদর্শন করে জনসাধারনের সমর্থন ও সম্পৃক্তিকে উৎসাহ দেওয়া।

বন বিভাগ (Department of Forest-DOF)

বাংলাদেশ সরকারের একটি বিভাগ যা বন, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কাজ করে। আধুনিক প্রযুক্তি এবং সৃজনশীলতার মাধ্যমে তারা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নেও ভূমিকা পালন করে।

মুল কার্যাবলী (DOF):

বন, জীববৈচিত্র্য এবং বন্যজীবন, চুক্তি, প্রোটকল সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক কনভেনশন এর নিয়ম অনুসরন এবং প্রয়োগ করা।

- বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ
- পরিবেশ পর্যটন সম্প্রসারণ
- উপকূলীয় এবং জলাভূমির জীববৈচিত্র্যের উন্নয়ন
- কার্বন দখল এবং কার্বন বিষয়ক ব্যবসা
- জলবায়ু সহনশীল নতুন বন সৃষ্টি করা, বনজ সম্পদ সংগ্রহ ও সরবরাহ
- ভূমি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার স্থায়ীত্ব রক্ষা করা
- প্রাকৃতিক এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিকাশ
- বনায়ন এবং সামাজিক বনায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ
- অভয়ারণ্য, জাতীয় উদ্যান, বোটানিকাল গার্ডেন, ইকোপার্ক, সাফারিপার্ক ইত্যাদি সংরক্ষিত অঞ্চলের যথাযথ পরিচালনা করা।

৫.৪.৩ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা (Role of Ministry of Women and Children's Affairs-MoWCA)

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশুদের বিকাশের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক করেছে। যেমন-

- নারীর ক্ষমতায়ন
- লিঙ্গসমতা
- মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা বিলোপ

এই মন্ত্রণালয় কাজ করে
- নারীদের সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়ন
- নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা বন্ধ করা
- নারী পাচার রোধ ইত্যাদি।

মিশন (MoWCA)

MoWCA-এর মিশন হল উন্নয়নের মূলধারার মাধ্যমে নারী ও শিশু এবং নারী ক্ষমতায়নের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

ভিশন (MoWCA)

MoWCA-এর ভিশন হচ্ছে লিঙ্গ সমতা এবং শিশু সুরক্ষার জন্য সমাজকে সহায়তা করা।

প্রকল্পসমূহ (MoWCA)

MoWCA ১৯টি সামাজিক সুরক্ষা প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করছে। ২০১৭-১৮ সালে এটির ১৬ টি প্রকল্প ছিল- এর প্রোগ্রাম গুলি নিম্নরূপ:

১) দরিদ্রদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা কার্যক্রম
২) শহরের স্বল্প আয়ের স্তন্যদানকারী মায়েদের জন্য ভাতা
৩) ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপ বিকাশ (Vulnerable Group Development-VGD)
৪) মহিলাদের স্ব-কর্মসংস্থানের জন্য মাইক্রো ক্রেডিট
৫) জয়িতা ফাউন্ডেশন
৬) জীবিকার জন্য মহিলাদের দক্ষতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ
৭) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র
৮) পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম
৯) শিশু অধিকারের জন্য পরিবেশ তৈরী করা
১০) শিশু বিকাশের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা
১১) নগর ভিত্তিক মহিলা উন্নয়ন প্রকল্প
১২) ২০ টি শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র তৈরী করা
১৩) প্রজন্ম বিরতি মাধ্যমে (Generation Break Through)
১৪) ক্ষতিগ্রস্ত গ্রুপ (Vulnerable Group Development-VGD) বিকাশের জন্য বিনিয়োগ
১৫) উপজেলা পর্যায়ে নারীদের জন্য আয় উপার্জন কার্যক্রম
১৬) নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা রোধে বহু বিভাগীয় কর্মসূচী (৪র্থ পর্যায়ে)

মডিউল ৬: দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় সাংগঠনিক উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

শিক্ষণীয় বিষয়

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কার্যকরভাবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও সাড়া প্রদানের জন্য স্থানীয় উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা কৌশল, নীতি এবং পদ্ধতি উন্নয়নের দক্ষতা বৃদ্ধি।

শিক্ষণের ফলাফল:

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহনকারীরা:

- সঠিকভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবে। এর মধ্যে রয়েছে সময়োপযোগী, সহজবোধ্য, জেন্ডারভিত্তিক নির্দিষ্ট তথ্য এবং দুর্যোগ বিষয়ে সঠিক তথ্য (প্রাক দুর্যোগ, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী)।
- দুর্যোগ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানগত (Quantitative) জ্ঞানের পাশাপাশি গুণগত (Qualitative) জ্ঞান অর্জন করবে।
- কার্যকরভাবে বিভিন্ন গোষ্ঠীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা সনাক্ত করার সক্ষমতা অর্জন করবে।
- সরকার এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও অধিপরামর্শ (Advocacy) কার্যক্রমে প্রভাব/অবদান রাখার জন্য তথ্য ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করবে।
- সরকারী এসওএস (SOS) এবং ডি-ফর্ম (D-Form) এর সাথে পরিচিত হবে।

অধিবেশন পরিচালনা নির্দেশিকা

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	মিনিট	কার্যক্রম (সময়সহ)	পদ্ধতি	উপকরণ
শিক্ষনীয় বিষয়	১ ১-৩ সঠিকভাবে তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পদ্ধতিসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারা। এর মধ্যে রয়েছে সময়োপযোগী, সহজবোধ্য, জেন্ডারভিত্তিক নির্দিষ্ট তথ্য এবং দুর্যোগ বিষয়ে সঠিক তথ্য (প্রাক দুর্যোগ, দুর্যোগকালীন এবং দুর্যোগ পরবর্তী)।	১০	শিক্ষণীয় ফলাফল-গুলি নিয়ে আলোচনা করুন। অধিবেশন শেষে আপনি সক্ষম হবেন....।	উপস্থাপনা	ল্যাপটপ, এবং প্রজেক্টর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চাহিদা নিরূপণ	৪-৮ • দুর্যোগ পরিস্থিতি বিশ্লেষণে পরিসংখ্যানগত (Quantitative) জ্ঞানের পাশাপাশি গুণগত (Qualitative) জ্ঞান অর্জন করা। • কার্যকরভাবে বিভিন্ন	৬০	অংশগ্রহণকারীদের নিম্নের বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিন: - ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারীদের জন্য বিভিন্ন ধরনের	উপস্থাপনা	ল্যাপটপ, প্রজেক্টর, ফ্লিপচার্ট এবং মার্কার পেন

অধিবেশন পরিচালনা নির্দেশিকা

শিরোনাম	স্লাইড ও শিক্ষণের ফলাফল	মিনিট	কার্যক্রম (সময়সহ)	পদ্ধতি	উপকরণ
	গোষ্ঠীর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সাড়া দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় চাহিদা সনাক্ত করার সক্ষমতা অর্জন করা।		চাহিদা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণের সক্ষমতা; -চাহিদা নিরূপণ/ বিশ্লেষণের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্যের ব্যবহার; - চাহিদা বিশ্লেষণ/ নিরুপণের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণগুলো বিবেচনা করা। - গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে একটি চাহিদা বিশ্লেষণ/নিরুপণ		
তথ্য সংগ্রহের মূল দিকগুলি	● সরকার এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও অধিপরামর্শ (Advocacy) কার্যক্রমে প্রভাব/অবদান রাখার জন্য তথ্য ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করা।	৫০	উপকরণ/সম্পদ সংগ্রহের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের পরিচয় করিয়ে দিন	উপস্থাপনা আলোচনা এবং দলীয় অনুশীলন	ল্যাপটপ, এবং প্রজেক্টর
স্বেচ্ছাসেবক তথ্য পরিচাল-নার মূল বিষয়গুলি	● সরকার এবং অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ও অধিপরামর্শ (Advocacy) কার্যক্রমে প্রভাব/অবদান রাখার জন্য তথ্য ও পরিস্থিতি বিশ্লেষণের দক্ষতা অর্জন করা।	৫০	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় প্রথম সাড়া প্রদানকারী হিসাবে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্গে তথ্য ব্যবস্থা-পনার উপকরণ-গুলোর পরিচয় করিয়ে দেয়া।	উপস্থাপনা আলোচনা এবং দলীয় অনুশীলন	ল্যাপটপ, এবং প্রজেক্টর
৭টি প্রশ্ন শেখার ফলাফল	অধিবেশন এর আলোকপাত	১০	শিক্ষণ ফলাফলের সঙ্গে অর্জিত ধারণা মিলিয়ে নেয়া।	উপস্থাপনা এবং প্লেনারী আলোচনা	ল্যাপটপ, এবং প্রজেক্টর
এসওএস এবং ডি-ফর্মের পরিচিতি	ডি-ফর্মের পরিচিতি লাভ		এসওএস এবং ডি-ফর্ম উপস্থাপন	উপস্থাপনা	ল্যাপটপ, এবং প্রজেক্টর

কেন জলবায়ু দুর্যোগ ঝুঁকি ও চাহিদা নিরূপণ দরকার ?

- একটি দুর্যোগের অবস্থা এবং মাত্রা সম্পর্কে ভালোভাবে জানা (ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এবং ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার আয়তন)।
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কি প্রয়োজন সে বিষয়ে ভালোভাবে জানা (জীবন রক্ষাকারী উদ্যোগ ও কার্যক্রমসমূহের অগ্রাধিকার দেওয়া)।
- দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় কাজ করা সম্ভব কিনা তা জানা (যাতায়াত ও নিরাপত্তা ঝুঁকি রয়েছে কি না)?
- একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে আপনার প্রতিষ্ঠান কী করতে পারে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং কিভাবে তা অর্জন করবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণ।
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করা এবং কাজ করার সম্ভাব্য উপায়গুলো সনাক্ত করা।
- একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে একটি প্রতিষ্ঠান কী করতে পারবে না সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

প্রেক্ষাপট-৫ দুর্যোগের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি: রহিমা খাতুনের গল্প

নিরক্ষরতা এবং দারিদ্র্যের মধ্যে আবৃত রহিমার বাবা-মা মাত্র নয় বছর বয়সে চাচাতো ভাইয়ের সাথে তাকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। রহিমার স্বামী তাকে এবং তার দুই মাস বয়সী কন্যাকে ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করে, তখন তার বয়স মাত্র ১৩ বছর। যেহেতু পরিত্যক্ত হওয়া সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত কলঙ্কজনক সে কারণে রহিমার জীবনে সে সময়ে অনেক উত্থান পতন ঘটেছিল। ২০১০ সালে স্থানীয় একটি নারী প্রধান সংগঠনের (সিএসও) সাথে যুক্ত হওয়ার পর রহিমা অতীতকে পিছনে ফেলে উন্নত ভবিষ্যতের জন্য ঘুরে দাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। নতুন করে রহিমাকে স্কুলে ভর্তি করানো হয় এবং বর্তমানে তিনি স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য পড়াশোনা করছেন। পাশাপাশি তিনি তার পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে কাজ করছেন। তিনি তার কষ্টের দিনগুলি স্মরণ করে বলছিলেন, "স্কুলে টিফিন বিরতির সময় আমি আমার মেয়েকে বুকের দুধ খাওয়াতাম, আর অন্য মেয়েরা খেলা করত। অনেক ছেলে নিয়মিত স্কুলে যাওয়ার পথে আমাকে জ্বালাতন করত। তবে আমি এই সকল বাধা সহ্য করেছি। এখন মানুষ আমার জীবনের অগ্রগতি দেখে অবাক হয়।"

যমুনা নদীর পাড়ের বাসিন্দা রহিমা সাম্প্রতিক বন্যার ফলে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে তার ব্যবহারিক জ্ঞান প্রয়োগের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন। তিনি নারী কেন্দ্রিক দুর্যোগ প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতন ছিলেন কারন তিনি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সিএসও থেকে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। তিনি বন্যার সময় রান্নার জন্য সিমেন্টের চুলার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি পানিয় জল পরিশোধনের পদ্ধতি তার দলের মধ্যে আলোচনা করেছিলেন। তিনি নলকূপ ডুবে যাওয়ার আগেই সবাইকে পানি সংরক্ষণের জন্য সতর্ক করেছিলেন। সাম্প্রতিক বন্যায় টয়লেটের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছিল। তিনি বলেন- বন্যার পানির উচ্চতা বিবেচনা করে টয়লেট আরও উঁচু করা হয়েছে। যাতে বন্যার সময় এলাকার নারীদের টয়লেট সুবিধা নিশ্চিত করা যায়।

বন্যার সময় কাছের হাসপাতালটি জলাবদ্ধতায় পড়েছিল। জরুরী প্রসবের জন্য রহিমা চারজন গর্ভবতী নারীদের নৌকায় করে জামালপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। কোনও বিকল্প পরিবহন ছিলনা তাই নৌকার জন্য তাকে কয়েক ঘন্টা অপেক্ষা করতে হয়। গর্ভবতী নারী ও তাদের সন্তানদের জন্য এমন জরুরী পরিস্থিতিতে সময়ক্ষেপণ করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল।

সিএসও থেকে রহিমা দুর্যোগকালীন প্রয়োজনীয় কিছু পণ্য সংগ্রহ করেছেন যেমন: হ্যান্ড মাইক, লাইট, ছাতা, রেইনকোট এবং জরুরী সময়ে ব্যবহারের জন্য একটি জুতা। রেইনকোট ও জুতা পরে তিনি বন্যার সময় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবারগুলোকে উদ্ধার কাজে সহায়তা করেছিলেন। সম্ভাব্য ডাকাতির আক্রমণ সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করার জন্য রহিমা হ্যান্ড মাইক ব্যবহার করেছিলেন। উল্লেখ্য যে বন্যার সময় ডাকাতের আক্রমণ ওই গ্রামে সচরাচর হয়ে থাকে।

তথ্য সংগ্রহ: লায়লা সুমাইয়া, কমিউনিকেশন প্রফেশনাল, খ্রিস্টিয়ান এইড বাংলাদেশ
স্থান: দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর

বিভিন্ন ধরনের চাহিদা নিরূপণ

- দ্রুত চাহিদা নিরূপণ
- বিস্তারিত চাহিদা নিরূপন
- চলমান বা নিরবিচ্ছিন্ন চাহিদা নিরূপণ।

দ্রুত চাহিদা নিরূপণ

- দুর্যোগ পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনা তৈরির জন্য দ্রুত পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং তাৎক্ষণিক তথ্য সংগ্রহ করা।
- এর জন্য সর্বোচ্চ ২ জন ব্যক্তি প্রয়োজন এবং একাজে ২ ঘন্টা থেকে শুরু করে ২ দিন বা ১ সপ্তাহ প্রয়োজন হতে পারে।
- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে তথ্যসংগ্রহকারী দলের নিয়মিত ও পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে; এবং এই তথ্যের ভিত্তিতে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি করে দাতাগগোষ্ঠীর নিকট জমা দিতে হবে।

বিস্তারিত চাহিদা নিরূপণ

- নির্দিষ্ট-খাত ভিত্তিক চাহিদা নিরূপণ, তথ্য পৃথকীকরণ: গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণের খাতগুলো আরো সুনির্দিষ্ট করা।
- সাক্ষাতকার গ্রহণের জন্য জনগোষ্ঠী (ক্ষতিগ্রস্ত) থেকে উপযুক্ত ব্যক্তি অনুসন্ধান করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী/সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলোচনা (Indepth focus groups-FGD)
- প্রতিষ্ঠানের কর্ম পরিধির উপর আলোকপাত এবং দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচিগুলো আরো ভালোভাবে সম্পাদনের (value add) উপায় নির্ধারণ।
- প্রাথমিক পুষ্টি পরিস্থিতি নিরূপণ এবং রোগ ও মৃত্যু হারের সমীক্ষা।
- মধ্যম পর্যায়ের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কিংবা সরকারী অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আরও বিস্তারিত ও সুনির্দিষ্ট আলোচনা করা।
- অধিকতর উন্নত প্রেক্ষাপট এবং ধারা বিশ্লেষণ সম্পন্ন করা।
- প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে এবং বাইরে প্রতিবেদন প্রকাশ করা।

একটি ভাল চাহিদা নিরূপণের উপকরণ ও পদ্ধতিসমূহ

- আপনি কেন চাহিদা নিরূপণ পরিচালনা করতে চান তা নির্দিষ্ট করুন।
- কোন তথ্যগুলি সহজলভ্য তা নির্ধারণ করুন।
- অন্যান্য কী কী তথ্য প্রয়োজন তা নির্ধারণ করুন।
- তথ্য সংগ্রহের জন্য আপনি কোন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন তা ঠিক করুন।
- আপনি কার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবেন তা নির্ধারণ করুন।
- কে তথ্য সংগ্রহ করবে তা নির্ধারণ করুন।
- কিভাবে আপনার তথ্য-দাতার কাছে পৌছাবেন তা নির্ধারণ করুন।
- কে তথ্য বিশ্লেষণ করবে এবং কীভাবে করবে তা সুনির্দিষ্ট করুন।
- কি ধরনের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তা পরিকল্পনা করুন।
- কিভাবে চাহিদা নিরুপণ ফলাফল নথিভূক্ত করবেন এবং তা জনগোষ্ঠীর কাছে উপস্থাপন করবেন সে বিষয়ে পরিকল্পনা সুনির্দিষ্ট করুন।
- চাহিদা নিরুপণের কাজগুলো কে কিভাবে করবে সে বিষয় সুনির্দিষ্ট করুন।
- পরিকল্পনা উপস্থাপন করুন, মতামত গ্রহণ করুন এবং এগুলো সমন্বয়ের মাধ্যমে ফলাফলটি আরো গ্রহণযোগ্য ও কার্যকরী করে তুলুন।
- একটি কাজের পরিকল্পনা বা টাইমলাইন তৈরী করুন।

দুই প্রকারের বিস্তারিত তথ্য

- প্রাথমিক তথ্য
- সাধারনত চাহিদা নিরূপণ দল সরাসরি সংগ্রহ করে থাকে।
- মাধ্যমিক তথ্য
- যে সমস্ত তথ্য ইতিমধ্যে তথ্য সংগ্রহকারীরা সংগ্রহ করেছেন এবং তা ব্যবহার হচ্ছে। যেমন, প্রয়োজনীয় তথ্য, সম্পদ, শর্তাদি, কেস স্টাডি/প্রেক্ষাপট, এবং যেসমস্ত তথ্য প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে উপস্থাপন করেছে এবং সেই তথ্য অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য উপাত্তের উৎস

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ (পুরুষ এবং নারী)
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (যেমন, সরকার ইত্যাদি) সাক্ষাৎকার গ্রহণ
- অন্যান্য এনজিওর সাথে আলোচনা
- শিক্ষক, হাসপাতালের কর্মী, ব্যবসায়ী, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান
- পর্যবেক্ষণ এবং যাচাইকরণ
- সুনির্দিষ্ট দল (Focus Group)
- জিপিএস (Global Positioning System) প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের বর্ণনা (যেমন,স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি)।

মাধ্যমিক বা পরোক্ষভাবে সংগৃহীত তথ্য উপাত্তের উৎস

- সংবাদ মাধ্যম
- গবেষণা প্রতিবেদন
- কর্মসূচি বা প্রকল্প প্রতিবেদন
- ব্যক্তিগত এবং পেশাগত যোগাযোগ
- সরকারী পরিসংখ্যান/সমীক্ষা
- উপগ্রহ তথ্য
- ইন্টারনেট
- মানচিত্র
- আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্য

চাহিদা নিরূপণ নীতি

- ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় পরামর্শ করা
- বিভিন্ন দল এবং ব্যক্তির চাহিদা বিবেচনা করা।
- তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বিবেচনা করা।
- পক্ষপাত বিবেচনা করা।
- প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং দলগুলি খুঁজে বের করা এবং নিশ্চিত করা যে তাদের স্বার্থ বিবেচনা করা হয়েছে।
- সমাজকে প্রভাবিত করে এমন পরিবর্তন এবং ধারার অনুসন্ধান করা
- অপ্রত্যাশিত ঘটনার অনুসন্ধান করা
- সমাজের উপর সুনির্দিষ্ট বিষয়ের প্রভাব বিবেচনা করা।
- সার্বিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় কীভাবে তথ্য ব্যবহার করা হবে তা চিন্তা করা।
- সতর্কতার সাথে মাঠ পর্যবেক্ষণ করা

অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- আপনার পরিচয় এবং আপনার সংস্থা কি কাজ করে সে সম্পর্কিত তথ্যের সংকলন/সেট সাথে রাখা।
- কখনও কোন প্রতিশ্রুতি দেবেন না - এমনকি আপনি আবার ফিরে আসবেন সেটাও বলবেন না - সর্বদা স্পষ্টভাবে বলুন যে আপনি একটি চাহিদা নিরূপণের কাজ করছেন।
- যদি সম্ভব হয় তবে দলীয় আলোচনায় নারী, পুরুষ এবং কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন ও সাধারণ পেশাজীবি–সব ধরনের অংশগ্রহণকারী রাখুন।
- বিভিন্ন খাতে ব্যবহার উপযোগী কৌশল ও পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
- সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং পরবর্তীতে কোন তথ্য উপযোগী হবে তা নির্ধারণ করা।
- অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কথা বলা এবং মানুষের কী প্রয়োজন তা বিশ্লেষণ করা।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার চাহিদা নিরূপনের জন্য প্রস্তুতি

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর কাছে যাওয়ার পূর্বে নিরাপত্তা পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা, যোগাযোগ পরিকল্পনা এবং হারিয়ে গেলে যোগাযোগের পরিকল্পনা করা।
- চাহিদা নিরুপণ দলের সদস্যরা কে কোথায় যাচ্ছে তা পরিকল্পনা করা। এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে এই পরিস্থিতির আরো উন্নয়ন করা।

- এলাকায় সরকারী সুযোগ সুবিধা এবং বিদ্যমান যে কোনও সামাজিক কাঠামো, নারীদের গ্রুপ, স্থানীয় জনগোষ্ঠীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। এবং এর মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা যে আপনি স্থানীয় রীতি নীতি মেনে চলছেন।
- ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পর্যবেক্ষণ থেকে যদি দেখা যায় ৮০% আশ্রয়কেন্দ্র ধ্বংস হয়ে গেছে তবে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের কাছে আশ্রয়কেন্দ্রের দরকার আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন নেই। তবে এই অঞ্চলে বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্রগুলোর আশে পাশে কত পরিবার বসবাস করছে তা জানার প্রয়োজন হতে পারে।

কীভাবে একটি ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার পরিচালনা করতে হয়

- নিশ্চিত করুন যে আপনার দলে একজন ভাল অনুবাদক আছে
- প্রবীণ ব্যক্তিদের সঙ্গে দেখা করুন, আপনি কে এবং আপনি কী করছেন তা ব্যাখ্যা করুন এবং তাদের সাক্ষাৎকারের জন্য অনুমতি চান
- নারী, শিশু এবং অন্যান্য বিপন্ন দলগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার চেষ্টা করুন
- প্রতিটি এলাকায় কমপক্ষে ৩টি পরিবারের সাক্ষাৎকার নেওয়ার চেষ্টা করুন
- ত্রাণ শিবিরের প্রান্তে বসবাসকারী মানুষদের অন্তর্ভূক্ত করুন
- আপনার চারপাশে ভিড় এড়িয়ে চলুন

অন্যান্য বিষয়

- নিরাপত্তা
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার কতটা অংশে আপনি প্রবেশ করতে পারবেন
- আপনি সাড়া প্রদান এবং মূল্যায়ন করতে পারেন?
- দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকায় কাজের ক্ষেত্রে জেন্ডার বিষয়টি সম্পৃক্ত কিনা?
- নিরূপণ দলের আকার কেমন? এতে কে কে আছে?
- আর্থিক, লজিস্টিক বা রসদ প্রতিবেদনের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা
- নির্ভরযোগ্য বেসলাইন ডেমোগ্রাফিক/জনসংখ্যা তথ্য পাওয়ার সুযোগ
- যোগাযোগের জন্য যেখানে সম্ভব ক্যামেরা নিন তবে তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সতর্ক ও সংবেদনশীল হতে হবে।
- ইতিমধ্যে ঐ এলাকায় কারা কাজ করছে তা অনুসন্ধান করা
- পর্যবেক্ষক/মূল্যায়নকারী/পক্ষপাতমূলক তথ্যদাতা
- এটা আপনার কাছে কেমন অনুভূতি হবে সে সম্পর্কে সর্বদা চিন্তা করুন

দলীয় কাজ

- ভ্রমণের আগে আপনি কী পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন, আপনার কী জানা দরকার এবং কী নেওয়া প্রয়োজন?
- আপনার প্রতিষ্ঠান কি কাজ করে; আপনি কীভাবে নিজের পরিচয় দেবেন এবং কার সাথে কথা বলবেন?
- আপনার "তথ্যের উদ্দেশ্য" কি?
- আপনি কীভাবে সেগুলো অর্জন করবেন?
- অন্যান্য কোন বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার আরও জানা প্রয়োজন?
- দুর্যোগপ্রবণ স্থানের মানুষ যখন আপনার কাছে সাহায্য চাইবে তাদের আপনি কী বলবেন?

বিলিপত্র

- সরকারী এসওএস (SOS-Form) এবং ডি ফর্ম (D-Form) পরিচিত (ক্ষতির মূল্যায়ন):
- গ্রহণযোগ্য পরিস্থিতি প্রতিবেদনের কপি
- দ্রুত চাহিদা মূল্যায়নের ছক
- এসওএস এবং ডি ফর্ম।

প্রণয়নে:

সহযোগিতায়: